

ঢাকা গাইড

২০২২-২০২৩

DCCI



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Pall Mall

PallMall Industries Ltd.



Head Office: Suit No: 10/A, Sultana Tower
2, Mirpur Road, Kalabagan, Dhaka.

Phone: (88)248112001 (88)248112002

E-mail: pallmalloffice@gmail.com

Web: www.pallmallbd.com



বরাবর,
মহাসচিব
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০২২-২০২৩ প্রাপ্তি স্বীকার

জনাব,

আমি
.....
.....

এর পক্ষ থেকে ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০২২-২০২৩ এর সৌজন্য কপির প্রাপ্তি স্বীকার করছি।
গ্রহীতার মোবাইল নং :
(আবশ্যিক)

.....
.....
.....

.....
.....
.....



ঢাকা গাইড ২০২২-২০২৩



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

65-66 Motijheel C/A, Dhaka -1000, Bangladesh

Tel : +88-02-47122986 Fax : +88-02-223380830

E-mail : info@dhakachamber.com

Website : www.dhakachamber.com

প্রকাশনায় :

ডিসিসিআই গবেষণা ও হিসাব বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪

“ট্যাক্স গাইড ২০২২-২০২৩” আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি বিধান সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ বার্ষিক সংকলন। এ গাইডে পরিবেশিত প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে যদি রাজস্ব আইন বা প্রজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ না থাকে, সে ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) (www.nbr.gov.bd) কর্তৃক প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট মূল আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন বা আদেশের ভাষ্য বা তথ্যই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রাপ্তিস্থান :

ডিসিসিআই গবেষণা এবং হিসাব বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮০-২-৪৭১২২৯৮৬ (হান্টিং)

ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার

বিটিআই ল্যান্ডমার্ক
প্লট# ১৬, ব্লক# সি.ডব্লিউ.এস (এ),
১২তম তলা, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২
ফোন : +৮৮-০২-২২২২৬৪২৪৬

মোহাম্মদপুর সার্ভিস জোন

৭৫সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: : +৮৮-০৯-৬৬৬-৩১৯৬৫৫,
+৮৮-০৯-৬৬৬-৮৮৮৫৫৫

অফিস সময় : শনিবার-বুধবার: সকাল ৯ টা - বিকাল ৪ টা
বৃহস্পতিবার: সকাল ৯ টা - দুপুর ১ টা

Copyright © DCCI 2022

মূল্যঃ টাকা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) মাত্র।
(ডিসিসিআই সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে)



মুখবন্ধ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দীর্ঘ দিন থেকে ব্যবসায়ীদের কর সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে ট্যাক্স গাইড প্রকাশ করে আসছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যথা; আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে সর্বশেষ সংশোধনী এবং সংযোজন সন্নিবেশিত করে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য উপযোগী এ বৎসরের ট্যাক্স গাইডটি তৈরি করা হয়েছে। সংক্ষেপে বিভিন্ন সিডিউল এবং এসআরও সমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সকলের পক্ষে কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এ বইটি থেকে সহজেই পাওয়া যাবে।

এ বছর আমরা ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইডকে আরও আধুনিক করেছি বিভিন্ন এস.আরও. সাধারণ আদেশ, ফরম, নির্দেশিকা ইত্যাদি কিউআর কোডের মাধ্যমে সংযোজন করে। এটি অনস্বীকার্য যে, এত স্বল্প পরিসরে ছাপা বইয়ে কর সংক্রান্ত সকল তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সে কারণে ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে আরও সহজতর ভাবে তথ্য পৌছাতে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল সর্বাঙ্গীন। মূলত: অর্থ আইন ২০২২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে এ বছর যে সকল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘোষিত হয়েছে সেগুলো এবং শুল্ক এবং মুসক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে গাইডটি হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য তথ্যসমূহ কিউআর কোডের সাহায্যে বইটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। গাইডটি প্রকাশের সময় মুদ্রণগত ভুল ত্রুটি থাকলে তা ডিসিসিআই সচিবালয়কে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে আগামী বৎসরের প্রকাশনাটি আরও নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ট্যাক্স গাইডটি আইনের বই নয় বরং এটি আয়কর, আমদানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর আইন সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর একটি তথ্যভিত্তিক সংকলন যা আমদানি-রপ্তানিসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সকল মহলের আয়কর, ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় তাৎক্ষণিক সহায়ক হ্যান্ডবুক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আমি বিশেষভাবে ট্যাক্স গাইড ২০২২-২৩ সংকলন ও প্রকাশনায় ডিসিসিআই-এর পরিচালনা পর্ষদ-২০২২, কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন ও এনবিআর সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২২ এর সদস্যবৃন্দকে সর্বতোভাবে তাঁদের সহায়তা, নিরলস পরিশ্রম, সময় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডিসিসিআই গবেষণা ও হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহযোগিতার জন্য আমার নিজের এবং ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রথম সচিব (কর নীতি ও বিধি), জনাব মোহাম্মদ হাসমত আলী, প্রথম সচিব (মুসক নীতি) এবং জনাব মোঃ খায়রুল কবির মিয়া, প্রথম সচিব, কাস্টমস পলিসি ও আইসিটিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা এ গাইডটি প্রকাশে ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগকে বিভিন্নভাবে তারা সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

ট্যাক্স গাইডটি মুদ্রণে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য একটিভ ফাইন কেমিক্যালস লিমিটেড, আহমেদ ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, আলি'স গ্রুপ অব কোম্পানীজ, বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বায়োফার্মা লিমিটেড, বার্গার কিং, কল্ডওয়েল গ্রুপ, ডট ৫ প্রাইভেট লিমিটেড, ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস গ্রুপ, আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, কবির টয় গার্ডেন, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মুন্সি সিরামিক, এমজেড এ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস লিমিটেড, ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস্ লিমিটেড, অপসোনিন ফার্মা লিমিটেড, পলমল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড, ইউনাইটেড গ্রুপ, উত্তরা মটরস, ভ্যানগার্ড এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, ওয়াচেস ওয়ার্ল্ড কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সঠিক ও নির্ভুলভাবে গাইডটি প্রণয়ণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও প্রজ্ঞাপনের সাহায্য নেয়া হয়েছে। ট্যাক্স গাইড প্রকাশনা ও প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি রচনায় আমি বিশেষভাবে আমার নিজের এবং ডিসিসিআই-এর সকলের পক্ষ থেকে “কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন ও এনবিআর সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২২” এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব অনিমেশ চন্দ্র সাহা (পার্থ), যুগ্ম নির্বাহী সচিব, হিসাব বিভাগ এবং জনাব মাহমুদুল হাসান, সহকারী নির্বাহী সচিব (গবেষণা ও উন্নয়ন) এবং সেই সাথে প্রকাশনার ক্ষেত্রে জনসংযোগ বিভাগের একনিষ্ঠ কর্মকর্তা জনাব আবুল হাসান ফজলে রাবি ও জনাব মোঃ একরামুল হককে ধন্যবাদ জানাই, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডিসিসিআই দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অলাভজনক, সেবামূলক ও স্বেচ্ছাসেবী শীর্ষ সংগঠন। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই এর সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সময়ে সময়ে সংগঠনের পক্ষ হতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ডিসিসিআই মূলত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, যা উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। এ লক্ষ্যে ডিসিসিআই বাংলাদেশ সরকারের সাথে ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিষয় বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধান প্রদানে সহায়তা করে এবং ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনার, পরামর্শ প্রদান ও অন্যান্য কর্মসূচী আয়োজন করে।

১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন (সংশোধিত আইন ১৯৯৪) অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে এ চেম্বারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং অধিক সক্রিয় চেম্বার হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য ডিসিসিআই ছয় দশকের বেশি সময় ধরে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে ডিসিসিআই'র সদস্য সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের বেশি, যারা দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত রয়েছেন। সকল সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৮ জন পরিচালক নির্বাচিত হন, যারা এ চেম্বারকে পরিচালনা করেন। সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা। চেম্বারের রয়েছে একটি সুসংগঠিত, দক্ষ এবং আধুনিক সচিবালয় যা সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য Need based সেবা-মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

ডিসিসিআই'র উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী :

- বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশের ব্যবসায়, বিনিয়োগ এবং শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা;
- আমদানি, রপ্তানী, বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, বীমা, বার্ষিক জাতীয় বাজেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রণয়নে বেসরকারি মহলের মতামত প্রদান;
- গবেষণা শাখার মাধ্যমে WTO, UNCTAD, SAPTA, SAFTA, BIMST-EC, D-8, OIC-TIPS ইত্যাদি সম্পর্কিত রিপোর্ট বা বিভিন্ন পজিশন পেপার প্রস্তুত এবং এ সমস্ত বিষয়ে নেগোসিয়েশনে সরকারকে সহযোগিতা;
- সরকারের বিভিন্ন এডভাইজরি বা পরামর্শক কমিটিতে বেসরকারি খাতকে প্রতিনিধিত্ব করা;
- দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ও সরকারের সাথে ব্যবসায় ও অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা এবং Dialogue অনুষ্ঠান;
- ব্যবসায় উন্নয়ন, বাণিজ্যনীতিমালা সম্পর্কিত তথ্য সদস্যদেরকে সরবরাহ, ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময়ে সময়ে নির্দেশনামূলক বই এবং অন্যান্য পাবলিকেশন, ডাইরেক্টরি প্রকাশ;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং বিদেশে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল প্রেরণ, ট্রেড ফেয়ার আয়োজন ও সরকারি ডেলিগেশনে অংশগ্রহণ;
- দেশের বাণিজ্যিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদেরকে অবহিত করতে নানারকম আলোচনা অনুষ্ঠান, পরামর্শ/সেবা এবং মত-বিনিময় সভা আয়োজন;
- সরকারের গৃহীত নীতিমালা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক পলিসি তৈরি করার জন্য সরকারকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যকর সুপারিশ প্রদান;
- বিভিন্ন ব্যবসায়ী খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য এ্যাডভোকেসি পরিচালনার লক্ষ্যে এ ধরনের Economic Policy Paper (EPP) তৈরি করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা;
- উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন need-based প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজন মারফিক সেবা প্রদান;
- সরকারি এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতিমালা সম্পর্কিত সংস্থার এবং রেগুলেটরি বাঁধা দূরীকরণে Business Initiative Leading Development (BUILD) শীর্ষক একটি প্ল্যাটফর্ম ঢাকা চেম্বারে স্থাপিত হয়েছে, যা বেসরকারি খাতকে আরও বিশেষায়িত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ-২০২২ এর সদস্যবৃন্দ

রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি

আরমান হক
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

মনোয়ার হোসেন
সহ-সভাপতি

পরিচালকবৃন্দ

গোলাম জিলানী

হোসেন এ. সিকদার

খায়রুল মজিদ মাহমুদ

এম. এ. রশিদ শাহ সশ্রুট

মালিক তালহা ইসমাইল বারী

মো. আব্দুল মান্নান

মো. হাবিব উল্লাহ তুহিন

মো. জুনায়েদ ইবনে আলী

মো. সাহিদ হোসেন

মো. জিয়া উদ্দিন

নাসির উদ্দিন এ. ফেরদৌস

এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ

সামির সাত্তার

সামসুজ্জাহা চৌধুরী

এস. এম. গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)

ডিসিসিআই কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন এবং এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২২ এর সদস্যবৃন্দ

এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ
সমন্বয়কারী পরিচালক

এম শফিকুল আলম, এফসিএ
আহবায়ক

লুৎফুল হাদী এফসিএ, এলএলএম
যুগ্ম আহবায়ক

মনোরঞ্জন ভক্ত, এফসিএ
যুগ্ম আহবায়ক

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

মো. আবিদ মনসুর

হুমায়ুন কবির

মো. লুৎফর রহমান

ইঞ্জিনিয়ার কাজী মাহবুব রহমান

ড. এম মনিরুল ইসলাম

শৈলেন্দ্র নাথ রায়

শফিকুল আলম, এফসিএ.

শাহিদ আলম

এম এ রিয়াজ

মোঃ এএসএম নজরুল ইসলাম

মো. মমতাজ আলী

গোলাম মোস্তফা রকি

মোছাঃ নাসিমা জাহান বিসলি

শারমিন সুলতানা বিস্তি

শাখাওয়াত হোসাইন ফরহাদ

মো. আবু সাদেক

মো. সাখায়েত উল্লাহ

এ. এইচ. এম আরমান

আসিফ মালিক

প্রথম অধ্যায়

আয়কর

প্রথম অধ্যায়

আয়কর

১। আয় এবং আয়কর

১.১। আয়কর কি?

সরকারের রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের মধ্যে অন্যতম হলো আয়কর। করদাতার আয় বিবেচনায় এ কর প্রযোজ্য হয়। কোন ব্যক্তির আয় নির্দিষ্ট সীমার উপর হলে উক্ত আয়ের উপর আয়ের স্তর ভিত্তিতে বিভিন্ন হার অনুযায়ী আয়কর প্রদান করতে হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় নির্বাহ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন।

১.২। আয়কর আইনে আয় বলতে কি বুঝায়?

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী আয়ের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিম্নরূপ:-

- (ক) এ অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের আওতায়, যে কোন উৎস হতে উদ্ভূত, করযোগ্য যে কোনো আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন;
- (খ) এ অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের আওতায়, উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ প্রযোজ্য এমন কোন অংক;
- (গ) অনুরূপ আয়, মুনাফা বা অর্জনের কোন লোকসান;
- (ঘ) চতুর্থ তফসিলের অষ্টম অনুচ্ছেদ মোতাবেক ধার্যকৃত মিউচুয়াল ইস্যুরেন্স সংঘ কর্তৃক পরিচালিত, ইস্যুরেন্স ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বা প্রাপ্তি;
- (ঙ) এ অধ্যাদেশের আওতায় যে কোন বিধানের অধীনে আয় হিসেবে বিবেচিত যে কোন অর্থ গণ্যকৃত বা উদ্ভূত, উদিত বা প্রাপ্ত যে কোন আয় অথবা বাংলাদেশে প্রাপ্ত হিসেবে কোন অর্থ;
- (চ) যে কোন পরিমাণ অর্থ যার উপর ভিত্তি করে কর আরোপ করা হয়েছে;
- (ছ) অত্র অধ্যাদেশের অধীনে আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়;
- (জ) এ অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের আওতায়, এমন কোন অংক, যা আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বোনাস শেয়ারের বহিমূল্য হিসেবে উদ্ধৃত অংক অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর আওতায় নিবন্ধিত কোন কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বর্ধিত করার লক্ষ্যে ঘোষিত, ইস্যুকৃত বা পরিশোধিত কোন বোনাসের অর্থ ঐ শেয়ার হোল্ডারদের আয় হিসেবে গৃহীত হবে না।

১.৩। আয়কর আইনে আয়করদাতা কে?

আয়কর আইনে আয়করদাতাকে 'Person' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২(৪৬) অনুযায়ী আয়করদাতাদের নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে-

- (ক) একক ব্যক্তি (Individual)
- (খ) অংশিদারী ফার্ম (Partnership Firm)
- (গ) ব্যক্তি সংঘ (Association of Person)
- (ঘ) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (Hindu undivided family)
- (ঙ) ট্রাস্ট (Trust)
- (চ) ফান্ড (Fund)
- (ছ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (Local Authority)
- (জ) কোম্পানী (Company)
- (ঝ) কোন সত্তা (An Entity)
- (ঞ) অন্য আইন দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম সত্তা (every other artificial Juridical Person);

২। আয়কর রেজিস্ট্রেশন

২.১। আয়কর রেজিস্ট্রেশন বলতে কি বুঝায়?

আয়কর রেজিস্ট্রেশন বলতে ট্যাক্সপেয়ার্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN) বুঝায়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৮৪ বি অনুযায়ী প্রত্যেক করদাতাকে TIN গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এই TIN আয়কর রিটার্ন ছাড়াও বিভিন্ন লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রে এবং ধারা ৩০ অনুযায়ী বেতনভোগী কর্মী (employee) এর বেতনাদি বাবদ খরচ অনুমোদনের জন্য আবশ্যিক করা হয়েছে। TIN হচ্ছে ১২ অংক (digit) এর একটি স্থায়ী সংখ্যা।

২.২। আয়কর রেজিস্ট্রেশন (TIN) কিভাবে নিতে হয়?

বর্তমানের অনলাইনের মাধ্যমে আয়কর রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু আছে। www.incometax.gov.bd ওয়েব সাইটে login করে রেজিস্ট্রেশন করা যায়। এর জন্য একক ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও কোম্পানীর জন্য

ইনকর্পোরেশন নম্বর প্রয়োজন হয়। আর যাদের ইন্টারনেট সুবিধা নেই তাঁরা নির্ধারিত কর সার্কেলে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।

৩। কর ধার্যের জন্য বিবেচ্য সময়কালঃ

৩.১। কোন সময়ের আয়ের উপর আয়কর ধার্য হবে?

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬ অনুযায়ী ‘আয় বৎসর’ এর মোট আয়ের উপর কর বর্ষের জন্য নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য হবে। অধ্যাদেশের ২(৩৫) ধারায় ‘আয় বৎসর’ এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞায় মূল প্রতিপাদ্য হলো সর্বোচ্চ জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত ১২ মাসের সময়কাল। উদাহরণ হিসেবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি সময়কাল নিম্নে দেয়া হলো- ১লা জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০শে জুন, ২০২২ (অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩) বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোন parent কোম্পানির সাবসিডিয়ারির কোন সাবসিডিয়ারি বা উক্তরূপ parent কোম্পানির কোন ব্রাঞ্চ বা লিয়াজেঁ অফিস, ব্যাংক, ইনসুরেন্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কিছু (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) কে যদি parent কোম্পানির হিসাবের সাথে সমন্বিত হিসাব প্রণয়নের স্বার্থে ধারা ২ এর ক্লজ (৩৫) তে উল্লিখিত হিসাব বছর অপেক্ষা ভিন্ন কোন হিসাব বছর অনুসরণ করতে হয়, তাহলে উপ-কর কমিশনার সে সাবসিডিয়ারি, ব্রাঞ্চ বা লিয়াজেঁ অফিসকে উক্ত ভিন্ন হিসাব বছর অনুসরণের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন।

৩.২। ‘কর বৎসর’ (assessment year) এর ধারণাঃ

আয়কর রিটার্ন এবং দাখিল, আরোপিত কর হার ‘কর বৎসর’ এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আয়কর অধ্যাদেশের ২(৯) ধারায় ‘কর বৎসর’ এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই ধারার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী ৩০ জুন, ১২ মাস সময়কালই হচ্ছে ‘কর বৎসর’। আয়কর রিটার্ন, কর নির্ধারণ আদেশ, আয়কর নোটিশসমূহ সহ প্রায় সব আয়কর প্রক্রিয়া ‘কর বৎসর’ এর সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকে।

৩.৩। ‘আয় বৎসর’ সংশ্লিষ্ট ‘কর বৎসর’ঃ

করদাতা বা আয়কর কর্তৃপক্ষ আয়ের সময়কালকে একটি কর বৎসরের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। নিম্নে এই সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করা হলো-

আয়ের সময়কাল	সংশ্লিষ্ট কর বৎসর
০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২২ (অর্থ বৎসর ২০২১-২০২২)	২০২২-২০২৩
০১/০১/২০২২ থেকে ৩১/১২/২০২২ (পঞ্জিকা বৎসর, ২০২২)	২০২৩-২০২৪

৪। ‘মোট আয়’ এর ধারণাঃ

‘মোট আয়’ এর একটি সংজ্ঞা অধ্যাদেশের ২(৬৫) ধারায় দেয়া হয়েছে। ‘মোট আয়’ বলতে একজন করদাতার এক ‘কর বৎসরের’ সব উৎসের আয়ের সমষ্টিকে বুঝায়। আয় বা উপার্জন ধরে নেয়া হবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধারা ১৭ অনুযায়ী (ক) অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি সে যে উৎস থেকেই আয় করল না কেন;

(খ) অথবা তিনি আয় করেছেন বা পেয়েছেন বা পাওয়ার কথা বাংলাদেশে বা এমন কোন ব্যক্তি থেকে;

(গ) উপার্জন করেছেন বা ধরে নেয়া তিনি উপার্জন করেছেন বাংলাদেশে থেকে।

অনিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে

(ঘ) যিনি আয় করেছেন যে কোন উৎস থেকে অথবা পেয়েছেন বা ধরে নেয়া হয় আয় করেছেন ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে;

(ঙ) অথবা ঐ অর্থবছরে বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ে তিন আয় করেছেন বা উপার্জন করেছেন

আয় বা উপার্জন ধরে নেয়া হবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধারা ১৮ অনুযায়ী

(ক) যে কোন ধরনের বেতন আয় হিসেবে বিবেচিত হবে; চাই তা বাংলাদেশে উপার্জিত হোক অথবা সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ দেশের নাগরিককে কোন সেবা প্রদান করার জন্য;

(খ) অন্য যে কোন ধরনের আয় যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপার্জন করা হয়;

১. বাংলাদেশে অবস্থিত স্থায়ী কোন স্থায়ী স্থাপনা থেকে আয়;

২. যে কোন ধরনের প্রোপ্রার্টি, সম্পদের মালিকানা থেকে আয় বা ইনটেনজিবল প্রোপ্রার্টি থেকে বাংলাদেশে উপার্জিত আয়;

৩. বাংলাদেশে কোন সম্পদ ট্রান্সফার করার কারণে আয়;

৪. কোন পণ্য বা সেবার বিক্রয়লব্ধ আয় যে কোন ইলেকট্রনিক্স উপায়ে ক্রয় করা হোক না কেন;

৫. যে কোন ইনটেনজিবল প্রোপ্রার্টি যা বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়।

৫। আয়কর ধার্যের সাধারণ নীতিমালাঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬ তে আয়কর আরোপ তথা ধার্যের মূল নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী-

(ক) যে সময়কালের আয়ের জন্য আয়কর ধার্য/আরোপ করা হয়	এক ‘অর্থবছর’
(খ) যে আয়ের উপর আয়কর ধার্য/আরোপ করা হয়	কর বৎসরের মোট আয়

(গ) আয়কর এর হার	অর্থ আইনে নির্ধারিত হার
------------------	-------------------------

৬। আয়করের হার

৬.১। ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের হার

অর্থ আইন, ২০২২ তে বর্ণিত করহারের তফসিল অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি-করদাতা (অনিবাসী বাংলাদেশীসহ), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, অংশীদারী ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	মোট আয়	হার
(ক)	প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	শূন্য
(খ)	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	৫%
(গ)	পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১০%
(ঘ)	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১৫%
(ঙ)	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	২০%
(চ)	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে, উপরোল্লিখিত কর হার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

- (১) তৃতীয় লিপ্সের করদাতা, মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৩,৫০,০০০/- টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৫০,০০০/- টাকা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০/-টাকা।
- (২) কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যে কোন একজন এ সুবিধা পাবেন।
- (৩) করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকাভেদে নিম্নরূপভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছেঃ

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম করের হার
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-টাকা
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-টাকা
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-টাকা

- একজন করদাতার আয় যে কোন স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারণ হবে। তবে কোন করদাতা একই আয় বছরে একাধিক স্থানে অবস্থান করে থাকেন তাহলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থান স্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর হার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
 - ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনার মূখ্য স্থানই ন্যূনতম করের জন্য করদাতার অবস্থান স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
 - একজন চাকুরীজীবী করদাতা আয়বছরে একাধিক স্থানে কর্মরত থাকলে যে স্থানে তিনি অধিক কাল কর্মরত ছিলেন ন্যূনতম করের জন্য সে স্থানই তার অবস্থান স্থল বলে বিবেচিত হবে।
 - করদাতা অনিবাসী হলে বাংলাদেশে তিনি যে ঠিকানা ব্যবহার করেন সে ঠিকানাই তার অবস্থানস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
 - করমুক্ত সীমার উর্ধ্ব আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ হিসাব অনুযায়ী তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।
- (৪) কোন করদাতা যদি স্বল্প উন্নত এলাকা বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হন এবং উক্ত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, তা হলে তিনি উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেন :-

ক্রমিক নং	বিবরণ	রেয়াতের হার
(ক)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নহে।	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%।
(খ)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর অধিক হয়।	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%।

(গ)	প্রথম বারের মতো আয়কর রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করলে বিনিয়োগ রেয়াত পরবর্তী কররেয়াত হতে অতিরিক্ত ২০০০/- টাকা কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন
-----	--

(৫) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সর্বোচ্চ হারে আয়কর আরোপিত হবেঃ

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	করহার
(১)	কোম্পানী ও ব্যক্তি সংঘ নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর	৩০%
(২)	কোম্পানী নয়, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর	৪৫%
(৩)	কোম্পানি নহে, ব্যক্তি-সংঘ, আইনের দারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-। তবে শর্ত থাকে যে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ৩০% হইবে।	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর	১৫%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	১৫%

৬.২। কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়করের হার

কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং যে সকল করদাতা যাদের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে আয়কর আরোপিত হয় তা নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশে যে কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অবস্থিত সে কোম্পানী হতে লব্ধ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে অন্য সর্ব প্রকার আয়ের উপর প্রযোজ্য কর নিম্নরূপঃ

বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছর	* শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় প্রস্তাবিত করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২০%	২২.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ বা ১০ শতাংশের কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	২৭.৫%	৩০%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%(+) ২.৫ % সারচার্জ	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেন পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

- (২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এইরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাভাসন যা লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর - ২০%।
- (৩) ব্যক্তি-সংঘের ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-৩০%

৬.৩। সার চার্জের হার

কোন ব্যক্তি করদাতা (Assessee Being Individual) যার আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮০ অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট পরিসম্পদের মূল্যমান (Total Net Worth) আয়করের উপর তাদের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে-

ক্রমিক নং	নীট সম্পদের মূল্য	সারচার্জের হার
(১)	তিন কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(২)	তিন কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নয়-নিজ নামে একের অধিক মোট গাড়ি বা কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক বাড়ি রয়েছে	১০%
(৩)	দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নয়-	২০%
(৪)	বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নয়-	৩০%
(৫)	পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক থেকে যে কোন অংকের উপর-	৩৫%

অর্থ আইন ২০২২ অনুযায়ী সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে। ব্যক্তি, কোম্পানি নির্বিশেষে সকল শ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। পাশাপাশি- সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোন ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে তাকে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় সারচার্জ এবং তার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ উভয়টি পরিশোধ করতে হবে।

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদে নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বলতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং ৩৬) এর সেকশন ৮০ অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের বিবরণী নীট পরিসম্পদেও মূল্যমান বোঝানো হবে। তাছাড়া, মোটর গাড়ি বলতে প্রাইভেট কার, জিপ বা মাইক্রোবাস বোঝাবে।

৬.৪। ন্যূনতম কর (minimum tax) এর পরিমাণ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ন্যূনতম কর (minimum tax) সংক্রান্ত বিধান পুনর্গঠন করে ন্যূনতম কর আরোপ (charge of minimum tax) সংক্রান্ত ধারা ১৬ বিবিবি সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত ধারায় বিধান করা হয়েছে যে আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় ন্যূনতম কর আরোপযোগ্য হলে তা আয়কর অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ক্ষেত্রমতো আরোপ, ধার্য, পরিশোধ ও আদায় হবে।

৭। আয়ের উৎস সমূহঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২০ ধারায় আয়ের উৎসসমূহকে ৭টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে-

- (১) বেতনাদি
- (২) জামানতের উপর সুদ
- (৩) গৃহ সম্পত্তি আয়
- (৪) কৃষি আয়
- (৫) ব্যবসা বা পেশা হতে আয়
- (৬) মূলধনী মুনাফা
- (৭) অন্যান্য উৎস হতে আয়।

৭.১। বেতনাদি (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২১ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী)ঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-২১ অনুসারে কোন কর্মচারী তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগ কর্তার নিকট হতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক পান তাকে বেতন বলে। ধারা-২১ এ বেতনের উপাদান এবং গণনা পদ্ধতির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। ধারা-২১ অনুসারে বেতন (অগ্রিম বা বকেয়া) মঞ্জুরী,

বার্ষিক, সালিয়ানা, অবসরবৃত্তি, আনুতোমিক, ফি-কমিশন, বেতন-পুরক, মাহিনার বদলে মুনাফা কিংবা বেতনতিরিক্ত মুনাফা উপরি মজুরি প্রাপ্তি বা আয় প্রকৃত পক্ষে পাওয়া যাক বা না যাক, প্রদেয় হলেই এগুলোকে বেতন আয় বলে ধরা হয়। আরও সহজ ভাবে বলা যায় মূল বেতন, উৎসব ভাতা, পরিচারক ভাতা, সম্মানী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা, বিভিন্ন পারকুইজিটস্ (সুবিধা), বিশেষ বেতন, মহার্ঘ ভাতা, ছুটি ভাতা সহ নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত যে কোন অর্থ বেতনাদির করযোগ্য আয়।

সাধারণভাবে একজন চাকুরিজীবী করদাতার প্রাপ্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা, পরিচারক ভাতা, সম্মানী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার প্রদত্ত চাঁদা এবং বিভিন্ন পারকুইজিট (সুবিধা) বেতন খাতের করযোগ্য আয়। বেতনখাতে করযোগ্য আয় নিরূপণের জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ কর বছরে নতুন রিটার্ন ফরমের সাথে নতুন তফসিল ২৪এ প্রবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত নতুন রিটার্ন ফরমের ক্রমিক নং-২৪ এ বেতন খাতে করযোগ্য আয় নির্ণয়ের জন্য তফসিল ২৪এ পূরণপূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তফসিল ২৪এ পূরণের পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হলো

আয়কর অধ্যাদেশের বিদ্যমান বিধান অনুসারে তফসিল ২৪এ অনুযায়ী বেতন খাতের করযোগ্য/করমুক্ত আয় পরিগণনার (সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর ক্ষেত্র ব্যতিত) একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হল-

০১	কর বৎসর ২০২২-২০২৩	০২	টিআইএন
----	-------------------	----	--------

বিবরণসমূহ	পরিমাণ (ক)	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত (খ)	নীট করযোগ্য (গ=ক-খ)	মন্তব্য
মূল বেতন	৩,৬০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৩,৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
বিশেষ বেতন	২৪,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	২৪,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
বকেয়া বেতন (যা পূর্বে করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই)	৬০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
মহার্ঘ ভাতা	৭২,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৭২,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
বাড়ী ভাড়া ভাতা (নগদ)	২,৪০,০০০/-	১,৮০,০০০/-	৬০,০০০/-	মূল বেতনের ৫০% অথবা মাসিক ২৫,০০০/- এ দুটির মধ্যে যেকোন কম সে অংশ করমুক্ত
চিকিৎসা ভাতা (নগদ)	৪৮,০০০/-	৩৬,০০০/-	১২,০০০/-	মূল বেতনের ১০% অথবা বার্ষিক ১,২০,০০০/- টাকা (প্রতিবন্দী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাক), এ দুটির মধ্যে যেকোন কম সে পরিমাণ অংক করমুক্ত।
হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিডার ও ক্যান্সার সার্জারি খরচের জন্য প্রাপ্ত অংক	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	সম্পূর্ণ অংক করমুক্ত। তবে শেয়ারহোল্ডার পরিচালকগণ এ কর অব্যাহতির সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।
যাতায়াত ভাতা (নগদ)	৬০,০০০/-	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-	বার্ষিক ৩০,০০০/- পর্যন্ত করমুক্ত
উৎসব ভাতা	৬০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
পরিচারক ভাতা	১৮,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	১৮,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
ছুটি ভাতা	৩০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৩০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
সম্মানী/পুরস্কার/ফি	৫০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৫০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
ওভার টাইম ভাতা	৪৮,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৪৮,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
বোনাস/এক্সগ্রেসিয়া	৩০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৩০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
স্বীকৃত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা	৩৬,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৩৬,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
স্বীকৃত ভবিষ্যৎ তহবিলে অর্জিত	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	মূল বেতনের ১/৩ অংশ পর্যন্ত

সুদ				প্রাপ্ত সুদ (এখানে বেতন বলতে মূল বেতন এবং মহার্ঘ ভাতা বুঝাবে) অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার ১৪.৫০%, এ দুয়ের মধ্যে যেট কম সে পরিমাণ অংশ করমুক্ত।
যানবাহন সুবিধার জন্য বিবেচিত আয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৬০,০০০/-	যদি করদাতা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিয়োগকর্তার নিকট থেকে গাড়ী পান তাহলে মূল বেতনের ৫% বা বার্ষিক ৬০,০০০/- টাকা (দুই এর মধ্যে যেট বেশি) সরাসরি নীট করযোগ্য আয় হবে।
বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত ভাড়া প্রাপ্ত বাসস্থানের জন্য বিবেচিত আয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৯০,০০০/-	(ক) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিনা ভাড়া সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থানে বাস করেন তাহলে সাধারণভাবে মূল বেতনের ২৫% করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। (খ) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা থেকে হ্রাসকৃত ভাড়া সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থান প্রাপ্ত হন সে ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মূল বেতনের ২৫% হতে প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়া বাদ দিয়ে পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	করদাতা যদি নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানে দারোয়ান, মালি, বারুচি কিংবা অন্য কোন সুবিধা পেয়ে থাকেন তবে প্রাপ্ত সুবিধার সমপরিমাণ আর্থিক মূল্য করযোগ্য আয় হিসেবে দেখাতে হবে।
ছুটি নগদায়ন	৬০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য
গ্র্যাচুইটি	৩.৫ কোটি	২.৫ কোটি	১.০০ কোটি	২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অংশ করযোগ্য
Workers' Participation Fund	৬০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০,০০০/-	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত Workers' Participation Fund থেকে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ করমুক্ত;

ক. একজন নিয়োগকর্তার কাছে বেতনভোগী কর্মীর আয়ের সকল তথ্য থাকে না। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ সংশ্লিষ্টতার সূত্রে একজন বেতনভোগী কর্মীর যে সকল তথ্য নিয়োগকর্তার অধিকারে থাকে তার ভিত্তিতে কোন কর বছরে বেতনভোগী কর্মী (employee) এর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে নিয়োগকর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তথ্যগুলো সাধারণভাবে নিম্নরূপ:

- খ. নিয়োগকর্তা কর্তৃক বেতনভোগী কর্মীকে পরিশোধিত বেতন-ভাতাদি আয়ের সূত্রে বা নিয়োগকর্তার লেনদেনের সম্পর্কের সূত্রে কোন কর্মীর আয় করমুক্ত সীমার বেশি হয় কি-না;
- গ. বেতনভোগী কর্মী নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নিয়োজিত কি-না;
- ঘ. বেতনভোগী কর্মী shareholder-employee কি-না;
- ঙ. বেতনভোগী কর্মী নিয়োগকর্তার অর্থায়নে (ঋণ, অগ্রিম ইত্যাদিসহ) ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিক হয়েছেন কি-না;
- চ. বেতনভোগী কর্মী কোন পেশাগত সমিতির সদস্য কি-না, ইত্যাদি।

উপ কর কমিশনার আরো পরীক্ষা করে দেখবেন সকল বেতনভোগী কর্মী (employee) এর জন্য বেতনভাতা বাবদ খরচ দাবী করা হয়েছে তাদের ১২-ডিজিট টি.আই.এন ছিল কিনা। যদি আয়কর অধ্যাদেশের কোন বিধানে কোন ব্যক্তির ১২-ডিজিট টি.আই.এন নেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু কোন মাস বা মাসসমূহের বেতন-ভাতাদি গ্রহণের সময় ঐ ব্যক্তি ১২-ডিজিট টি.আই.এন ধারী না থাকেন তাহলে তার ঐ মাস বা মাসসমূহের বেতন-ভাতাদি খরচ অনুমোদন যোগ্য হবে না।

৭.২। জামানতের উপর সুদ (ধারা-২২ এবং ২৩)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-২২ অনুসারে নিম্নবর্ণিত আয় সমূহ করদাতার সিকিউরিটির উপর সুদ খাতে আয় হিসেবে বিবেচিত হবেঃ

- (ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা সিকিউরিটিজ (যেমন টিএন্ডটি বন্ড, ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ট্রেজারী বন্ড/বিল, ইত্যাদি), ডিবেঞ্চর হতে অর্জিত সুদ এবং জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টসের সুদ এ খাতের আয় হিসেবে রিটার্নে দেখাতে হবে। সাধারণভাবে, সিকিউরিটিজ বা ডিবেঞ্চর কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হলে ঋণের সুদ সিকিউরিটিজ হতে অর্জিত সুদ আয় থেকে খরচ হিসেবে বাদ দেয়া যাবে। তবে ৮২সি ধারার আওতাধীন কোন সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টসের সুদের ক্ষেত্রে খরচ বাদ যাবে না। ২০২২-২০২৩ কর বছরে যে কোন ধরনের সঞ্চয়পত্রের অর্জিত সুদের উপর উৎসে কর্তৃত কর উক্ত খাতের বিপরীতে চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম করদায় (minimum tax) পরিশোধ হিসেবে গণ্য হবে।
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানী হতে বা তাদের পক্ষ হতে ইস্যুকৃত যে কোন প্রকার ঋণ পত্র বা অন্যান্য সিকিউরিটি হতে প্রাপ্য সুদ। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-২৩ অনুযায়ী সিকিউরিটির উপর সুদ হতে বিয়োজনমূলক আয় পরিগণনা করা হয়।

৭.৩। গৃহ সম্পত্তি আয় (ধারা-২৪ এবং ২৫)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-২৪ মোতাবেক করদাতার মালিকানাধীন দালান কোঠা ও জমির বার্ষিক মূল্য, ফার্নিচার গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এ আয়ের উপর করদাতাকে আয়কর প্রদান করতে হয়। তবে এরূপ সম্পত্তি নিজস্ব ব্যবসা বা পেশার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং উক্ত ব্যবসা বা পেশা থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর অধ্যাদেশের আওতায় কর প্রদান করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত অংশের জন্য এ খাতে কোন কর প্রদানযোগ্য হবে না। ধারা-২৫ এ গৃহ সম্পত্তি হতে আয়ের বিয়োজনযোগ্য আয় পরিমাপ করা হয়। উল্লেখ্য, বাড়ী ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় বিবেচনার ক্ষেত্রে ১/৪ অংশ অবশিষ্ট অথবা ৩০% বাণিজ্যিক ভাড়া প্রাপ্তিকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ হিসেবে, পৌর কর, ভূমি রাজস্ব এবং গৃহ নির্মাণের ঋণের সুদ খরচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

আয়কর বিধি ৮ এ এর অনুসারে কোন বছরে কোন করদাতা সকল গৃহ সম্পত্তি থেকে মাসে ২৫,০০০ টাকার বেশি ভাড়া পেলে প্রাপ্ত সমুদয় ভাড়া ব্যাংকে জমা করার ও ভাড়াটিয়াদের তথ্য সম্বলিত একটি রেজিস্টার রাখার বিধান করা হয়েছে। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে নতুন রিটার্ন ফরমের সাথে নতুন তফসিল ২৪বি প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন রিটার্ন ফরমের ক্রমিক নং-২৬ এ গৃহ সম্পত্তি খাতে করযোগ্য আয় নির্ণয়ের জন্য তফসিল ২৪বি পূরণ পূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। আয়কর বিধি ধারা ১৯ এর উপধারা (৩০) এর আবশ্যিক ব্যয় ধারার আওতায় ব্যক্তির আয় থেকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখানো হয়েছে কিন্তু এই ধারার আওতায় ব্যয় করা হয়নি ক্রুজ এইচ উপধারা (১) এর সেকশন ২৫ অনুযায়ী, তবে সেই আব্যবহৃত বিনিয়োগ একজন আয়কর দাতার আয় হিসেবে বিবেচিত হবে (গৃহ সম্পত্তি থেকে আয়) শিরোনামে শ্রেণিকরণ করা হবে।

কোন করদাতা তার বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিলে, সে আয় রিটার্নের গৃহ সম্পত্তির আয়ের ঘরে দেখাতে হবে। গৃহ সম্পত্তির করযোগ্য আয় নিরূপনের জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে। আয়কর বিধিমালা, ১৯১৫ সংশোধনের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ কর বছরে নতুন রিটার্ন ফরমের সাথে নতুন তফসিল ২৪বি প্রবর্তন করা হয়েছে উল্লিখিত নতুন রিটার্ন ফরমের ক্রমিক নং ২৬ এ গৃহ-সম্পত্তি খাতে করযোগ্য আয় নির্ণয়ের জন্য তফসিল ২৪বি পূরণপূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৭.৪। কৃষি আয় (ধারা-২৬, ২৭)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-২৬ এবং ২৭ অনুযায়ী কৃষি খাতে আয় নিরূপণ করতে হয় Sixth Schedule Part A এর আওতায়। যে সকল করদাতার কৃষি ছাড়া আর কোন আয় নেই তারা কর মুক্ত আয়ের সাধারণ সীমার অতিরিক্ত আরও ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে অর্থাৎ (৩,০০,০০ + ২,০০,০০০) =

৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য কোন আয়কর পরিশোধ করতে হবে না। মহিলা করদাতা, ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতা যদি কৃষি ছাড়া আর কোন আয় না থাকে তাদের করমুক্ত আয়ের সীমা হবে (৩,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,৫০,০০০/- টাকা। প্রতিবন্ধী করদাতার ক্ষেত্রেঃ (৪,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,৫০,০০০ টাকা। গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রেঃ (৪,৭৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,৭৫,০০০ টাকা। কৃষি খাতে আয় নির্ধারণীর ক্ষেত্রে বিয়োজনমূলক বিষয়সমূহ ধারা-২৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৫। ব্যবসা বা পেশা হতে আয় (ধারা-২৮, ২৯ এবং ৩০)

- **আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-২৮ অনুযায়ী ব্যবসা বা পেশা হতে আয় হলো নিম্নরূপঃ**
 - (১) কোন ব্যবসা বা পেশা হতে অর্জিত বা অনুমিত লাভ ও আয়;
 - (২) যে কোন বাণিজ্যিক বা পেশাগত বা এরূপ সংঘ বা এ ধরনের অন্য কোন সংঘ থেকে আয়;
 - (৩) পেশা পরিচালনার মাধ্যমে বা ব্যবসা হতে উদ্ভূত যে কোন সুবিধা বা প্যারকুইজিট;
 - (৪) ধারা-১৯ (১৫), ১৯ (১৬), ১৯ (১৮), ১৯ (২০), ১৯ (২৩), ২৮ (৩) এবং ৮২ বিবি (১২) অধীনে প্রাপ্ত আয়; অধীনে প্রাপ্ত আয়;
 - (৫) যে কোন বীমা ব্যবসা হতে লাভ বা মুনাফা;
 - (৬) পেট্রোলিয়াম (প্রাকৃতিক গ্যাসসহ) পদার্থ অনুসন্ধান ও উৎপাদন থেকে লাভ ও মুনাফা;
 - (৭) খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত আয়।
 - (৮) ব্যক্তি-করদাতার ব্যবসা বা পেশা খাতে সহজে আয় নিরূপণের জন্য একটি নতুন তফসিল ২৪সি প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন আয়কর রিটার্ন ফরম ব্যবহারকারীগণ রিটার্নের ২৮ ক্রমিকে ব্যবসা বা পেশা খাতে করযোগ্য আয় থাকলে তফসিল ২৪সি পূরণ পূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- **ব্যবসা বা পেশাগত আয় নিরূপণের জন্য অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ (ধারা-২৯)**
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-২৯ মোতাবেক ব্যবসা বা পেশা হতে আয় খাতে আয় নির্ধারণের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিয়োজনযোগ্য বা বাদযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যাবেঃ-
 - (১) যে স্থানে ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করা হয় তার জন্য প্রদত্ত ভাড়া;
 - (২) ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার জন্য ভাড়াকৃত স্থানের মেরামত খরচ;
 - (৩) ব্যবসা বা পেশার জন্য ধারকৃত মূলধনের উপর প্রদত্ত সুদ বা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকের ক্ষেত্রে লাভের অংশ;
 - (৪) কোন ব্যক্তি যদি লাভ-ক্ষতির অংশীদারমূলক হিসাবে পরিচালনাকারী অথবা, ইসলামী শরীয়ানুযায়ী মুনাফা বন্টন নীতিতে পরিচালিত কোন ব্যাংকের সাথে ডিপোজিট পরিচালনা করে থাকেন, তবে উক্ত ব্যক্তিকে ঐ সূত্রে কোন অর্থ পরিশোধ বা প্রদান করা হলে সে পরিমাণ অর্থ;
 - (৫) ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যবহৃত দালান, যন্ত্রপাতি, স্থাপনা বা আসবাবপত্র, ষ্টক বা স্টোরেজ ক্ষতি, ধ্বংস বা ক্ষয়-ক্ষতির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বীমা বাবদ পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ বা আনুপাতিক হারে অর্থ;
 - (৬) ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করদাতার নিজস্ব সম্পত্তি, দালান, যন্ত্রপাতি, স্থাপনা আসবাবপত্রের প্লায়ার অবচয় ইত্যাদি বিষয়ে তৃতীয় তফসীল অনুসারে অনুমোদিত হারে অর্থ;
 - (৭) তৃতীয় তফসিলের আওতায় গ্রহণীয় লাইসেন্স ফি এর ক্ষেত্রে;
 - (৮) তৃতীয় তফসিলের অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুসারে বিশেষ অবচয় ভাতাভোগী প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহন করে এমন জাহাজ বা মাছ ধরার ট্রলারের ক্ষেত্রে, যে বৎসর জাহাজ ট্রলারকে জনসাধারণের ব্যবহারে জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে সে বৎসরে উক্ত জাহাজ বা ট্রলারের প্রকৃত খরচের শতকরা বিশ ভাগ বিনিয়োগ সুবিধা;
 - (৯) কোন আয় বৎসরে করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ভবন যন্ত্রপাতি বা আমদানিকৃত সফটওয়্যার অথবা স্থাপনা ধ্বংস, বিধ্বস্ত অথবা বাতিল হয়ে গেলে অথবা এরূপ কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হলে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে আইনগত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলে অথবা বাংলাদেশের বাইরে কোন আয় বৎসরে তা রপ্তানি করা হলে, সেক্ষেত্রে উক্ত আয় বৎসরের জন্য তৃতীয় তফসীলের দশ অনুচ্ছেদ অনুসারে অকেজো (obsolescence) ভাতা প্রদান;
 - (১০) করদাতার ব্যবসায়িক বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে কোন পশু, যা ব্যবসায়ের পশু নয় যদি তা মারা যায় অথবা সে উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে অকর্মণ্য হয়, ক্ষেত্র অনুসারে করদাতার নিকট পশুটির প্রকৃত মূল্য থেকে বিক্রয় করার পর কোন মূল্য উদ্ধার করা হলে তার অথবা মাংস হস্তান্তরের মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যায় তার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ;
 - (১১) করদাতার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির অথবা অংশবিশেষের জন্য প্রদেয় যে কোন পরিমাণ ভূমি উন্নয়ন কর অথবা খাজনা, স্থানীয় কর অথবা পৌর কর;

- (১২) কোন আয় বৎসরে কাজ করার জন্য কর্মচারীকে বোনাস অথবা কমিশন দেয়া হলে যে ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ অর্থ মুনাফা বা লভ্যাংশ হিসেবে প্রদেয় না হলে যদি এটা বোনাস বা কমিশন হিসাবে প্রদত্ত না হয় এবং যুক্তি সংগত কারণে, উৎসব বোনাস হিসাবে প্রদান যুক্তিসঙ্গত এ জন্য যে- যে পরিমাণ ঋণ বা তার অংশবিশেষ অনাদায়ী হিসাবে স্থির থেকে যায় এবং আয় বৎসরে করদাতার হিসাবের খাতায় তা সত্যিকার ভাবে অবলোপিত হয়ে যায়, যদি সে আয় বৎসরে বা পূর্ববর্তী আয় বৎসরে ঐ ঋণ বা তার অংশ বিশেষ করদাতার আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকিং কোম্পানী বা লগ্নী ব্যবসার ক্ষেত্রে করদাতা ব্যবসার অংশ ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক হিসাবকৃত উক্ত অনাদায়ী অর্থ;
- (১৩) কোন আয় বৎসরে করদাতার হিসাবের খাতায় যে পরিমাণ ঋণ বা তার অংশবিশেষ অনাদায়ী হিসাবে অবলোপন করা হয়েছে কিন্তু তা সম্পূর্ণ অনাদায়ী হিসেবে বিবেচনা করে উক্ত অবলোপনকে অনুমোদন করা হয়, সেক্ষেত্রে সে পরিমাণ ঋণ বা তার অংশ বিশেষ পরবর্তী আয় বৎসরে বিবেচনা করা হয় অথবা ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যাংক অথবা ঋণ গ্রহণ করে থাকেন করদাতা, তবে তা সাধারণ ব্যবসায় ধারকৃত অর্থ হিসেবে বিবেচনা করা হবে;
- (১৪) কোন আয় বৎসরে করদাতার হিসাবের খাতায় যে পরিমাণ ঋণ বা তার অংশবিশেষ অনাদায়ী হিসাবে অবলোপন করা হয়েছে কিন্তু তা সম্পূর্ণ অনাদায়ী হয় নাই বিবেচনা করে উক্ত অবলোপনকে অনুমোদন করা না হয়, সেক্ষেত্রে সে পরিমাণ ঋণ বা তার অংশ বিশেষ পরবর্তী আয় বৎসরে অনাদায়ী হিসেবে প্রতীয়মান হলে সেই আয় বৎসরে তা বাদযোগ্য হবে;
- (১৫) যখন কোন আয় বৎসরে করদাতা তাঁর হিসাবের বইতে যে কোন ধরনের ঋণ বা তার অংশবিশেষ অনাদায়ী হিসেবে অবলোপন করেন এবং উপ-কর কমিশনার এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত ঋণ বা তার অংশবিশেষ পূর্বের আয় বৎসরের পূর্ববর্তী কমপক্ষে চার বৎসর পূর্বে অবলোপিত হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশে যা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-কর কমিশনার উক্ত ঋণ বা এর অংশবিশেষকে পূর্বের আয় বৎসর হতে বিয়োজনের জন্য বা বাদ দেয়ার জন্য অনুমোদন দিতে পারেন, যদি এক্ষেত্রে করদাতা উপ-কর কমিশনারের এরূপ অনুমোদন এবং করদাতার উক্ত পূর্ববর্তী আয় বৎসরের মোট আয় পুনর্নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন এবং সেক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব ধারা ১৭৩ এর বিধান অনুসারে উক্ত আয় নির্ধারণের জন্য উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত চার বৎসরের হিসাব করতে হবে এবং যে বৎসরে কর নির্ধারণ করা হয়েছে তার শেষ হতে যে আয় বৎসরে ঋণ বা অংশবিশেষ অবলোপন করা হয়েছে;
- (১৮এ) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর অনাদায়ী মন্দ ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণ নির্ণয়ের বিধান অনুসারে এরূপ সময়োত্তীর্ণ ঋণের শতকরা পাঁচ ভাগ অথবা করদাতার খাতায় বাস্তবে সেই মন্দ ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণের পরিমাণের মধ্যে যেটুকু কম, সে পরিমাণ অর্থ;
- (১৮এএ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কর্ম সংস্থান ব্যাংক, ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুসৃত বিধান অনুসারে মন্দ ঋণ এবং সন্দেহজনক ঋণ ও তার সুদসহ মোট অনাদায়ী ঋণের শতকরা এক ভাগ অথবা করদাতার হিসাবের খাতায় উল্লেখিত প্রকৃতপক্ষে অনাদায়ী এবং সন্দেহজনক ঋণ ও তার সুদ, এই দুই পরিমাণ অর্থের মধ্যে যেটুকু কম হয় সেই অর্থ;
- (১৯) করদাতা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা যা বাংলাদেশ গবেষণায় ব্যবহারের জন্য ব্যয়িত অর্থ, যা মূলধনী ব্যয় নয়;
- (২০) করদাতা কর্তৃক পরিচালিত ও বাংলাদেশে গবেষণার সম্পর্কিত ব্যয়িত মূলধনী ব্যয়;
- (২১) করদাতার ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা, স্থাপিত সংস্থা, এসোসিয়েশন বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান অথবা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরী স্কুল অথবা গবেষণার জন্য অন্য কোন সংস্থাকে প্রদেয় অর্থ;
- (২২) করদাতার কর্মচারীদের বা তাদের পরিবার বা তাদের পোষ্যদের সুবিধার্থে স্থাপিত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের জন্য অথবা শিল্প কারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয়, যা মূলধনী প্রকৃতির মত ব্যয় নয়;
- (২৩) করদাতা কর্তৃক তার কর্মচারী, তাদের পরিবারবর্গ এবং পোষ্যদের সুবিধার জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং মেরামত অথবা হাসপাতাল স্থাপন অথবা কারখানা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানে মূলধনী ব্যয়ের ন্যায় ব্যয়;
- (২৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রশিক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প বাবদ খরচকৃত যে কোন ব্যয়;
- (২৫) সরকার কর্তৃক স্পর্সরকৃত বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিদেশ ভ্রমণের জন্য করদাতা কর্তৃক ব্যক্তিগত বা মূলধন জাতীয় খরচ ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়;
- (২৬) বাণিজ্যিক সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ)-এর অর্থাধীনে কোন রেজিস্ট্রীকৃত ব্যবসায় সংগঠন অথবা এই উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পেশাগত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সদস্য চাঁদা বাবদ ব্যয়িত অর্থ;
- (২৭) করদাতার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে খরচকৃত যা কোনভাবেই মূলধন জাতীয় খরচ নয়।

➤ **কতিপয় পরিস্থিতিতে বিয়োজন সুবিধা প্রযোজ্য হবে না (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা -৩০)**

এই ২৯ ধারায় যে বিধানই থাকুক না কেন, ব্যবসা বা পেশাগত আয় হতে নিম্নলিখিত খাতসমূহের ক্ষেত্রে কোন ছাড়/বিয়োজন গ্রহণযোগ্য হবে না-

- (ক) যে কোন পরিশোধ যা প্রাপকের বেতনাদি” খাতে শ্রেণীবদ্ধকৃত আয় হিসেবে গণ্য হয়, যদি তার উপর সপ্তম অধ্যায়ের বিধানমতে কর পরিশোধ করা না হয় তবে ঐ পরিমাণ অর্থ;
- (কক) করদাতা কর্তৃক যেকোন ব্যক্তিকে যেকোন পরিমাণ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে যদি সপ্তম অধ্যায়ের বিধান অনুসারে উহার উপর কর কর্তন বা আদায় না করা হয়;
- (ককক) এ অধ্যাদেশের বিধানাবলীর আওতায় ১২ ভিজিটের করদাতা সনাক্তকরণ নাম্বায় (টিআইএন) সংগ্রহ আবশ্যিক এরূপ কোন কর্মচারীকে তার বেতনাদি হিসাবে অর্থ পরিশোধ কালে তা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে সেরূপ অর্থ;
- (খ) কোন ফার্ম বা ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক ক্ষেত্র অনুসারে ফার্মের যেকোন অংশীদার বা ব্যক্তি সংঘের যে কোন সদস্যকে সুদ, বেতন, কমিশন বা পারিতোষিক ইত্যাদি হিসেবে গণ্য প্রদেয় অর্থ;
- (গ) বাংলাদেশের অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে দেয়-দালালী বা কমিশন, যদি উক্ত অর্থ থেকে ৫৬ ধারার আওতায় কর কর্তন বা আদায় না হয়ে থাকে;
- (ঘ) 'বেতনাদি' খাতের আওতায় বেতন প্রদানের সময় উৎস থেকেই নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর প্রদানের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত বেতন থেকে কর্তনকৃত কর্মচারীদের সুবিধা বা কল্যাণের জন্য স্থাপিত প্রভিডেন্ট ফান্ড বা অন্য কোন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ;
- (ঙ) করদাতা কর্তৃক ধারা ২ এর দফা (৪৫) এ সংজ্ঞায়িত বেতনপূরক হিসেবে কোন কর্মচারীর জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ যদি দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার চাইতে অধিক হয় (অবশ্য, কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলে তার ক্ষেত্রে পাকুইজিট অনুমোদিত সীমা হবে পঁচিশ লক্ষ টাকা): তবে শর্ত থাকে যে, অত্র দফার বিধান সেই নিয়োগকর্তার উপর প্রযোজ্য হবে না যিনি তৎকর্তৃক নিয়োগ দানকৃত কর্মচারীকে সরকার কর্তৃক গঠিত মজুরী বোর্ডের (ধিমব নড়ধৎফ) অনুমোদনক্রমে অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতনপূরক প্রদান করেছেন;
- (চ) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে যেকোন বিষয়ের জন্য নির্ধারিত হার বা পরিমাণের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ এবং আবগারী শুল্ক পরিশোধ করতে হয় এরূপ বিক্রয় এবং সেবার ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক স্ট্যাম্প অথবা সীল দ্বারা অসমিখিত পরিমাণ অর্থ, যেমন:
- ১) আপ্যায়ন;
 - ২) বিনোদন বা অবকাশ যাপনের ক্ষেত্রে কর্মচারী এবং তাঁর পোষ্যদের বিদেশ;
 - ৩) বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ।
- (ছ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিগমবদ্ধ হয়নি এরূপ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় খাতের ব্যয় উহার হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার শতকরা দশ ভাগ অতিক্রম করলে সে পরিমাণ ব্যয়;
- (জ) রয়্যালটি, কারিগরী সেবার ফি, কারিগরী কৌশল বাবদ ফি, কারিগরী সহায়তার ফি এর জন্য বিবরণীতে ঘোষিত মুনাফার আট শতাংশের অধিক পরিমাণ পরিশোধিত অর্থ;
- (ঝ) কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার কর্মচারীকে, যার গ্রস বেতন বিশ হাজার বা ততোধিক, বেতন বা পারিতোষিক ক্রসড চেক বা ব্যাংকের মাধ্যমে স্থানান্তর ভিন্ন অন্যভাবে পরিশোধ করে, সেক্ষেত্রে ঐরূপ পরিশোধিত যেকোন অর্থ;
- (ঞ) কাঁচামাল ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকার অধিক যেকোনো পরিশোধের ক্ষেত্রে (in case of single payment) তা আবশ্যিকভাবে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করতে হবে;
- (ট) হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার শতকরা দশ ভাগের অধিক ইনসেন্টিভ বোনাস হিসেবে পরিশোধিত যেকোন অর্থ;
- (ঠ) ঘোষিত টার্ন ওভার শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ (০.৫০%) শতাংশের অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিদেশ ভ্রমণ করা হলে সেই অর্থ;
- (ড) কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে প্রদত্ত কমিশন বা ডিসকাউন্ট হিসেবে কৃত যেকোন পরিশোধ;
- (ঢ) বেতন বা পারিশ্রমিক, সরকারকে যেকোনো প্রকার পরিশোধ এবং কাঁচামাল ক্রয়ের খাত সমূহ ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো প্রকার খাতে ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার বা তার অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত প্রদান করা হলে
- (ণ) ব্যবসায়িক বা আবাসিক যেকোন ভাবেই ব্যবহৃত হোক বা না হোক, এরূপ যেকোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ট্রান্সফার ভিন্ন অন্যভাবে পরিশোধিত অর্থ।

(ত) promotional Expense খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সর্বোচ্চ সীমা ব্যবসায়ের টার্নওভারের শূন্য দশমিক পাঁচ (০.৫০%) শতাংশ।

➤ **আয়কর অধ্যাদেশে ধারা 30B সংযোজন:**

অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ সংযোজিত নতুন ধারা ৩০B সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে ৮২সি ধারায় যাই বলা হোক না কেন কিংবা ব্যবসা বা পেশা আয় খাতে লাভ বা লোকসান যাই নিরূপন করা হোক না কেন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ধারা ৩০ অনুযায়ী অগ্রাহ্যকৃত খরচ পৃথকভাবে ব্যবসা বা পেশার আয় হিসাবে বিবেচনাপূর্বক নিয়মিত হারে কর আরোপ করতে হবে। অর্থাৎ ৩০ ধারায় অগ্রাহ্যকৃত খরচ ব্যতীত ব্যবসা বা পেশা খাতে লোকসান নিরূপন হলেও উক্ত অগ্রাহ্যকৃত খরচকে পৃথকভাবে ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এর উপর নিয়মিত হারে কর আরোপ করতে হবে।

➤ **অর্থ আইন, ২০২১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ এর:-**

- ✓ ক্লজ (i) তে সংশোধনীর মাধ্যমে বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিক খাতে কোনো কর্মচারীকে পরিশোধের পরিমাণ ২০ হাজার টাকার অধিক হলে তা আবশ্যিকভাবে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করতে হবে। এর ব্যত্যয়ে এ খাতে দাবীকৃত খরচ অনুমোদিত খরচ হিসেবে পরিগণিত হবেনা।
- ✓ নতুন ক্লজ (ii) সংযোজনের মাধ্যমে কাঁচামাল ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কোনো পরিশোধের ক্ষেত্রে তা আবশ্যিকভাবে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করতে হবে মর্মে বিধান করা হয়েছে। এর ব্যত্যয়ে এ খাতে দাবীকৃত খরচ অনুমোদিত খরচ হিসেবে পরিগণিত হবেনা। এ বিধান ২০২২-২৩ করবছর হতে প্রযোজ্য হবে।
- ✓ ক্লজ (m) প্রতিস্থাপন করে বেতন বা পারিশ্রমিক, সরকারকে যেকোনো প্রকার পরিশোধ এবং কাঁচামাল ক্রয়ের খাত ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার খাতে ব্যয় পরিশোধের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা অতিক্রম করলে তা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করার বিধান প্রচলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বেতন খাতের ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্লজ (র) এবং কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্লজ (রর) এর বিধান মানতে হবে।
- ✓ যেকোনো অংকের সম্পত্তি ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে তা আবশ্যিকভাবে ক্রেসড্ চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করার বিধান বিদ্যমান রয়েছে। ক্লজ (n) এ সংশোধনীর মাধ্যমে “ক্রেসড্ চেক” শব্দগুচ্ছ বিলুপ্ত করা হয়েছে।
- ✓ বিদ্যমান ক্লজ (p) এর ব্যাখ্যা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। Explanation-1 এ তা হবহ্ প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
- ✓ নতুন Explanation-2 এর মাধ্যমে ক্রেসড্ চেক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত যেকোনো প্রকার ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা পরিশোধকে ব্যাংক ট্রান্সফারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭.৬। মূলধনী লাভ (ধারা- ৩১ এবং ৩২)

➤ **আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা- ৩১ অনুযায়ী মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হতে উদ্ধৃত লাভের জন্য করদাতাকে মূলধনী লাভ খাতে কর দিতে হয় এবং যে বর্ষে মূলধনী লাভ সংগঠিত হবে তাকে সেই আয় বর্ষের আয় স্বরূপ গণ্য করতে হবে।**

অনাবাসী করদাতার পাবলিক কোম্পানীর স্টক বা শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত কোন মুনাফা এবং লাভের উপর কর প্রদেয় হবে না, যদি তিনি নিজ দেশে ঐরূপ অব্যাহতির অধিকারী হন।

➤ **আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা- ৩২ অনুযায়ী মূলধনী লাভ নির্ণয়-**

(১) মূলধনী লাভ খাতে আয়ের সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে অর্জিত মূল্য কিংবা তার ন্যায্য বাজার মূল্য, এর মধ্যে যেটি বেশি হয় তা হতে নিম্নোক্ত ব্যয় বিয়োজন করে মূলধনী লাভ খাতে আয় নির্ণয় করতে হবে, যথা: -

(ক) কোন মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য যে কোন প্রকার ব্যয়;

(খ) মূলধনী সম্পদ অর্জন করার ব্যয় এবং;

(গ) উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যয় ব্যতীত যে কোন মূলধনী ব্যয়;

(ঘ) ধারা- ২৩, ২৯, ৩৪ এর আওতায় বাদযোগ্য সুবিধা পাবার ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে।

(২) মূলধনী সম্পত্তির অর্জন ব্যয় বলতে বুঝায়- করদাতা কর্তৃক ক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, তার প্রকৃত অর্জন, খরচ, উপহার, ইচ্ছাপত্র দ্বারা প্রদত্ত বা দান পত্রের মাধ্যমে অথবা বাতিলযোগ্য বা অবাতিলযোগ্য ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় অথবা কোম্পানী বিলোপ সাধনের ফলে মূলধনী সম্পত্তি বন্টনের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

(৩) করদাতা কর্তৃক হস্তান্তরিত কোন মূলধনী সম্পত্তির ক্ষেত্রে হস্তান্তরের দিন উপ-কর কমিশনারের মতানুযায়ী এর ধার্য মূল্যে করদাতা কর্তৃক ঘোষিত সম্পূর্ণ মূল্যের চেয়ে কমপক্ষে পনের শতাংশ কম হয়, সে ক্ষেত্রে পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত মূলধনী সম্পত্তিটির ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

- (৪) যেখানে উপ-কর কমিশনার অভিমত প্রদান করেন যে, করদাতা কর্তৃক হস্তান্তর তারিখে কোন মূলধনী সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্য করদাতা কর্তৃক ঘোষিত মূল্যের চেয়ে পঁচিশ শতাংশ বা তার চেয়ে কম তবে সেক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত নিয়মে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করার জন্য প্রস্তাব দিতে পারবেন।
- (৫) যেখানে সুনির্দিষ্ট মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হতে মূলধনী লাভ অর্জিত হয়, তা যদি হস্তান্তর তারিখের অব্যবহিত পূর্বে করদাতা তাঁর ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন এবং করদাতা যদি ইভয় হস্তান্তরে এক বছর পূর্বে পরে ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ নতুন কোন মূলধনী সম্পত্তি ক্রয় করে থাকেন, তখন মূলধনী আয়কে হস্তান্তরের বৎসরের আয় হিসেবে দেখানোর পরিবর্তে যদি করদাতা কর নির্ধারণের পূর্বে লিখিতভাবে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, উপধারার নিম্নোক্ত বিধান অনুসারে বাস্তবায়িত হবে, যেমন- (ক) মূলধনী আয়ের পরিমাণ যদি নতুন সম্পত্তির অর্জন ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়, তবে মূলধনী আয়ের পরিমাণ এবং নতুন সম্পত্তির অর্জন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুসারে আয় বৎসরে আয় হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তৃতীয় তফসীল অনুসারে নতুন সম্পত্তির কোন ভাতা সুবিধা নতুন সম্পত্তি গণনা করার ক্ষেত্রে অথবা হস্তান্তরের ফলে যদি কোন মূলধনী আয় অর্জিত হয় তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, উক্ত অর্জন ব্যয় বা লিখিত মূল্যে শূন্য হবে এবং (খ) মূলধনী আয়ের পরিমাণ যদি নতুন সম্পত্তির অর্জন ব্যয়ের সমান বা কম হয় তবে ধারা-৩১ এর আওতায় মূলধনী আয় ধার্য করা যাবে না এবং তৃতীয় তফসীল অনুসারে কোন নতুন সম্পত্তির বাদযোগ্য ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অথবা ধারা ১৯ (১৬) অনুসারে কোন আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অথবা হস্তান্তরের ফলে কোন মূলধনী আয় গণনার ক্ষেত্রে অর্জন ব্যয় বা লিখিত মূল্যকে, যেখানে যা প্রযোজ্য, মূলধনী আয় দ্বারা হ্রাস করা হবে।
- (৬) এই ৩১ ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন কোন মূলধনী সম্পত্তি যথা: দালান বা জমি কোন নতুন কোম্পানিকে হস্তান্তর করার কারণে (যদি কোম্পানিটি কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অথবা যদি মূলধনী লাভ হয় এবং উক্ত আয়ের সম্পূর্ণ অংশ প্রতিষ্ঠিত নতুন কোম্পানিতে ইকুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করে তখন সম্পত্তি হস্তান্তর করার কারণে প্রাপ্ত মূলধনের উপর ঐ অর্থবছরে কর প্রযোজ্য হবে না।
- (৭) এই ৩১ ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন যদি মূলধন পাওয়া যায় কোন মূলধনী সম্পত্তি কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত নতুন কোন কোম্পানিকে হস্তান্তর করার কারণে (যদি কোম্পানিটি কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অথবা যদি মূলধনী লাভ হয় এবং উক্ত আয়ের সম্পূর্ণ অংশ প্রতিষ্ঠিত নতুন কোম্পানিতে ইকুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করে তখন সম্পত্তি হস্তান্তর করার কারণে প্রাপ্ত মূলধনের উপর ঐ অর্থবছরে কর প্রযোজ্য হবে না।

৭.৭। অন্যান্য উৎস হতে আয় (ধারা-৩৩ এবং ৩৪)

অন্যান্য উৎস হতে আয় বলতে বিশেষ ৬টি আয়ের খাতগুলো ব্যতীত অন্যান্য উৎসের আয়গুলোর সমষ্টিকে বুঝায়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৩৩ অনুযায়ী বেতন, নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ, গৃহ সম্পত্তির আয়, কৃষি আয়, ব্যবসা বা পেশার আয়, মূলধনী লাভ এ কয়টি আয়ের খাত ছাড়া অন্য যাবতীয় আয় অন্যান্য সূত্রের আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার উপর সুদ, লভ্যাংশ, লটারী, যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে আয়, বক্তৃতা বা লেখার সম্মানী ইত্যাদি অন্যান্য সূত্রের আয়ের কয়েকটি উদাহরণ। ব্যাংক সুদ বা লভ্যাংশ আয় থেকে উৎসে কেটে রাখা আয়কর করদাতার জন্য অগ্রিম পরিশোধিত কর হিসেবে বিবেচিত হবে যা আয়কর মামলা নিষ্পত্তি পর্যায় সৃষ্টি কর দাবীর বিপরীতে সমন্বয় করা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, একজন করদাতার মোট আয়ের উপর করের পরিমাণ ৫৫,০০০/- টাকা। তার ব্যাংক সুদ এবং লভ্যাংশের উপর কেটে রাখা আয়করের পরিমাণ যদি হয় ১০,০০০/- টাকা হয়, তাহলে তাকে কর নির্ধারণের পর ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে। এসব আয়ের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিতে হবে। আয়ের বিপরীতে উৎসে আয়কর কেটে রাখা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট রিটার্নের ট্রেজারি চালানের অনুলিপি সহ সাথে দাখিল করতে হবে।

৮। করমুক্ত এবং কর অব্যাহতির জন্য দাবীকৃত আয়

করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে রিটার্নে দেখাতে হবে। ব্যক্তি করদাতার করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের কয়েকটি আইটেম নিম্নে দেয়া হলোঃ

(১) বেতনাদি আয়ের ক্ষেত্রে (করমুক্ত সীমা)-

(১.১) বাড়ীভাড়া ভাতাঃ মাসিক ২৫,০০০/- টাকা বা মূল বেতনের ৫০% (যেট কম);

(১.২) যাতায়াত ভাতাঃ বাৎসরিক ৩০,০০০/- টাকা;

(১.৩) চিকিৎসা ভাতাঃ বাৎসরিক ১,২০,০০০/- টাকা বা মূল বেতনের ১০% (যেট কম);

(১.৪) নিয়োগকারীর দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাহিত ব্যয়, আনুতোষিক বা সুবিধা আকারে প্রদত্ত;

(১.৫) নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী দেশে বা বিদেশে সফরের জন্য কর্মচারীর ব্যয় আংশিক বা পূর্ণভাবে কোম্পানী বহন করলে প্রকৃত ব্যয় সংঘটিত হলে তা করমুক্ত বিবেচিত হবে। তবে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রতি ২ বছরে একবার পাওয়া যাবে;

(১.৬) সরকারী কর্মকর্তাদের মূল বেতন, বোনাস ও উৎসব ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা।

- (১.৭) সরকারি চাকুরিজীবী করদাতা যদি চাকুরীর দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বিশেষ ভাতা, সুবিধা বা আনুতোষিক পান;
- (২) অন্যান্য করমুক্ত আয়ঃ
- (২.১) Paragraph 1A সংশোধনের মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পাশাপাশি মাইক্রো ক্রেডিট রেগুরেটরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থার শুধুমাত্র মাইক্রো ক্রেডিট হতে অর্জিত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে
- (২.২) পেনশন;
- (২.৩) অংশীদারী ফার্ম হতে পাওয়া মূলধনী মুনাফার অংশ;
- (২.৪) ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি প্রাপ্তি;
- (২.৫) প্রভিডেন্ট ফান্ড এ্যাক্ট, ১৯২৫ অনুযায়ী উক্ত ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
- (২.৬) স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
- (২.৭) স্বীকৃত সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
- (২.৮) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর আওতায় কোন শ্রমিক কর্তৃক ওয়ার্কাস পার্টিসিপেশন ফান্ড থেকে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ;
- (২.৯) মিউচুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় ধারা ২২ (ষষ্ঠ তফসিল পার্ট-এ);
- (২.১০) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত;
- (২.১১) সরকারি নিরাপত্তা জামানতের সুদ যা সরকার করমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে;
- (২.১২) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার কোন indigenous hillman এর জেলাগুলোতে পরিচালিত আর্থিক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাপ্ত আয়;
- (২.১৩) রপ্তানী ব্যবসা হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০%;
- (২.১৪) আয়ের একমাত্র উৎস 'কৃষি খাত' হলে কৃষি খাত হতে আয় ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত;
- (২.১৫) সফটওয়্যার তৈরিসহ তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খাতের ব্যবসায় আয়: খাতগুলো হচ্ছে Software development; Software or application customization; Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN); Digital content development and management; Digital animation development; Website development; Web site services; Web listing; IT process outsourcing; Website hosting; Digital graphics design; Digital data entry and processing; Digital data analytics; Geographic Information Services (GIS); IT support and software maintenance service; Software test lab services; Call center service; Overseas medical transcription; Search engine optimization services; Document conversion, imaging and digital archiving; Robotics process outsourcing, Cyber security services, Cloud service, System Integration, e-learning platform, ebook publications, Mobile application development service 47: IT Freelancing.
- (২.১৬) হাঁস-মুরগীর খামার হতে অর্জিত আয় এর ক্ষেত্রে প্রথম ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হারে পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে এবং অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০% হারে কর প্রদেয় হবে;
- (২.১৭) হাঁস-মুরগী, চিংড়ী ও মাছের হ্যাচারি এবং মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয় এর ক্ষেত্রে প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হারে, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে এবং অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০% হারে কর প্রদেয় হবে;
- (২.১৮) কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যক্তি-করদাতা কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় হতে অর্জিত মূলধনী মুনাফা;
- (২.১৯) হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী থেকে উদ্ভূত আয়;
- (২.২০) জিরো কুপন বন্ড থেকে উদ্ভূত আয়;
- (২.২১) ওয়েজ আর্নাস ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড হতে প্রাপ্ত সুদ আয়;
- (২.২২) পেনশনার সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদ, কোন আয় বছরে কোন করদাতার পেনশনের সঞ্চয়পত্রে পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করলে;
- (২.২৩) মহিলা করদাতা ব্যতীত অন্যান্যদের মালিকানাধীন পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) এর আয়, যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

- (২.২৪) মহিলা করদাতা মালিকানাধীন পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) এর আয়, যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
- (২.২৫) অথবা সরকারের নিকট হতে গৃহীত কোন পদক/পুরস্কার;
- (২.২৬) কোন Elderly care home হতে অর্জিত আয়;
- (২.২৭) শিশুদের day care home পরিচালনা এবং কেবল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা হতে অর্জিত আয়
- (২.২৮) করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

৯। বিনিয়োগ ও দানকৃত অংকের জন্য কর রেয়াত [ধারা-৪৪ (২)(বি)]

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৪ এর উপধারা (২) এর বিদ্যমান দফা (বি) এবং দফা (সি) অনুযায়ী নিবাসী বা অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতার বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াতের পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ

মোট আয়	রেয়াতের পরিমাণ
মোট আয় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫%
মোট আয় ১৫ লক্ষ টাকা অধিক	অনুমোদনযোগ্য অংক এর ১০%

দফা (সি) তে উল্লিখিত অনুমোদনযোগ্য অংক হবে-

- (১) ষষ্ঠ তফসিলের পার্ট বি এর অনুচ্ছেদ ১৫ এবং অনুচ্ছেদ ১৬ ব্যতীত অন্যান্য সকল অনুচ্ছেদে উল্লিখিত খাতে বিনিয়োগ/দানের অংকের সমষ্টি;
- (২) ধারা ৪৪ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে কররোপযোগ্য আয় এবং ধারা ৮২সি এর উপধারা (২) এর দফা (এ) এর আওতাভুক্ত ন্যূনতম কর সংশ্লিষ্ট কোন উৎস হতে অর্জিত আয় ব্যতীত করদাতার অন্যান্য করযোগ্য আয়ের ২০%;
- (৩) এক কোটি টাকা (১,০০,০০,০০০/-); - এ তিনটির মধ্যে যেকোন একটি কম, সে অংক।
- একজন করদাতার বিনিয়োগ ও দানের সম্ভাব্য খাতের তালিকা নীচে দেয়া হলোঃ

বিনিয়োগের খাত :

- জীবন বীমার প্রিমিয়াম;
- সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা।
- স্বীকৃত ভবিষ্যত তহবিলে নিয়োগ কর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;
- কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা;
- সুপার এনুয়েশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদা।
- যে কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৬০,০০০/- টাকা বিনিয়োগ;
- সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ।
- বাংলাদেশের ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার, স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ;
- বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ;

দানের খাত :

- ✓ জাতির জনকের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানে অনুদান।
- ✓ যাকাত তহবিলে দান।
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন দাতব্য হাসপাতালে দান।
- ✓ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান।
- ✓ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান।
- ✓ আগাঁ খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কে দান।
- ✓ আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান।
- ✓ ICDDRБ তে প্রদত্ত দান।
- ✓ CRP, সাভার এ প্রদত্ত দান।
- ✓ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান।
- ✓ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এ দান।
- ✓ ঢাকা আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে দান।

✓ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

১০। কোম্পানীর ক্ষেত্রে CSR এর আওতায় বিনিয়োগ রেয়াত

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োজিত প্রকৃত অর্থের বা খরচের ১০% হারে আয়কর রেয়াত পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির মোট আয়ের সর্বোচ্চ ২০% বা ১২ (বার) কোটি টাকার মধ্যে গ্রেট কম সে পরিমাণ বিনিয়োগ বা অনুদান প্রদান করা যাবে।

১১। কর অবকাশ

১১.১। কর অবকাশের বিধানাবলীঃ

বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে ও বিভিন্ন মেয়াদে কর অবকাশ পাওয়ার সুবিধা বিদ্যমান আছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৫, ৪৬, ৪৬এ, ৪৬বি এবং ৪৬সি এ এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর অবকাশ সুবিধা পাওয়ার আবেদন জানাতে হয়। কর অবকাশ সুবিধা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া আছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হলে আবেদনটি মঞ্জুর হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া, কোন ক্ষেত্রে আবেদন না-মঞ্জুর হলে বা প্রত্যাখ্যান করা হলে, আবেদনকারী ব্যক্তির শুনানী পাওয়ার অধিকার আছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৬ বি তে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন আঙ্গিকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের বিধান অব্যাহত রাখা হয়েছে। তাছাড়া ভৌত অবকাঠামোর কর অবকাশের জন্য একটি ভিন্ন ধারা ৪৬ সি সংযোজন করা হয়েছে।

১১.২। শিল্পের জন্য কর অবকাশের হার ও মেয়াদকালঃ

কর অবকাশকালকে মেয়াদকালীন শুল্ক কর হারের ধারণাটি পরিবর্তন করা হয়েছে। নিয়মিত করহারের উপর এই মেয়াদকাল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে কর ছাড় পাওয়া যায়। কর ছাড়ের হার নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	শিল্পের অবস্থান	মেয়াদকাল	কর ছাড়ের হার
(১)	ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম রাঙামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি	-	শূন্য
(২)	ক্রমিক নং (১) ব্যতীত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা ব্যতীত)	বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর- ১ম বৎসর- ২য় বৎসর- ৩য় বৎসর- ৪র্থ বৎসর- ৫ম বৎসর-	৯০% ৮০% ৬০% ৪০% ২০%
(৩)	রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, সিলেট বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত) রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা	বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর- ১ম ও ২য় বৎসর- ৩য় বৎসর- ৪র্থ বৎসর- ৫ম বৎসর- ৬ষ্ঠ বৎসর- ৭ম বৎসর- ৮ম বৎসর- ৯ম বৎসর- ১০ম বৎসর-	৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৪০% ৩০% ২০% ১০%

১১.৩। কর অবকাশযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকাঃ

- Active pharmaceuticals ingredient and radio pharmaceuticals;
- Agriculture machineries;
- Automatic bricks;
- Automobile;
- Barrier contraceptive and rubber latex;
- Basic components of electronics (e.g. Resistor, capacitor, transistor, integrated circuit, multilayer pcb etc.);
- Bi-cycle including parts thereof;

- Bio-fertilizer;
- Biotechnology based agro products;
- Boiler including parts and equipment thereof;
- Compressor including parts thereof;
- Computer hardware;
- Furniture;
- Home appliances (blender, rice cooker, microwave oven, electric oven, washing machine, induction cooker, water filter etc.);
- Insecticides or pesticides;
- Leather and leather goods;
- Led tv;
- Locally produced fruits and vegetables processing;
- Mobile phone;
- Petro-chemicals;
- Pharmaceuticals;
- Plastic recycling;
- Textile machinery;
- Tissue grafting;
- Toy manufacturing;
- Tyre manufacturing;

উপরোক্ত খাত ভিন্ন অন্য কোন খাতে কর অবকাশ সুবিধা প্রদেয় হবে না; এ সংক্রান্ত আবেদন বিধিবদ্ধ ফরমে করতে হবে।

১১.৪। ভৌত অবকাঠামো সুবিধার কর অবকাশ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ধারা ৪৬সিসি মেয়াদ জুন, ২০১৯ এ উত্তীর্ণ হওয়ায় অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে নতুন ধারা ৪৬সিসি সংযোজন করে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ও শর্তে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;

- কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করার জন্য ভৌত অবকাঠামোসমূহ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ এর মধ্যে বাংলাদেশে পরিপূর্ণভাবে স্থাপিত হতে হবে;
- কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৪ মেয়াদকালে পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

১১.৫। ভৌত অবকাঠামো নির্বিশেষে কর অবকাশের হার ও মেয়াদকাল

মেয়াদকাল	কর ছাড়ের হার
বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর-	
১ম ও ২য় বৎসর-	৯০%
৩য় বৎসর-	৮০%
৪র্থ বৎসর-	৭০%
৫ম বৎসর-	৬০%
৬ষ্ঠ বৎসর-	৫০%
৭ম বৎসর-	৪০%
৮ম বৎসর-	৩০%
৯ম বৎসর-	২০%
১০ম বৎসর-	১০%

১১.৬। কর অবকাশযোগ্য ভৌত অবকাঠামোর তালিকা:

1. Deep Sea Port;
2. Elevated Expressway;
3. Export Processing Zone;
4. Flyover;
5. Gas Pipe Line;
6. Hi-tech park;

7. Information and Communication Technology (ICT) village or software technology zone;
8. Information Technology (IT) park;
9. large water treatment plant and supply through pipe line;
10. Liquefied Natural Gas (LNG) terminal and transmission line;
11. Mobile Phone Tower or Tower Sharing Infrastructure;
12. Mono-Rail;
13. Rapid Transit;
14. Renewable Energy (E.G Solar Energy Plant, Windmill);
15. Sea or River Port;
16. Toll Road or Bridge;
17. Underground Rail;
18. Waste Treatment Plant; Or Any Other Category of Physical Infrastructure facility as the Government may, by notification in the official Gazette, specify

উপরোক্ত খাত ভিন্ন অন্য কোন খাতে কর অবকাশ সুবিধা প্রদেয় হবে না।

১১.৭। কর অবকাশের জন্য নিচের শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে :

- (ক) প্রতিষ্ঠানটি পার্লামেন্টের আইন দ্বারা সৃষ্ট কোন কর্পোরেট বডি'র মালিকানাধীন এবং উক্ত বডি কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। উল্লেখ্য, এর প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত হতে হবে। অথবা, প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত কোন কোম্পানীর মালিকানাধীন এবং তা কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। কোম্পানীটির রেজিস্টার্ড অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত হতে হবে এবং কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার কম হতে পারবে না।
- (খ) করমুক্ত আয়ের ৩০% সে প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্য কোন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর অবকাশ মেয়াদের মধ্যে অথবা মেয়াদ শেষ হওয়ার ১ (এক) বছরের মধ্যে বিনিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া করমুক্ত আয়ের আরও ১০% আয়বর্ষ শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে শেয়ার মার্কেটে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করতে হবে। এ শর্ত পরিপালিত না হলে এ অধ্যাদেশের অন্যত্র যাই বলা থাকুক না কেন করমুক্ত ঘোষিত উক্ত আয়ের উপর আয়কর আরোপযোগ্য হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কর অবকাশভোগী উক্ত কোম্পানী যদি কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করে তবে, উপরে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী কোম্পানীকে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করার প্রয়োজন ছিল তা থেকে ঘোষিত লভ্যাংশের সমপরিমাণ বিনিয়োগ কম করলেও শর্তটি পরিপালিত হবে।
- (গ) বিদ্যমান কোম্পানী বিভক্ত হয়ে, পুনর্গঠন করে, বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়েছে এমন কোন যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত হয়ে কোন কোম্পানী গঠিত হলে উক্ত কোম্পানী কর অবকাশ সুবিধা পাবে না।
- (ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে অনুমোদিত হতে হবে।
- (ঙ) প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নির্ধারিত ফরমে কর অবকাশের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
- (চ) এ ধারায় যাই বলা থাকুক না কেন কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের কোন উদ্যোক্তা পরিচালক যদি অপর কোন কোম্পানীর পরিচালক হন ও কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠান যদি উক্ত অপর কোম্পানীর সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করে এবং কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণকালে যদি উপ কর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অন্য প্রতিষ্ঠানটির আয় কমানোর উদ্দেশ্যে বাজার মূল্যের তুলনায় কম বা বেশি দামে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে তাহলে যে বছর এ ধরনের লেনদেন সংগঠিত হয়েছে ঐ বছর করমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।
- (ছ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর অবকাশের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদনপত্র দাখিল করার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রদান করবে অন্যথায় আবেদনটি মঞ্জুরকৃত বলে বিবেচিত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আবেদনকারীকে কোন শুনানীর সুযোগ না দিয়ে আবেদনপত্র প্রত্যাহান করা যাবে না।
- (জ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তে ক্ষুদ্র কোন আবেদনকারী সিদ্ধান্ত পাওয়ার ৪ (চার) মাসের মধ্যে পুনঃবিবেচনার আবেদন করতে পারবেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যা সঠিক বলে মনে করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
- (ঝ) ব্যবসায় বা পেশা আয় থেকে যেভাবে আয় নিরূপণ করা হয় একই পদ্ধতিতে এ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠানের আয় নিরূপিত হবে। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ অবচয় অনুমোদিত হবে।
- (ঞ) করদাতার অন্য কোন উৎসের আয় থাকলে তা পৃথকভাবে নিরূপিত হবে এবং যদি কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি নিরূপিত হয় তাহলে উক্ত ক্ষতি ঐ প্রতিষ্ঠানের আয়ের সঙ্গে সমন্বয় করতে পারবে অথবা সমন্বয়ের জন্য

জের টানতে পারবে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কর অবকাশ মেয়াদের বাইরে এ ক্ষতির জের টানা যাবে না।

- (ট) সরকার কর্তৃক অন্য কোনভাবে নির্দিষ্ট করা না হলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের আয় করমুক্ত বলে বিবেচিত হবে নাঃ (১) শেয়ার হোল্ডারকে প্রদত্ত কোন লভ্যাংশ; (২) কোম্পানীর মূলধনী আয়; ও (৩) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ অনুযায়ী খরচ অনুমোদিত না হওয়ার ফলে উদ্ভূত আয়।
- (ঠ) উপ কর কমিশনার কোন কর বছরের কর নির্ধারণকালে যদি উল্লেখিত কোন শর্ত পরিপালন করা হয়নি বলে দেখতে পান তাহলে ঐ বছরের কর অবকাশ সুবিধা বাতিল হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং উপ কর কমিশনার আয়ের উপর কর ধার্য করতে পারবেন।
- (ড) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের ১ বছরের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ অনুমোদন বাতিল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করতে পারবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যা উপযুক্ত বলে মনে করে সেরূপ আদেশ দিতে পারবে।
- (ঢ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে এরূপ অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।
- (ণ) কর অবকাশ আবেদন অনুমোদনের পদ্ধতি, পুনর্বিবেচনা বা কর অবকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।
- (ত) ধারা ৭৫ এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

১২। আয়কর রিটার্ন

১২.১। আয়কর রিটার্ন কি?

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে আয়কর রিটার্ন। আয়কর রিটার্ন এর কাঠামো আয়কর বিধি-ধারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যার মধ্যে করদাতা তার আয়-ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্য লিখে আয়কর অফিসে দাখিল করেন। ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা ও কোম্পানী করদাতাদের জন্য পৃথক রিটার্ন রয়েছে। এছাড়াও স্পট এ্যাসেসমেন্ট ও বেতনভোগী কর দাতাদের জন্য ভিন্ন রিটার্ন ফর্ম আছে। ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার রিটার্ন ফর্ম বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় এবং কোম্পানী করদাতার রিটার্ন ফর্ম ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যায়।

১২.২। আয়কর রিটার্ন কারা দেবেন?

আয়কর রিটার্ন কারা দাখিল করবেন

কারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:- ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং খ.. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় যদি বছরে ৩,০০,০০০ টাকার বেশি হয়ঃ
২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;
৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৪৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়
৪. প্রতিবন্ধী করদাতা ৪,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়।

যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. করদাতার মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলে;
২. আয়বর্ষের পূর্ববর্তী তিন বছরের যে কোন বছর করদাতার কর নির্ধারণ হয়ে থাকে বা তার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে;
৩. ফার্মের অংশীদার হলে;
৪. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী হলে;
৫. সরকার অথবা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের বা প্রচলিত কোন আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের কর্মচারী হয়ে ১৬,০০০ টাকা বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন আহরণ করলে;
৬. কোন ব্যবসায় বা পেশায় যেকোন নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী হলে;
৭. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হাসকৃত হারে করযোগ্য আয় থাকলে;
৮. মোটর গাড়ির মালিক হলে;
৯. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে কোন ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করলে;

১০. মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ থাকলে;
১১. চিকিৎসক, দস্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কন্সট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার নিবন্ধিত হলে;
১২. আয়কর পেশাজীবী হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত হলে;
১৩. কোন বণিক বা শিল্প বিষয়ক চেম্বার বা ব্যবসায়িক সংঘ বা সংস্থার সদস্য হলে;
১৪. কোন পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের কোন পদে বা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হলে;
১৫. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোন স্থানীয় সরকারের কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করলে;
১৬. কোন কোম্পানির বা কোন গুপ অব কোম্পানিজের পরিচালনা পর্ষদে থাকলে;
১৭. মটরযান, স্পেসস্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এন্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করলে;
১৮. লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিক হলে;

যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে

১. কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ৫ লক্ষাধিক টাকার খণ গ্রহণে;
২. কোন কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হতে হলে;
৩. আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
৪. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে;
৫. সমবায় সমিতির নিবন্ধন পেতে;
৬. সাধারণ বীমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে;
৭. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদরের পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ লক্ষাধিক টাকার জমি, বিল্ডিং বা ভ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করতে;
৮. ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
৯. চিকিৎসক, দস্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কন্সট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১০. The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (LII of 1974) এর অধীন নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১১. ট্রেড বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১২. ডাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৩. যেকোন এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখতে;
১৪. লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার উলার, কার্গো, কান্টার, কার্গো ও ডাম্বার্জসহ যেকোন প্রকারের ভাড়া চালিত নৌযানের সারতে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১৫. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৬. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;
১৭. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখতে;
১৮. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিসিডবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১৯. অগ্নেয়াজ্ঞ লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
২০. আমদানির উদ্দেশ্যে খণপত্র খোলায়;
২১. পাঁচ লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;
২২. দশ লক্ষাধিক টাকার ক্রেডিট ব্যালেন্স সম্পন্ন ব্যাংক হিসাব খোলা ও বহাল রাখতে;
২৩. পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
২৪. পৌরসভা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;

২৫. মটরযান, স্পেসস্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এন্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করতে;
২৬. উৎপাদন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা তত্ত্বাবধানকারী অবস্থানে কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
২৭. সরকার অথবা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সন্তা বা ইউনিটের বা প্রচলিত কোন আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সন্তা বা ইউনিটের কর্মচারীর ১৬,০০০ টাকা বা তনুর্ধ পরিমাণ মূল বেতন প্রাপ্তিতে;
২৮. মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোন অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
২৯. অ্যাভাইজরি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, অর্থ প্রাপ্তিতে;
৩০. মসিক পেমেন্ট অর্ডার বা এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে মাসিক ১৬,০০০ টাকার উর্ধে কোন অর্থ প্রাপ্তিতে;
৩১. বীমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;
৩২. ত্রিচক্র বা দ্বিচক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
৩৩. এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওতে বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় বিদেশি অনুদান ছাড়ে;
৩৪. বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে;
৩৫. কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে
৩৬. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার উকুমেন্টস্ দাখিল কালে;
৩৭. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্টি দাখিল কালে;
৩৮. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চিটাগাং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিল কালে।

১২.৩। রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?

সকল আয়কর অফিসে আয়কর রিটার্ন ফরম পাওয়া। একজন করদাতা সারা বছর বিনামূল্যে আয়কর অফিস থেকে রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট <https://nbr.gov.bd/form/income-tax/eng> থেকেও রিটার্ন ফরম download করা যাবে। রিটার্নের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য।

রিটার্ন দাখিলের সময় ব্যক্তি-করদাতাকে Tax Day (কর দিবস) এর মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। নতুন বিধানানুযায়ী, একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেননি, তার জন্য আয়বর্ষ শেষ হবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ কর দিবস হিসেবে গণ্য হবে। কর বছরের জন্য ৩০ নভেম্বর তারিখ হচ্ছে কর দিবস, অর্থাৎ রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ। একজন ব্যক্তি-করদাতা ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে ২০২২-২০২৩ কর বছরের রিটার্ন দাখিল করবেন। নির্ধারিত ফরমে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক উপকর কমিশনারের কাছে সময়ের আবেদন করতে পারেন। সময় মঞ্জুর হলে বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাধারণ অথবা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করা যাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট www.nbr.gov.bd থেকে সময় বৃদ্ধির আবেদন ফরম download করা যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করা হলে উপকর কমিশনার বিলম্ব সুদ (delay interest) আরোপ করবেন। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা করদাতার জন্য সুবিধাজনক।

আয়কর রিটার্ন ফরম সংক্রান্ত বিধি ২৪ প্রতিস্থাপন করে ব্যক্তিশ্রেণি, কোম্পানী এবং ব্যক্তিশ্রেণি ও কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতার (যেমন-ফার্ম, ব্যক্তি-সংঘ, এনজিও ইত্যাদি) জন্য পৃথক তিনটি নতুন রিটার্ন ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে, যা ২০২০-২১ কর বছর থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০২২-২৩ কর বছরে নতুন রিটার্নের পাশাপাশি পুরাতন ফরমগুলোও এ বছর ব্যবহার করা যাবে। যা নিম্নরূপ:

- (১) ব্যক্তি-করদাতার জন্য-ফরম IT-11GA2016,
- (২) কোম্পানী করদাতার জন্য - ফরম IT-11GHA2016,
- (৩) কেবল বেনতভোগী করদাতার জন্য প্রযোজ্য- ফরম IT-11 UMA (৪) অন্যান্য সকল শ্রেণির করদাতার জন্য -ফরম IT-11CHA2016 এছাড়াও কেবলমাত্র স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর আওতাধীন ব্যবসা এবং

ডাক্তার ও আইন পেশায় নিয়োজিত নতুন করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য রিটার্ন ফরম (IT-11GAGA), পরিমার্জন করা হয়েছে। রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ানোর জন্য উপ কর কমিশনারের নিকট আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনের ফরম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ পরিপত্র জারির পর থেকে সকল সময়ের আবেদন নির্ধারিত ফরমে করতে হবে।

এছাড়াও অন্যান্য যে সকল নতুন ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- (১) পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী ফরম (IT-10B2016)
জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী (IT-10BB2016)
- (২) বেতন থেকে আয় বিবরণ (তফসিল ২৪এ)
- (৩) গৃহ সম্পত্তি থেকে আয় বিবরণ (তফসিল ২৪বি)
- (৪) ব্যবসা বা পেশা থেকে আয় সারাংশ (তফসিল ২৪সি)
- (৫) ট্যাক্স ক্রেডিট বিবরণ (তফসিল ২৪ডি)

১২.৪। রিটার্ন দাখিলের সময়

প্রত্যেক কর বছরে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়। অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির করদাতার জন্য রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ নির্দেশক Tax Day এর ধারণা প্রবর্তন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ তে নতুন দফা (৬২এ) সংযোজনের মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে-

(ক) কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য আয় বছর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০ নভেম্বর হবে কর দিবস (Tax Day)। যদি ৩০ নভেম্বর সরকারি ছুটির দিন হয় তাহলে পরবর্তী কার্য দিবসটি কর দিবস হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বছরের নতুন করদাতাদের জন্য আয়কর রিটার্ন জমা দেবার সর্বশেষ তারিখ হচ্ছে ৩০ জুন ২০২৩।

(খ) কোম্পানী করদাতার জন্য আয় বছর শেষ হওয়ার সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিন। তবে কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে (Tax Day) সংশ্লিষ্ট কর বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের আগে হবে না। অর্থাৎ কোন কোম্পানি করদাতার আয় বছরের শেষ হওয়ার সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনটি সংশ্লিষ্ট কর বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের আগে হলে ঐ করদাতার জন্য (Tax Day) ১৫ সেপ্টেম্বর হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা সম্ভব না হলে করদাতা রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য বিধি নিধারিত ফরমে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক উপ-কর কমিশনারের কাছে সময়ের আবেদন করতে পারেন। সময় মঞ্জুর হলে বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাধারণ অথবা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করা যাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট www.nbr.gov.bd থেকে সময় বৃদ্ধির আবেদন ফরম download করা যায়।

১২.৫। রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হবে?

প্রত্যেক শ্রেণির করদাতার রিটার্ন দাখিলের জন্য আয়কর সার্কেল নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন 'A' অক্ষর দিয়ে সরকারী কর্মকর্তার নাম গুরু হয়েছে, তাকে কর অঞ্চল-৪, ঢাকা এর বৈতনিক সার্কেল-৭১ এ রিটার্ন জমা দিতে হবে। পুরোনো করদাতারা তাদের বর্তমান সার্কেলে রিটার্ন দাখিল করবেন। নতুন করদাতারা তাদের নাম, চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্কেলে ১২ সংখ্যার টিআইএন (e-TIN) উল্লেখ করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে Jurisdiction নামে একটি Software সংযোজন করা আছে। এটি ব্যবহার করে একজন নতুন করদাতা কোন সার্কেলে রিটার্ন দাখিল করবেন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। করদাতারা প্রয়োজনে কাছাকাছি আয়কর অফিস বা কর পরামর্শ কেন্দ্র থেকেও আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সার্কেল সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়াও প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলায় করদাতাগণ আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। পাশাপাশি করদাতারা <https://etaxnbr.gov.bd/> এ প্রবেশ করে তাদের নির্ধারিত ই-টিন নম্বরের বিপরিতে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

১২.৬। রিটার্ন দাখিল না করার জরিমানা

সময়মত আয়কর রিটার্ন দাখিল না করলে জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে। কোন করদাতা আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫ ধারা অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে তার উপর আয়কর অধ্যাদেশের ১২৪ ধারা অনুযায়ী জরিমানা, ৭৩ অনুযায়ী ৫০% অতিরিক্ত সরল সুদ এবং এর মাধ্যমে সন্নিবেশ নতুন ধারা ৭৩এ অনুযায়ী কোন করদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ধারা ২ এর দফা (৬২এ) তে সংজ্ঞায়িত Tax Day এর মধ্যে ধারা ৭৫ তে বর্ণিত আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার উপর মাসিক ২% হারে বিলম্ব সুদ আরোপযোগ্য হবে। বিলম্ব সুদ পরিগণনার সর্বোচ্চ সময়কাল হবে ১ বছর। যে সকল ক্ষেত্রে ধারা ৭৫ এর উপধারা (৫) এর প্রোভাইসো এর বিধান প্রযোজ্য সে সকল ক্ষেত্রে এ ধারায় বর্ণিত বিলম্বসুদ প্রদেয় হবে না। আর উপ কর কমিশনার

কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা হলেও অতিরিক্ত সরল সুদ এবং বিলম্ব সুদ আরোপ হবে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা করদাতার জন্য সুবিধাজনক।

১২.৭। আয়কর রিটার্নের প্রকারভেদ

আয়কর বিধি-২৪ এ ৫ (পাঁচ) ধরনের আয়কর রিটার্নের ফরম বর্ণিত আছে। এ ফরমসমূহ হচ্ছে-

- (ক) কোম্পানী করদাতাদের জন্য সাধারণ/সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্ন (আইটি-১১ঘ);
- (খ) ব্যক্তি করদাতাদের জন্য সাধারণ/সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্ন (আইটি-১১গ);
- (গ) স্পট এ্যাসেসমেন্ট (আইটি-১১গগ);
- (ঘ) কোম্পানি এবং ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত করদাতাদের জন্য (আইটি-১১চ)।

১২.৮। রিটার্নের সাথে যে সকল ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে

বিভিন্ন উৎসের আয়ের স্বপক্ষে যে সকল ডকুমেন্টস দাখিল করতে হবে আয়ের খাতওয়ারী সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

➤ বেতনাদি :

- (ক) বেতন বিবরণী;
- (খ) ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;
- (গ) বিনিয়োগ ভাতা দাবী থাকলে তার স্বপক্ষে প্রমাণাদি। যেমন; জীবন বীমার পলিসি থাকলে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রমাণ;

➤ নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ :

- (ক) বন্ড বা ডিবেঞ্চর যে বছরে কেনা হয় সে বছরে বন্ড বা ডিবেঞ্চরের কপি;
- (খ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র;
- (গ) ব্যাংক বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চর কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়নপত্র।

➤ গৃহ সম্পত্তি আয় :

- (ক) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- (খ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;
- (গ) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক সার্টিফিকেট;
- (ঘ) গৃহ সম্পত্তি বীমাকৃত হলে বীমার প্রিমিয়ামের রশিদের কপি।

➤ ব্যবসা বা পেশা আয়:

ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের বিবরণী, প্রয়োজন মত নিরীক্ষিত।

➤ অংশীদারী ফার্মের আয় :

ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী, প্রয়োজন মত নিরীক্ষিত।

➤ লিমিটেড কোম্পানীর বেলায় :

চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী।

➤ মূলধনী লাভ :

- (ক) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দলিলের কপি;
- (খ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালান/পে-অর্ডারের ফটোকপি;
- (গ) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন থেকে মুনাফা হলে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

➤ অন্যান্য উৎসের আয় :

- (ক) লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;
- (খ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয় পত্র ভাঙ্গানোর সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;
- (গ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট;
- (ঘ) অন্য যে কোন আয়ের উৎসের জন্য প্রাসংগিক কাগজপত্র।

➤ আয়কর পরিশোধ (উৎসে কর কর্তন সহ) :

- (ক) কর পরিশোধের সমর্থনে চালানের কপি, পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/একাউন্ট পেয়ী চেকের কপি;
- (খ) উৎসে আয়কর পরিশোধ করা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র।

১৩। উৎসে কর কর্তনের খাতসমূহ এবং প্রযোজ্য করের হার

১৩.১। উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে কি বুঝায়?

উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে বুঝায় কোন করদাতার আয় প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে আয় প্রদান করার সময় তার আয় হতে আয়কর কেটে রাখা। আয়কর অধ্যাদেশ এর section 8৮ অনুযায়ী কর নির্ধারণী বছরে নিয়মিত কর নির্ধারণের পূর্বেই আয় বছর যখন আয় অর্জন হয় তখন কর প্রদান নীতিতে উৎসস্থলে কর কর্তন বা অগ্রীম কর প্রদান করা যায়। উৎসস্থলে কর কর্তন করা হলেও করদাতার কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক নির্ধারিত সময় আয়কর পরিশোধ করেছে বলে ধরা হয়।

১৩.২। উৎস হতে কর কর্তনের খাতগুলো সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা অনুযায়ী করের হার সমূহ :

ক্রমিক	বিষয়	কর হার		
১.	বেতনাদি (ধারা-৫০)।	করদাতার সংশ্লিষ্ট বৎসরের প্রাক্কলিত মোট আয়ের উপর ঐ বৎসরের প্রযোজ্য কর হার অনুযায়ী প্রদেয় করের গড় হারে।		
	বেতনাদি (সরকারী) [ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (১এ)]	গড় হারে কর্তন		
২.	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের সঠিক মূল্যের থেকে আয় (ধারা - ৫০এ)।	যে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে- সর্বাধিক হার		
৩.	সিকিউরিটিজ উপর সুদ অথবা মুনাফা (ধারা - ৫১)।	সিকিউরিটিজ ইস্যু করার দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৫% হারে।		
৪.	(ক) i. ঠিকাদার ii. পণ্য সরবরাহকারী; iii. পণ্য উৎপাদন, রূপান্তর প্রক্রিয়া iv. মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই	(ক) মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩% (খ) ৫০ লক্ষ টাকার বেশি থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ৫% (গ) ২ কোটি টাকার বেশি ৭%		
	(খ) উল্লেখিত শ্রেণির ক্ষেত্রে (ধারা- ৫২/বিধি-১৬)	(ক) তেল বাজারজাতকারী কোম্পানী কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে- ০.৬০%। (খ) পেট্রোল পাম্প ব্যতীত তেল বিপননকারী কোম্পানীর ডিলারদের তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে-১% (গ) কোন তেল রিফানারী কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে-৩% (ঘ) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানীকে প্রদানের ক্ষেত্রে -৩% (ঙ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানীকে প্রদানের ক্ষেত্রে -৩% (চ) শিল্প প্রতিষ্ঠান যা সিমেন্ট, রড ও এমএস বাইলেট ব্যাতিত অন্য কিছু উৎপাদন করে, তার ক্ষেত্রে-২% (ছ) শিল্প প্রতিষ্ঠান যা এমএস বাইলেট যে পরিমাণই উৎপাদন করে তার ক্ষেত্রে -০.৫% (জ) স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত এমএস স্কার্পেও ক্ষেত্রে ০.৫% (ঝ) যদি চাল, গম, আলু, পেয়াজ, রশুন, মটরশুটি, ছোলা, মসুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্য তেল, চিনি, কালো মরিচ, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, খেজুর, তেজ পাতা, পাট, তুলা, সুতা এবং সব ধরনের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে ২%		
৫.	কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোন নিবাসীকে রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স ফি, ব্র্যান্ড নাম, পেটেন্ট, ইনভেনশন, ফর্মুলা, প্রসেস ইত্যাদি সহ (পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য ধারা ৫২এ দ্রষ্টব্য) অন্যান্য সকল অপ্রচলিত ব্যবহারের জন্য (ধারা-৫২এ)।	ক্রমিক	ভিত্তি অংকের পরিমাণ	কর্তনের হার
		(১)	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০%
		(২)	২৫ লক্ষ টাকার অধিক হলে	১২%
৬.	কতিপয় সেবা (ধারা-৫২এএ)			
	১.	উপদেষ্টা বা পরামর্শ সেবা		১০%
	২.	পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা		১০%

	কারিগরি সহায়তা ফি	
৩.	i. ক্যাটারিং সার্ভিসেস ii. ক্লিনিং সার্ভিসেস iii. কালেকশন এন্ড রিকভারী এজেন্সী iv. প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস v. ম্যানপাওয়ার সাপ্লাই সার্ভিস vi. ক্রিয়েটিভ মিডিয়া সার্ভিস vii. পাবলিক রিলেশন সার্ভিস viii. ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ix. প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি x. কুরিয়ার সার্ভিস xi. প্যাকিং এবং শিফ্টিং সার্ভিস xii. অন্য যে কোন সার্ভিসের (ক) কমিশনের উপর (খ) মোট চুক্তি মূল্যের উপর	১০% ২%
৪.	মিডিয়া বায়িং এজেন্সির (ক) কমিশনের উপর (খ) মোট চুক্তি মূল্যের উপর	১০% ০.৬৫%
৫.	ইভেটিং কমিশন	৮%
৬.	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী ভাতা	১০%
৭.	মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যবহৃত মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্টকে প্রদেয় ফি এর উপর	১২%
৮.	ক্রেডিট রেটিং ফি	১০%
৯.	মোটর গ্যারেজ ও ওয়ার্কসপ	৮%
১০.	প্রাইভেট কন্টেইনার পোর্ট/ডকইয়ার্ড সার্ভিস	৮%
১১.	শিপিং এজেন্সী কমিশন	৮%
১২.	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন (ক) কমিশন বা ফি'র ক্ষেত্রে (খ) মোট বিলের উপর	১০% ৫%
১৩.	পরিবহন সেবা, গাড়ী ভাড়া, রাইড শেয়ারিং	৫%
১৪.	ছইলিং চার্জ বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশনের জন্য	৩%
১৫.	ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ব্যতীত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সপ্তম অধ্যায়ে সুনির্দিষ্টকৃত নয় এমন যে কোন সার্ভিস	১০%
১৬.	ইন্টারনেট সেবা	১০%
১৭.	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের চ্যানেল পার্টনার	১০%
১৮.	অন্য কোনো পরিষেবা যা অধ্যাদেশের VII অধ্যায়ে উল্লেখ নেই বা কোন ব্যাংক, বীমা, মোবাইল আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয় না এমন সেবা	১০%
১৯.	রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতায় উৎসে কর কর্তনের হার	প্রযোজ্য করহারের অতিরিক্ত ৫০% করহার
২০.	ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পেমেন্ট গ্রহণের ব্যর্থতায় উৎসে কর কর্তনের হার	প্রযোজ্য করহারের অতিরিক্ত ৫০% করহার
৭.	সি এন্ড এফ এজেন্সিকে প্রদেয় ফি (ধারা-৫২এএএ)।	১০% হারে।

৮.	অযান্ত্রিক সিগারেট উৎপাদনকারী (বিড়ি) কোন ব্যক্তি সিগারেট উৎপাদনের জন্য ব্যান্ড রোলার মূল্যের উপর (ধারা-৫২বি)।	ব্যান্ড রোলার মূল্যের উপর ১০%
৯.	সরকার কর্তৃক লুকুম দখল সম্পত্তির বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণ (ধারা-৫২সি)।	ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মধ্যে হলে ৬% হারে। খ) অন্যস্থানে ৩% হারে।
১০.	সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টসের উপর সুদ (ধারা-৫২ডি)।	১০% হারে (কোন আয় বছরে কোন করদাতার পেনশনার সঞ্চয়পত্রে পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করলে উক্ত বিনিয়োগের উপর অর্জিত সুদ/মুনাফা পরিশোধ কালে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।)
১১.	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল থেকে কোন সুবিধাভোগী কে অর্থ পরিশোধ (ধারা-৫২ডিডি)।	৫%
১২.	ইটের ভাটা পরিচালনা (ধারা-৫২এফ)।	(ক) এক সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য - ৪৫,০০০/- টাকা। (খ) দেড় সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য - ৭০,০০০/- টাকা। (গ) দুই সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য - ৯০,০০০/- টাকা। (ঘ) স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুতকৃত ইট ভাটার জন্য - ১,৫০,০০০/-টাকা।
১৩.	ঋণপত্রের (এলসি) কমিশন (ধারা-৫২আই)।	৫% হারে।
১৪.	বিমান টিকিট বিক্রয় বা কার্গো ভাড়া বাবদ ট্রাভেল এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা অর্থমূল্যে রূপান্তরযোগ্য সুবিধা, Incentive Bonus, Performance Bonus অথবা অন্য যে কোন সুবিধা (ধারা-৫২জেজে)।	তবে সেক্ষেত্রে পরিশোধিত পেমেন্টের ০.৩০% হারে অগ্রিম কর কর্তিত হবে। তবে উল্লিখিত ০.৩০% হারে উৎস করের অতিরিক্ত হিসেবে (A/B) x C এর সমপরিমাণ অংক উৎসে কর্তন করতে হবে নিম্নোক্ত আয়ের উপর অ) ইনসেনটিভ বোনাস, পারফরমেন্স বোনাস বা অন্য যে কোন আর্থিক সুবিধা যা উপধারা ২ এ বর্ণিত আ) কমিশন বা ডিসকাউন্ট অথবা উপধারা ১ এ বর্ণিত অন্য যে কোন সুবিধা ই) কমিশনের উপর উৎসে কর, ডিসকাউন্ট অথবা উপধারা ১ এ বর্ণিত অন্য যে কোন সুবিধা এ ধরনের মূল্যে যে টিকেটের দাম, চার্জ পেমেন্ট- ট্রাভেল ট্যাক্স, ফ্লাইট সেফটি ইনসুরেন্স, সিকিউরিটি ট্যাক্স ও এয়ারপোর্ট ট্যাক্স ইত্যাদির সাথে জড়িত, তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। পেমেন্ট বলতে ট্রান্সফার, ক্রেডিট অথবা অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর পেমেন্ট বোঝাবে।
১৫.	ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন (ধারা-৫২কে)।	প্রত্যেক ট্রেড লাইসেন্সের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে (ক) ঢাকা (উত্তর ও দক্ষিণ) ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে ৩,০০০/- (খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং যে কোন জিলা সদরের পৌরসভার ক্ষেত্রে ২,০০০/- (গ) জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভার ক্ষেত্রে ১০০০/- (ঘ) অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে ৫০০/-
১৬.	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার এজেন্সি কমিশন (ধারা-৫২এম)।	১৫% হারে।
১৭.	রেন্টাল পাওয়ার ক্রয় বাবদ (ধারা-৫২এন)।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড রেন্টাল পাওয়ার ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধের সময় বাংলাদেশে কার্য আরম্ভের সময় থেকে অনধিক ৩ বৎসর সময়ের জন্য ৬% হারে।
১৮.	ডায়মন্ড কাটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত বিদেশী টেকনিশিয়ান (ধারা-৫২ও)।	৫% হারে।
১৯.	Convention Hall, Convention Centre ইত্যাদির সেবা (ধারা-৫২পি)।	৫% হারে।
২০.	বিদেশি ব্যক্তি সেবা	১০% হারে। তবে, manufacturing, process or conversion, civil

	প্রাদানে প্রাপ্ত আয় (ধারা-৫২কিউ)।	work, construction, engineering or works of similar nature এর জন্য সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের বিপরীতে বাংলাদেশের বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ করদাতার হিসাবে ক্রেডিটের পূর্বে বিদ্যমান ১০% এর পরিবর্তে ৭.৫% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে
২১.	International Gateway Service (IGW) আন্তর্জাতিক কল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (ধারা-৫২আর)।	ক) IGW Services operator দ্বারা গৃহীত মোট রাজস্বের উপর ১.৫%; খ) ICX, ANS এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজস্ব বা জমা প্রদানের ক্ষেত্রে ৭.৫%। গ) ৭.৫% প্রদত্ত মোট পরিমাণের উপর অথবা ঋণ পরিশোধের সময় যা প্রদান করা হয় বা ঋণ দেয়া হয়
২২.	ইস্যুরেন্স পলিসি হোল্ডারদের পরিশোধিত প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত অর্থ (ধারা-৫২টি)।	৫% হারে।
২৩.	লোকাল লেটার অব ক্রেডিট এর অর্থ (ধারা-৫২ইউ)।	৩% হারে। ডিস্ট্রিবিউটর এর নিকট বিক্রয় বা ইনভয়েস করার সময় ক্রেডিট সুবিধার আওতায় হলে ১%। উৎসে কর কর্তন করা হবে ২% যেকোন স্থানীয় এলসি অথবা কোন বাণিজ্যিক আমদানির জন্য সম্পাদিত চুক্তির জন্য যার আওতায় চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ, ভুট্টা, আদা, মটর, ছোলা, মসুর ডাল, আদা, হলুদ, ডাল, ভুট্টা, মোটা ময়দা, কালো মরিচ, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, খেজুর, ক্যাসিয়া পাতা, রসুন, ময়দা, ভোজ্য তেল, লবণ অন্য সকল ফলমূল আমদানির ক্ষেত্রে।
২৪.	সেলুলার ফোন কোম্পানী কর্তৃক বাউল রাজস্ব বিভাজন, লাইসেন্স ফি বা অন্য কোন চার্জ (ধারা-৫২ভি)।	১০% হারে।
২৫.	আমদানিকারক (ধারা-৫৩)/বিধি-১৭এ)।।	(ক) ৫% সাধারণ হার (খ) কিছু আমদানি পণ্যে ২% (গ) কিছু আমদানি পণ্যে টন প্রতি ৫০০ টাকা
২৬.	গৃহ সম্পত্তি (ধারা-৫৩এ)।	যে কোন অংক বাড়ী ভাড়া হিসেবে প্রদান কালে ৫% হারে।
২৭.	কোন নিবাসী কর্তৃক জাহাজ ব্যবসা (ধারা-৫৩এএ)।	ক) ৫% হারে। খ) ৩% হারে। (বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক বিদেশে সেবা প্রদান করে বিদেশে প্রাপ্ত এবং সরকারী চ্যানেলে আনীত ফ্রেইট চার্জের উপর)
২৮.	(ক) জনশক্তি রপ্তানীর সার্ভিস চার্জ (ধারা-৫৩বি/বিধি-১৭সি) (খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) (ধারা-৫৩বি) ধারা ৯ এর অধিনে লাইসেন্স ইস্যু অথবা নবায়নের ক্ষেত্রে	১০% হারে।
২৯.	নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরিটাওয়োল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টন এবং এক্সেসরিজ রপ্তানি, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, সবজি, চামড়া জাত পণ্য, প্যাকেটজাত খাদ্য (ধারা-৫৩বিবি)। (এসআরও নং ৩৩২)	সমগ্র রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর ১%
৩০.	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য (ধারা-৫৩বিবিবি)।	শেয়ার, ডিবেঞ্চর, মিউচুয়াল ফান্ড বা সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মোট মূল্যের উপর ০.০৫% হারে। ১০% হারে শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ব্যাতিত অন্য যে কোন ক্রয় বিক্রয়ের লভ্যাংশ থেকে আয়ের উপর।
৩১.	সরকারী নিলামে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা সম্পত্তি বিক্রয় (ধারা-৫৩সি/বিধি-১৭ডি)।	৫% হারে। পাবলিক আকশনের মাধ্যমে চা বিক্রয়ে ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের হার হবে ১ শতাংশ।
৩২.	অনিবাসী কুরিয়ার	কোন অনিবাসী কুরিয়ার কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রমের ১৫% হারে

	ব্যবসা (ধারা-৫৩সিসিসি)	সার্ভিস চার্জ।
৩৩.	অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে প্রদত্ত অর্থ (ধারা-৫৩ডি)।	চলচ্চিত্র, নাটক, কোন ধরনের টেলিভিশন এবং রেডিও প্রোগ্রাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে পেমেন্ট উপর ১০%; অভিনেতা / অভিনেত্রীর পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে ১০% (মোট পেমেন্ট যদি ১০,০০০ টাকা অতিক্রম করে)
৩৪.	Export Cash Subsidy (ধারা-৫৩ডিডিডি)। ১০ % হারে।	
৩৫.	কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফিস, ইনসেন্টিভ অথবা পারফরমেন্স বোনাস (ধারা-৫৩ই, উপধারা ১)।	ক) যে কোনো কোম্পানী কমিশন, ছাড়, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরম্যান্স বোনাস বা অন্য যে কোনও প্রণোদনা বা অর্থ প্রদান করে অথবা পণ্যের বন্টন বা বিপণনের জন্য অনুরূপ প্রকৃতির উপার্জনের অর্থ প্রদানের সময় কর কর্তন করা হবে ১০% হারে। খ) কোম্পানীর পণ্য বিতরণ বা বিপণনে নিয়োজিত যে কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানীর প্রচার বা পণ্য সম্পর্কিত প্রচারের জন্য কোনও অর্থ পরিশোধের সময় কর্তন করা হবে (১.৫%) হারে। গ) কোন কোম্পানী পণ্য বিক্রি করে-(১) কোন পরিবেশক, বা (২) কোন কোম্পানীর চুক্তির অধীন কোন ব্যক্তির কাছে নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে, তবে কর কর্তন করা হবে ৫% হারে। ঘ) সিগারেট কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩% এখানে কোম্পানির মধ্যে ফার্ম ও অন্তর্ভুক্ত।
৩৬.	কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফিস (ধারা-৫৩ই, উপধারা ২)।	তেল বিপণন কোম্পানি নয় এরূপ কোন কোম্পানি (সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানী ব্যতীত) ৫% হারে।
৩৭.	বিদেশী ক্রেতার এজেন্ট (ধারা- ৫৩ইই)।	১০% হারে।
৩৮.	সঞ্চয়ী আমানত বা স্থায়ী আমানত ইত্যাদি সুদ (ধারা- ৫৩এফ, উপধারা ১)।	টিআইএন আছে এমন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের উপর ২০%
		টিআইএন আছে এমন ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের উপর ১০%
		টিআইএন আছে এমন এমপিওভুক্ত বেতন ধারীর ব্যাংক হিসাবের উপর ১০% এবং;
		টিআইএন আছে এমন পেনশনভোগীর ব্যাংক হিসাবের উপর ৫% হারে
	ফান্ডের দ্বারা বা নামে পরিচালিত বা রক্ষিত কোন সঞ্চয়ী আমানত বা স্থায়ী আমানত বা মেয়াদী আমানতের সুদ বা মুনাফা (ধারা-৫৩এফ, উপধারা ২)।	৫% হারে। তবে নতুন বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে আইনের দ্বারা সৃষ্ট বা আইন দ্বারা পরিচালিত Board কর্তৃক অনুমোদিত কোন ফান্ড, যার সঞ্চয়ী আমানত বা স্থায়ী আমানত বা মেয়াদী আমানতের সুদের উপর আগে উৎস কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল, তার উক্ত সুদের উপর ৫% হারে উৎস কর আরোপিত হবে। উপ ধারা (২) তে ফান্ড বলতে approved superannuation fund ev pension fund বা gratuity fund বা recognized provident fund ev workers' participation fund সহ আইনের দ্বারা সৃষ্ট বা আইন দ্বারা পরিচালিত ফান্ডকে বুঝাবে, যা কৃত্রিম আইনী সত্তা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং যাদের নামে আইনানুগভাবে পৃথক হিসাব (account) সংরক্ষণ করা যায়। নতুন বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে আইনের দ্বারা সৃষ্ট বা আইন দ্বারা পরিচালিত Board কর্তৃক অনুমোদিত কোন ফান্ড, যার সঞ্চয়ী আমানত বা স্থায়ী আমানত বা মেয়াদী আমানতের সুদের উপর আগে উৎস কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল, তার উক্ত সুদের উপর ৫% হারে উৎস কর আরোপিত হবে।
৩৯.	রিয়েল এস্টেট এবং ভূমি উন্নয়নকারীর ব্যবসা (ধারা- ৫৩এফএফ)।	আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত দালান বা এপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে:
		এলাকা প্রতি বর্গমিটারে উৎস কর (টাকায়) (ক) ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা ১,৬০০/-

	বাণিজ্যিক এলাকা	
	(খ) ঢাকা'র ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিওএইচএস, মহাখালী, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, কারওয়ানবাজার বাণিজ্যিক এলাকা এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, খুলশী আবাসিক এলাকা, আত্রাবাদ ও নাসিরাবাদ	১,৫০০/-
	(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য এলাকা	১,০০০/-
	(ঘ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ভুক্ত এলাকা	৭০০/-
	(ঙ) উপরের (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য এলাকা	৩০০/-
	তবে, অনধিক ৭০ বর্গমিটার পর্যন্ত (কমন স্পেসসহ) আয়তনবিশিষ্ট আবাসিক এপার্টমেন্টের জন্য উৎস করার হার ২০% কম হবে এবং অনধিক ৬০ বর্গমিটার পর্যন্ত (কমন স্পেসসহ) আয়তনবিশিষ্ট আবাসিক এপার্টমেন্টের জন্য উৎস করার হার ৪০% কম হবে। আবাসিক ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে নির্মিত দালান বা এপার্টমেন্টের কোন স্পেস (space) এর ক্ষেত্রে:	
	এলাকা	প্রতি বর্গমিটারে উৎস কর (টাকায়)
	(ক) ঢাকা'র গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা	৬,৫০০/-
	(খ) ঢাকা'র ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিওএইচএস, মহাখালী, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, কারওয়ানবাজার বাণিজ্যিক এলাকা এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, খুলশী আবাসিক এলাকা, আত্রাবাদ ও নাসিরাবাদ	৫,০০০/-
	(গ) (ক) ও (খ) ব্যতীত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য এলাকা	৩,৫০০/-
	(ঘ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা	২,৫০০/-
	(ঙ) উপরের (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য এলাকা	১,২০০/-
	জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর হার প্রযোজ্য: (ক) ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিল মূল্যের উপর ৫% হারে। (খ) অন্যান্য সকল জেলার ক্ষেত্রে ৩%।	
৪০.	বীমা কমিশন (ধারা-৫৩জি)।	প্রদেয় কমিশনের উপর ৫% হারে।
৪১.	সাধারণ বীমা কোম্পানীর সার্ভেয়ার ফি (ধারা-	১০% হারে।

	৫৩জিজি)।		
৪২.	সম্পত্তি হস্তান্তর (ধারা-৫৩এইচ)।		সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সুকুক ইস্যুর উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্ট বা বিশেষ ক্ষেত্রের যানবাহন (এসপিভি) এর বরাবরে অথবা উক্ত ট্রাস্ট বা বিশেষ ক্ষেত্রের যানবাহন (এসপিভি) হতে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এ ধারার অধীন প্রযোজ্য উৎসে কর পরিশোধ হতে অব্যাহত প্রদান করা হয়েছে।
৪৩.	১০ বৎসর ততোধিক সময়ের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির লীজ রেজিস্ট্রেশন ধারা-৫৩এইচএইচ)।		৪% হারে।
৪৪.	পোস্ট অফিস ও ব্যাংক সঞ্চয় হিসাবের সুদ (ধারা-৫৩আই)।		সুদের পরিমাণ নির্বিশেষে প্রাপ্তির উপর ১০% হারে।
৪৫.	খালি জমি বা প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতির ভাড়া মূল্য (ধারা-৫৩জে/বিধি ১৭ বিবি)।		যে কোন অংকের ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে ৫%
৪৬.	সংবাদপত্র, সাময়িকী বা বেসরকারী টেলিভিশন, বেসরকারী রেডিও চ্যানেল বা ওয়েব সাইটে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বিল (ধারা-৫৩কে)।		৪% হারে।
৪৭.	স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টরদের শেয়ার হস্তান্তর (ধারা-৫৩এম)।		৫% হারে।
৪৮.	ডিমিউচুয়ালাইজেশনকে স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর থেকে অর্পিত মুনাফা (ধারা-৫৩এন)		১৫% হারে। (লভ্যাংশের উপর)
৪৯.	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার দ্বারা জমির মালিকে যে কোন পরিমাণ টাকা প্রদান (ধারা-৫৩পি)		১৫% হারে।
৫০.	লভ্যাংশ (ধারা-৫৪)।	<ul style="list-style-type: none"> ✓ নিবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে-২০%। ✓ কোম্পানী ব্যতীত নিবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে-১০%। তবে e-TIN না থাকলে ১৫%। ✓ কোনো কোম্পানি যদি Sixth Schedule এর Part A এর অনুচ্ছেদ ৬০ অনুযায়ী করমুক্ত করারোপিত লভ্যাংশ (taxed dividend) বাংলাদেশে নিবাসী কোনো কোম্পানির নিকট বন্টন করে তাহলে উক্ত লভ্যাংশের উপর উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না। 	
৫১.	লটারী (ধারা-৫৫)।	২০% হারে।	
৫২.	অনিবাসী অর্থ পরিশোধ আয় (ধারা-৫৬)।		
	ক্রমিক	সেবার খাত	কর কর্তনের হার
	১.	পরামর্শক/কনসালটেন্সী ফি বা সার্ভিস ফি	২০%
	২.	প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্ভিস	২০%
	৩.	পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা, কারিগরি জ্ঞান বা কারিগরি সহায়তা	২০%
	৪.	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন	২০%
	৫.	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি	২০%
	৬.	স্যাটেলাইট ভাড়া/চার্জ, এয়ারটাইম চার্জ, ফ্রিকোয়েন্সি ভাড়া/চার্জ	২০%
	৭.	লিগ্যাল সার্ভিস	২০%
	৮.	ম্যানেজমেন্ট/ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	২০%
	৯.	কমিশন	২০%

১০.	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা ইনটানজিবল সম্পর্কিত পেমেন্ট	২০%	
১১.	সুদ	২০%	
১২.	বিজ্ঞাপন প্রচার বাবদ	২০%	
১৩.	বিজ্ঞাপন তৈরি বাবদ	১৫%	
১৪.	এয়ার/ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট তবে, শিপিং ব্যবসা পরিচালনাকারী অনিবাসী করদাতার ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১০২ ও বিমান পরিবহন ব্যবসা পরিচালনাকারী যেসব অনিবাসী করদাতার ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১০৩এ প্রযোজ্য;	৭.৫%	
১৫.	ম্যানুফ্যাকচার, প্রসেস বা কনভারশন, সিভিল ওয়াক, নির্মাণ, প্রকৌশলী বা অনুরূপ প্রকৃতির ঠিকাদারী বা উপ-ঠিকাদার	৭.৫%	
১৬.	সরবরাহকারী	৭.৫%	
১৭.	ক্যাপিটাল গেইন	১৫%	
১৮.	ইস্যুরেন্স প্রিমিয়াম	১০%	
১৯.	যন্ত্রপাতি ভাড়া	১৫%	
২০.	লভ্যাংশঃ কোম্পানী করদাতা ব্যক্তি করদাতা অন্য যে কোন ব্যক্তি যার কোন কোম্পানি নেই	২০% ৩০%	
২১.	শিল্পী/অভিনেতা-অভিনেত্রী/খেলোয়াড়	৩০%	
২২.	বেতন/সম্মানী	৩০%	
২৩.	তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান অথবা উত্তোলন সংক্রান্ত কূপ খনন (ড্রিলিং ইন পেট্রোলিয়াম অপারেশন)	৫.২৫%	
২৪.	তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান সঞ্চয় প্রকারের জরীপ	৫.২৫%	
২৫.	তৈল-গ্যাস ক্ষেত্রে (Field) অনুসন্ধান, উত্তোলন অথবা পাইপ লাইন বা অন্য কোন পদ্ধতিতে তৈল-গ্যাস ক্ষেত্র (Field) থেকে তৈল বা গ্যাস রপ্তানী পয়েন্ট (Export Point) পর্যন্ত প্রদত্ত অন্য যে কোন সেবার ক্ষেত্রে	৫.২৫%	
২৬.	উপরে উল্লেখিত নয় এমন কোন সেবার জন্য প্রদেয় অর্থের উপর	২০%	
২৭.	অন্যান্য যে কোন সেবার জন্য প্রদেয় অর্থের উপর	৩০%	
৫৩.	প্রাইভেট মোটর গাড়ির উপর অগ্রিম কর(ধারা-৬৮বি)।		
	ক্রমিক	গাড়ীর ধরণ ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি	অগ্রিম কর (টাকা)
	১.	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলো ওয়াট বা ৭৫ কিলো ওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জীপ এর জন্য	২৫,০০০/-
	২.	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলো ওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জীপ এর জন্য	৫০,০০০/-
	৩.	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলো ওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জীপ এর জন্য	৭৫,০০০/-
	৪.	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলো ওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জীপ এর জন্য	১,২৫,০০০/-
	৫.	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫লা ওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জীপ এর জন্য	১,৫০,০০০/-
	৬.	৩৫০০ সিসির বা ১৭৫ কিলো ওয়াট উপর প্রতিটি মোটরকার বা জীপ এর জন্য	২,০০,০০০/-
	৭.	মাইক্রোবাস প্রতিটির জন্য	৩০,০০০/-
	তবে, কোন ব্যক্তির একক বা যৌথ মালিকানায় একের অধিক মোটর কার (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) থাকলে পরবর্তী প্রতিটির ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত হার অপেক্ষা ৫০% বেশি হারে অগ্রিম কর প্রদেয় হবে।		
৫৪.	সেকশন ৫৩কিউ		
	বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার,ট্রাক, ট্যাংক-লরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সা হইতে কোন করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয়কে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে এতদ্বারা আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথাঃ-		
	(ক) যদি উক্ত করদাতা উক্তরূপ বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার,ট্রাক, ট্যাংক-লরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সার মালিক হন এবং তিনি নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করেন,		
	ক্রমিক	গাড়ীর ধরণ ও ক্যাপাসিটি	আয়কর (টাকা)
	(ক)	৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য	টাকা

			১৬,০০০.০০	
(খ)	৫২ সিট বা উহার কম আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য		টাকা ১১,৫০০.০০	
(গ)	(অ) তাপানুকূল লাম্বারী বাস প্রতিটির জন্য		টাকা ৩৭,৫০০.০০	
(ঘ)	দোতলা বাস প্রতিটির জন্য		টাকা ১৬,০০০.০০	
(ঙ)	তাপানুকূল মিনিবাস/কোস্টার প্রতিটির জন্য		টাকা ১৬,০০০.০০	
(চ)	অন্যান্য মিনিবাস ও কোস্টার প্রতিটির জন্য		টাকা ৬,৫০০.০০	
(ছ)	কনটেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন্য....		টাকা ২৪,০০০.০০	
(জ)	পাঁচ টনের অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরি প্রতিটির জন্য		টাকা ১৬,০০০.০০	
(ঝ)	দেড় টনের বেশি কিন্তু পাঁচ টনের বেশি নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরি প্রতিটির জন্য		টাকা ৯,৫০০.০০	
(ঞ)	দেড় টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক, পিক-আপ, সকল ধরণের হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী বা যাত্রী বহনকারী অটোরিক্সা প্রতিটির জন্য		টাকা ৪,০০০.০০	
(ট)	কিপআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি অথবা অটোরিকশা		টাকা ৪,০০০.০০	
(ঠ)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য		টাকা ১১,৫০০.০০	
(ড)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এইরূপ প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য		টাকা ৪,০০০.০০	
৫৫.	কার্গো/লঞ্চ presumptive কর- (এসআরও:২ ১৪/২০১৯) সেকশন ৫৩আর	<p>অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জ হইতে কোন করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয় নিম্নবর্ণিত শর্তাধীন আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করল, যথাঃ-</p> <p>(ক) যদি উক্ত করদাতা উক্তরূপ নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জের মালিক হন এবং তিনি নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করেন, যথাঃ</p>		
		ক্রমিক	যানবাহনের বিবরণ	প্রদেয় আয়কর
		১.	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ১২৫ টাকা
		২.	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনের নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস) বা কোস্টারের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১৭০ টাকা
		৩.	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনের নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১২৫ টাকা
		(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত করদাতাকে উক্ত দফায় বর্ণিত হারে আয়কর সংশ্লিষ্ট নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের পূর্বে প্রদান করিতে হইবে;		
		(গ) দফা (ক) এর অধীন প্রদেয় আয়কর সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের উপ-কর কমিশনার এর বরাবর ইস্যুকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডারের মাধ্যমে জাতীয়		

		<p>রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর অঞ্চলের আয়কর কোডে জমা প্রদান করিতে হইবে;</p> <p>(ঘ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাতে নির্ধারিত হারে আয়কর জমা প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট হতে অনুমিত আয়কর পরিশোধ সনদ সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন না করা পর্যন্ত উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত নৌযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিবে না অথবা, ক্ষেত্রমত, সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করিবে না;</p> <p>(ঙ) এই প্রজ্ঞাপনের অধীন আয়কর প্রদানকারীর নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জ হতে অর্জিত আয় প্রদত্ত আয়করের অনুপাতে তার আয়কর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে, তবে এই খাত হতে রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ প্রদত্ত আয়করের অনুপাতে নিরূপিত আয়ের চেয়ে বেশী হইলে অতিরিক্ত আয়ের জন্য শিডিউলে বর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে;</p> <p>(চ) দফা (ক) এ বর্ণিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে উক্ত দফায় নির্ধারিত আয়করের পরিমাণ এর একশত গুণ আয়কর উক্ত নৌ-যান রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিশোধ করার শর্তে কোন করদাতার আয়, যাহা উক্ত নৌ-যান ক্রয় বা অর্জনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে, আয়কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে;</p> <p>(ছ) উক্ত Ordinance এর section ৩৫ অনুযায়ী যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং section ৭৫ এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে; এবং</p> <p>(জ) Inland Shipping Rules, 1986 এ বর্ণিত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে যাত্রী সুরক্ষার জন্য প্রযোজ্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করা না হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।</p> <p>(ঝ) এই প্রজ্ঞাপন তৈলবাহী নৌ-যান (Oil tanker) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।</p>
৫৮.	সেকশন ৫৬	<p>ব্যান্ডউইথ পেমেণ্ট এবং অন্যান্য পেমেণ্টের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে।</p> <p>বর্ণিত হয়নি এমন অন্যান্য সকল পেমেণ্টের ক্ষেত্রে ২০% উৎসে কর নির্ধারণ করা হয়েছে।</p>

১৩.৩। উৎসে কর্তিত কর সরকারী কোষাগারে জমা

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অধ্যায় ৭ এবং বিধি ১৩ অনুযায়ী অনুযায়ী উৎসে কর কর্তিত/আদায়কৃতকর নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে:

- (১) অর্থ বছরের জুলাই থেকে মে মাসে উৎস কর কর্তন/আদায়ের ক্ষেত্রে: যে মাসে উৎস কর কর্তন/আদায় হবে সে মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে;
- (২) অর্থ বছরের জুন মাসের ১ হতে ২০ তারিখ পর্যন্ত উৎস কর কর্তন/আদায়ের ক্ষেত্রে: যে তারিখে উৎস কর কর্তন/আদায় হবে সে তারিখ হতে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে;
- (৩) অর্থবছরের জুন মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে উৎস কর কর্তন/আদায়ের ক্ষেত্রে: যে দিন উৎস কর কর্তন/আদায় হবে তার পরের দিন।

তবে জুন মাসের শেষ দুই কার্যদিবসে উৎস কর কর্তন/আদায়ের দিন তা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে এবং অর্থ আইন ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আমদানী পর্যায়ে যে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে, তা পরিশিষ্ট ২১.২ এবং উৎসে কর কর্তন/ আদায় সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র পরিশিষ্ট ২১.৩ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ ভেরিফিকেশন ও এনফোর্সমেন্ট অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ১১৭এ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানানুসারে কর কমিশনার বা মহাপরিচালক, কর পরিদর্শন বা মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ যাচাইয়ের লক্ষ্যে বা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সপ্তম অধ্যায়ের বিধানাবলির এনকোর্সমেন্টের উদ্দেশ্যে-

- ✓ যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনা, স্থান, পণ্য, হিসাব বহি এবং যেকোন প্রকারে বা পদ্ধতিতে রক্ষিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রেকর্ডে পূন্য বা নিবিঘ্ন প্রবেশাধিকার থাকবে;
- ✓ কম্পিউটারে রক্ষিত বা লভ্য কোন এনক্রিপটেড উপাত্তকে পাঠযোগ্য ও বোধগম্য বিন্যাসে বা পাঠে আনক্সিয়ামবল বা রিট্রান্সফরম করার ক্ষমতা সম্পন্ন যেকোন তথ্য, কোড বা পযুক্তিতে প্রবেশাধিকার থাকবে;
- ✓ ইলেকট্রিক রেকর্ডে বা সিস্টেমে সংরক্ষিত উপাত্ত ইমেজ বা অন্যকোন ইনপুট এক্সট্রাক্ট করতে পারবে;
- ✓ পাসওয়ার্ড ব্রেক করে সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারবে;
- ✓ কোন তথ্য, হিসাবের বহি, দলিলাদি, ইমেজ বা ইনপুটের কপি বা বিশ্লেষণ করতে পারবে;

- ✓ হিসাব বহি ও অন্যান্য দলিলাদিতে শনাক্ত চিহ্ন বা স্ট্যাম্প ছাপ দিতে পারবে সেগুলোর কপি বা এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারবে;
- ✓ যেকোন হিসাব বহি, দলিলাদি, ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম জন্ম করতে এবং নিজেদের দখলে রাখতে পারবে;
- ✓ কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যকলাপ করা বা করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারবে;
- ✓ যেরূপ উপযুক্ত সেরূপ বিশেষজ্ঞ বা ফোর্সেস সাথে করে নিতে পারবে;

এই ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির প্রানে বা স্থানে প্রবেশ করলে বা প্রবেশের অভিপ্রায় ব্যক্তি করলে যদি কোন প্রকার বাধা, প্রতিবন্ধকতা বা অসহযোগিতার সম্মুখীন হন তবে উক্ত ব্যক্তি বা অনুর্ধ্ব ৫০ লক্ষ টাকার অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কোন ব্যক্তি এই ধারার বা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭ম অধ্যায়ের বিধানাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হলে, উপ-কর কমিশনার ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধপূর্বক, বা কোনরূপ ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে একতরফা, কর নির্ধারণ সম্পন্ন করে প্রযোজ্য কর ও জরিমানা আদায় করবেন।

১৪। কর নির্ধারণ

১৪.১। সাময়িক কর নির্ধারণ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৮১ এর আওতায় সাময়িক কর নির্ধারণের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। যে বৎসর কর নির্ধারণ সম্পন্ন হবে সে বৎসরের ১লা জুলাই তারিখের পর যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে করদাতার পরিশোধযোগ্য কর সাময়িক ভাবে নির্ধারিত হতে পারে। ধারা-৮১ মোতাবেক নিয়মিত করা নির্ধারণের পূর্বে আয়ের বিবরণী ও দলিল পত্রের ভিত্তিতে ডিসিটি শর্ত সাপেক্ষে কর নির্ধারণ করে থাকেন। করদাতা যে বিবরণী পেশ করেন তার উপর ভিত্তি করে সাময়িক কর নির্ধারণ করা হয়। শর্ত সাপেক্ষে বা সাময়িক কর নির্ধারণে প্রদত্ত কর নিয়মিত নির্ধারণ ভিত্তিক প্রদেয় কর অপেক্ষা বেশি বা কম হলে কর দাতা ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত কর ফেরত পাবেন বা পুনরায় প্রদান করবেন।

১৪.২। করদাতার সঠিক রিটার্ন ভিত্তিতে কর নির্ধারণ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৮২ এর আওতায় করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সঠিক রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্ন দাখিল করা হলে ঐ ব্যক্তির উপস্থিতি এবং প্রমাণাদি ছাড়া কর কর্মকর্তা রিটার্নটি সঠিক এবং সম্পন্ন বলে মনে করে এবং করদাতার মোট আয় নির্ধারণ করা হয়। এরূপ নির্ধারণের ভিত্তিতে তার প্রদেয় কর নির্ণয় করে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে করদাতার নিকট পাঠানো হয়।

১৪.৩। সার্বজনীন কর নির্ধারণ বা ইউনিভার্সেল সেল্ফ এসেসমেন্ট

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৮২বিবি এর আওতায় সার্বজনীন কর নির্ধারণ বা ইউনিভার্সেল সেল্ফ এসেসমেন্ট এর বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী যখন কোনো করদাতা সঠিক ও সম্পূর্ণ আয়ের রিটার্ন দাখিল করেন তখন উপ কর কমিশনার তার এরূপ আয়ের রিটার্ন গ্রহণ করবেন। উক্ত গ্রহণ কর নির্ধারণী বছরের জন্য এসেসমেন্ট আদেশ হিসাবে গণ্য হবে। সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতা তার নিজের আয় নিজে নিরূপণ করে প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ করেন। ২০২২-২৩ কর বছরে কোন ১২-ডিজিট টি.আই.এন. ধারী ব্যক্তি-করদাতা রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য সমুদয় আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ পূর্বক ৩০ নভেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে বা উপ কর কমিশনার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। করদাতা ১২-ডিজিট টিআইএন না থাকলে করদাতা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন না। তাছাড়া, মোট আয়ের প্রযোজ্য সমুদয় আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে বা ৩০ নভেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে বা উপ কর কমিশনার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিলকৃত না হলে করদাতার রিটার্ন সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় পড়বে না। বর্ণিত সকল শর্ত পূরণ করে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করা হলে আয়কর বিভাগ থেকে করদাতাকে যে প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র প্রদান করা হয় তা-ই কর নির্ধারণী আদেশ (Assessment Order) বলে গণ্য হয়।

পরবর্তীতে উপ কর কমিশনার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেডিং-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও এর কারণে কম কর পরিশোধ করা হলে তা আদায়ের লক্ষ্যে রিটার্নটি Process করেন। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারিত Criterion এর ভিত্তিতে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত কোন রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করে উপ কর কমিশনারকে নির্বাচিত রিটার্ন অডিট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের জন্য বলতে পারে।

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে ২০২২-২৩ কর বছরে দাখিলকৃত কোন রিটার্নে পূর্ববর্তী কর বছরের নিরূপিত আয় অপেক্ষা ন্যূনতম ১৫% বেশি আয় প্রদর্শন করা হলে এবং নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ হলে সে রিটার্ন অডিট কার্যক্রমের আওতা বহির্ভূত থাকবে:

ক. রিটার্নের ভিত্তিতে ফেরতযোগ্য কর সৃষ্টি না হলে;

- খ. কোনরূপ দান গ্রহণ প্রদর্শন না করলে;
- গ. রিটার্নে করমুক্ত আয় প্রদর্শন করলে করমুক্ত আয়ের সমর্থনে যাচাইযোগ্য দালিলিক প্রমাণাদি রিটার্নের সাথে দাখিল করলে;
- ঘ. আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৪ ধারা অনুযায়ী জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে হ্রাসকৃত হারে আয়কর প্রযোজ্য হয় এরূপ কোন আয় প্রদর্শন না করলে;
- ঙ. ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য যে কোন উৎস থেকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ প্রদর্শন করা হলে দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিবরণী বা হিসাব বিবরণী দাখিল করা হলে।

১৪.৪। উৎসে কর্তিত করকে চূড়ান্ত কর দায় গণ্য করে কর নির্ধারণ

আয়কর অধ্যাদেশ এর ধারা-৮২সি ধারা অনুযায়ী কিছু কিছু কর মামলা নিষ্পন্ন হবে যদিও ধারা-৮২সি এর উপ-ধারা-(২) অনুযায়ী অগ্রীম আয়কর আদায় বলে বিবেচিত হবে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(২), ৫২এ(২), ৫২ এএ (২), ৫৩ ই এবং ৫৬(৩) এর পরিশোধ এর ধারাগুলোর মাধ্যমে (Includes a Transfer, A Credit or an Adjustment of Credit) কে পরিশোধ হিসেবে পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশনা (an order or instruction of making payment) হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ পরিশোধ হিসেবে স্থানান্তর, ক্রেডিট বা পরিশোধের সমন্বয় বা পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত হবে। ন্যূনতম কর (Minimum Tax) আয়ের উৎস (Source of Income) এবং করদাতা - ভিত্তিতে আরোপিত হবে। কোন কোন আয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হবে তা উপধারা (২) তে বলা হয়েছে। উপধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী-

- (ক) ধারা ৫২, ৫২এ, ৫২এএএ, ৫২(২), ৫২ এএএ (২) ৫২বি, ৫২সি, ৫২ডি, ৫২জেজে, ৫২এন, ৫২ও, ৫২আর, ৫৩, ৫৩এএ, ৫৩বি, ৫৩বিবি, ৫৩বিবিবি, ৫৩বিবিবিবি, ৫৩সি, ৫৩সিসিসি, ৫৩ডিডিডি, ৫৩ইই, ৫৩এফ, ৫৩এফএফ, ৫৩জি, ৫৩জিজি, ৫৩এইচ, ৫৩এম, ৫৩এন ও ৫৫ এর আওতায় উৎসে কর্তিত বা আদায়কৃত কর শ্রেণী নির্বিশেষে সকল করদাতার ক্ষেত্রে কর্তন বা সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট উৎস বা উৎসসমূহের জন্য করদাতার ন্যূনতম করদায়বলে বিবেচিত হবে।
- (খ) অর্থ আইন ২০২০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা (৫২এএ) সংশোধন করে এর উপধারায় টেবিল এ এর ১৩ তে অংশভাগী অর্থনৈতিক প্লাটফর্ম কে উৎসে করের আওতায় নিয়ে আনা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্লাটফর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (ride sharing service, coworking space, providing service Ges accomodation providing service)। তাছাড়া Wheeling Charge for Electricity Transmission-এর উপর বিদ্যমান হারের পরিবর্তে উৎসে কর ভিত্তিমূল্য ২৫ লক্ষ টাকার সমান বা কম হলে ২% ও ২৫ লক্ষ টাকার উপর হলে ৩% করা হয়েছে।

তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত/ আদায়কৃত কর ধারা ৮২সি এর আওতাভুক্ত হবে না-

- (১) ধারা ৫২ এর অধীনে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি (Person) এর নিকট থেকে বর্ণিত উৎসের জন্য কর্তিত/আদায়কৃত কর- কোন তেল কোম্পানীর ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদার, যার ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর কর্তন বা আদায় হয়;
- ক) কোন তেল বিপণনকারী কোম্পানী এবং পেট্রোল পাম্প ব্যতীত তার কোন ডিলার বা এজেন্ট;
- খ) কোন অয়েল রিফাইনারী কোম্পানী;
- গ) গ্যাস ট্রান্সমিশন বা বিতরণে নিয়োজিত কোন কোম্পানী।
- (২) ২০২১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮২সি এর উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করা হয়েছে। ধারা ৮২সি এর উপ ধারা (২) এর ক্লজ (বি) এর প্রোভাইসো এর সাব-ক্লজ (২) সংশোধনের ফলে, পারফিউম ও টয়লেট ওয়াটার পণ্য বা কাঁচামাল আমদানির বিপরীতে বিধি ১৭এ এর অধীন উৎসে কর্তিত কর ৮২সি ধারার ন্যূনতম কর হিসাবে বিবেচিত হবে।

এ বিধানের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো :

- (ক) উপ-ধারা (১) : নির্দিষ্ট খাতের বিপরীতে অধ্যাদেশের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত করকে শর্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে একই ধারার উপ-ধারা (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৮) এবং (৯) অনুসরণের শর্তে যে খাত থেকে কর কর্তন করা হয়েছে সেই খাতের চূড়ান্ত করদায় বিবেচনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
- (খ) চূড়ান্ত করদায়ের খাত [উপ-ধারা (২)] : কোন কোন খাতের উৎসে কর কর্তনকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- (গ) রিফান্ডের সাথে সমন্বয়যোগ্য নয় [উপ-ধারা (৩)] : কর্তিত বা সংগৃহীত আয়কর পূর্ববর্তী বছর বা বছর সমূহের সৃষ্ট রিফান্ডের (যদি থাকে) সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না। কর্তিত করের ভিত্তিতে আয় [উপ-ধারা (৪)] : আয়কর

অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২সি এর উপধারা (৪) এর ক্লজ (এ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী কোম্পানি ও ফার্মের জন্য ন্যূনতম করের পাশাপাশি ব্যক্তি করদাতার জন্য ন্যূনতম করের বিধান করা হয়েছে। ধারা ৮২সি এর উপধারা (৪) এর ক্লজ (এ) এ উল্লিখিত টেবিল এর সিরিয়াল নং ৩ এর কলাম (৩) এ উল্লিখিত ০.৫০% এর পরিবর্তে ০.২৫% প্রতিস্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের গ্রস প্রাপ্তির উপর ০.২৫% হারে ন্যূনতম কর পরিশোধ করতে হবে।

- (ঘ) নতুন বিধানে কোম্পানি ও ফার্মের জন্য ন্যূনতম কর হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কোন ফার্ম (সিগারেট, বিড়ি, চিবিয়ে খাওয়া তামাক, ধোঁয়াহীন তামাক বা অন্যকোন তামাকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনকী মোট প্রাপ্তির ১% ন্যূনতম কর প্রদান করবেন। পাশাপাশি মোবাইল অপারেটর মোট প্রাপ্তির ২% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্তির ০.৬% ন্যূনতম কর প্রদান করবেন।
- (ঙ) লোকসানের সাথে সমন্বয়যোগ্য নয় [উপ-ধারা (৫)] : চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচ্য আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে অন্যান্য খাতের নিরূপিত লোকসানের সাথেও (যদি থাকে) সমন্বয় হবে না মর্মে বলা হয়েছে। এছাড়া, এ বছরের আয়ের সাথে পূর্ববর্তী অন্য কোন বছরের একই উৎসের লোকসান (যদি থাকে) এর সাথেও সমন্বয় হবে না।
- (চ) অতিরিক্ত আয়ের উপর কর [উপ-ধারা (৬)] : উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত করের বিপরীতে নিরূপিত আয়ের চেয়ে বেশি আয় আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত হলে বা নিরূপিত হলে অতিরিক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর প্রদেয় হবে।
- (ছ) ধারা ৩০ এর দায়িত্ব পরিপালন [উপ-ধারা (৭)] : উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত করের বিপরীতে আয় চূড়ান্ত করদায় বিবেচিত হলেও অধ্যাদেশের ৩০ ধারায় অগ্রাহ্যকৃত খরচ করদাতার আয় হিসেবে বিবেচ্য এবং এটির উপর প্রযোজ্য হারে কর আরোপিত হয়। চূড়ান্ত করদায় সংশ্লিষ্ট আয়ের ক্ষেত্রেও করদাতাকে ধারা ৩০এ বর্ণিত দায়িত্ব পরিপালন না করলে সংশ্লিষ্ট খরচ বা ব্যয় করদাতার চূড়ান্ত করদায় সংশ্লিষ্ট আয়ের সাথে যোগ হবে এবং কর আরোপিত হবে।
- (জ) অতিরিক্ত আয়ের উপর করের হার [উপ-ধারা (৮)] : চূড়ান্ত করদায় সংশ্লিষ্ট খাতের আয়ের অতিরিক্ত আয় এবং ধারা ৩০ ধারায় অগ্রহণযোগ্য ব্যয়/খরচ করদাতার মোট আয়ের সাথে যোগ হয়ে সাধারণ হারে করারোপের বিষয়টি বলা হয়েছে। এ অতিরিক্ত আয় ও ৩০ ধারায় মোট আয়ের সাথে যুক্ত হওয়া আয় চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং চূড়ান্ত করদায়ের ক্ষেত্রে আয়ের সীমা অতিক্রমের পরবর্তী আয়ের সীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে কর আরোপিত হবে।

১৪.৫। স্পট অ্যাসেসমেন্ট [ধারা ৮২ডি/বিধি ৩৮বি]ঃ

অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে ধারা ৮২ডি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানানুসারে নিয়োক্ত ক্ষেত্রসমূহে স্পট অ্যাসেসমেন্ট বা স্পটে করদায় নির্ধারণ করা যাবে; কোন ব্যক্তির- ক। করযোগ্য আয় থাকলে; খ। রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকলে; গ। এ অধ্যাদেশের কোন বিধানাবলি পরিপালনের বাধ্যবাধকতা থাকলে; অথবা ঘ। এ অধ্যাদেশের কোন বিধানাবলির কার্যকরণে বা পরিপালনে ব্যর্থ হলে। দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ-কর কমিশনারকে স্পট অ্যাসেসমেন্ট নির্বাহের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার তার অধীনস্থ যেকোন উপ-কর কমিশনারকে স্পট অ্যাসেসমেন্ট নির্বাহের জন্য ক্ষমতা প্রদান করবেন। স্পট অ্যাসেসমেন্ট কিরূপে পরিচালিত হবে তার জন্য বোর্ড নির্দেশনা জারী করবে। কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা বা পেশা আয় স্পট অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন হলে এবং করদায় নিয়মিত করহারে নির্ধারিত হলে, সে করদাতার স্পটে নির্ধারিত আয়ের ৫ গুণ পর্যন্ত প্রারম্ভিক পুঁজির উৎস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

১৪.৬। সাধারণ আয় নির্ধারণ পদ্ধতি [ধারা ৮৩(২)]

এই পদ্ধতিতে আয় নিরূপনের জন্য করদাতা আয়কর রিটার্নে option দিয়ে থাকেন। রিটার্ন প্রাপ্তির পর উপ কর কমিশনার শুনানী ও নোটিশে বর্ণিত তথ্য প্রমানাদি দাখিলের জন্য নোটিশ দিয়ে থাকেন। করদাতার ব্যাখ্যা ও দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই করে উপ কর কমিশনার আয় নিরূপন করে থাকেন।

১৪.৭। চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের রিপোর্ট ভিত্তিক কর নির্ধারণ

ধারা ৮৩এএএ এর আওতায় চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হয়। করদাতা কোম্পানির রিটার্ন দাখিল করার পর যদি বোর্ড উক্ত রিটার্ন সম্পূর্ণ বা আংশিক নয় বলে মনে করে তখন করদাতার হিসাব একজন নিবন্ধিত চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের দ্বারা পরীক্ষা করে এবং তার রিপোর্টের ভিত্তিতে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর নির্ধারণ করবে।

১৪.৮। সর্বোত্তম বিচার মাধ্যমে কর নির্ধারণ

করদাতা বা তার প্রতিনিধি শুনানীর নোটিশে সাড়া না দিলে ধারা ৮৪এর আওতায় উপ কর কমিশনার লিখিত আদেশের মাধ্যমে সর্বোত্তম বিচারের ভিত্তিতে করদাতার মোট আয় নির্ধারণ করতে পারেন।

১৫। আয়কর আইনে দণ্ড আরোপ

(ক) রাজস্ব হানিকর বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ (erroneous in so far as it is prejudicial to the interests of

the revenue) আদেশ সংশোধন সংশ্লিষ্ট বিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত বিধানের উপধারা (১) অনুযায়ী, উপ কর কমিশনারের কোন আদেশ যদি পরিদর্শী কর্মকর্তা (যুগ্ম বা অতিরিক্ত কর কমিশনার) এর নিকট রাজস্ব হানিকর বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তিনি আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের রেকর্ড তলব ও পরীক্ষা করতে পারবেন এবং বর্ণিত ত্রুটি সংশোধনের লক্ষ্যে করদাতাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান এবং উপযুক্ত অনুসন্ধান সম্পন্ন করে নিরূপিত আয়ের পরিমাণ বাড়ানো, কর নির্ধারণ সংশোধন বা বাতিল, পুনরায় নতুনভাবে কর নির্ধারণের আদেশ প্রদান সহ তার নিকট যৌক্তিক বলে বিবেচিত যে কোন আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ১০ এর আওতায় উপকর কমিশনারের দায়িত্ব পালনের সূত্রে যুগ্ম বা অতিরিক্ত কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ রাজস্ব হানি কর বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ কি-না তা কর কমিশনার বিবেচনা করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপধারা (১) তে বর্ণিত মতে তিনি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

যে সকল ক্ষেত্রে কোন আদেশ পরিদর্শী কর্মকর্তা (যুগ্ম বা অতিরিক্ত কর কমিশনার) বা কর কমিশনারের নিকট রাজস্ব হানিকর বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে তা হলো-

- আদেশে আয়ের খাত ভুল (Misclassify) হলে; বা
- আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের কোন বিধান ভুলভাবে অনুধাবিত (Misinterpreted) হলে;
- বা কোন বিষয়ে সত্যতা যাচাই (Verification) এরপর আদেশ প্রদানের আবশ্যিকতা ছিল এরূপ ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাই ব্যতিরেকে আদেশ প্রদান করা হলে; বা
- করদাতার দাবীকৃত ছাড় (Relief) এর বিষয়ে কোনরূপ অনুসন্ধান না করেই আদেশে ছাড় মেনে নেয়া বা প্রদান করা হলে; বা
- কোন বিষয়ে বোর্ডের কোন নির্দেশনা থাকলে তা অনুসরণ না করে আদেশ জারী করা হলে; বা
- রেকর্ড দৃষ্টে আদেশটি ত্রুটি পূর্ণ বলে দেখা গেলে।

ধারা ৯৩ অনুযায়ী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে বা কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ রয়েছে এরূপ কর মামলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ১২০ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ কোন কর মামলার ক্ষেত্রে ধারা ৯৩ এবং ধারা ১২০ এর কার্যক্রম Mutually Exclusive বলে বিবেচিত হবে না। কোন কর মামলার ক্ষেত্রে উভয় ধারার আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকলে যথাযথ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ এ দুটি ধারার মধ্যে যেটিকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবে সে ধারার আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করার দণ্ড (ধারা-১২৩)

গৃহ সম্পত্তি আয় ব্যতীত অন্য উৎসের আয় এর ক্ষেত্রে ধারা ৩৫ অনুসারে নির্ধারিত হিসাব রাখতে ব্যর্থ হলে তাকে প্রদেয় করের অনধিক দেড়গুণ এবং করমুক্ত সীমার নীচে আয় থাকলে একশত টাকা জরিমানা করা যাবে।

গৃহসম্পত্তির আয় উপার্জনকারী ব্যক্তি ধারা ৩৫(২) অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ব্যর্থ হলে তার প্রদেয় করের ৫০% পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

(গ) রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য জরিমানা (ধারা ১২৪, ১২৪এ)

কোন ব্যক্তি কোন যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া আয়ের বিবরণী প্রদর্শন করতে যদি ব্যর্থ হন, সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের উপর শতকরা দশ শতাংশ হারে জরিমানা আরোপের বিধান আছে, যা নূন্যতম এক হাজার টাকা হবে এবং জরিমানা প্রদানে ব্যর্থতা চলতে থাকলে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশ টাকা হারে জরিমানা চলতে থাকবে।

যৌক্তিক কারণ ছাড়া সনদ, বিবরণ, হিসাবাদি, টিআইএন প্রদানে ব্যর্থতার জন্য পাঁচশত টাকা দণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে এবং অসমর্থতা চলতে থাকলে, অসমর্থকালীন মেয়াদের প্রতি মাসের জন্য অথবা তার ভগ্নাংশের জন্য পুনরায় দুইশত পঞ্চাশ টাকা হারে দণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে।

তবে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে পাঁচশ হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি আরোপের বিধান রয়েছে এবং এরূপ ব্যর্থতা বা ত্রুটি চলতে থাকলে প্রত্যেক দিনের জন্য পাঁচশত টাকা জরিমানার শাস্তি আরোপের বিধান রয়েছে। এ ছাড়া ভুয়া টিআইএন উপস্থাপনের জন্য বিশ হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি আরোপের বিধান রয়েছে।

(ঘ) টিআইএন যাচাইয়ে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা (ধারা-১২৪এএ)

কোন ব্যক্তি কোন যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া কোন করদাতা যথাযথ টিআইএন যাচাইয়ে ব্যর্থ হন, তাহলে তার উপর ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

(ঙ) অগ্রীম কর ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতা (ধারা-১২৫)

- যৌক্তিক কারণ ছাড়া অগ্রীম কর প্রদানে ব্যর্থতার জন্য এবং প্রদেয় করের আনুমানিক হিসাব সম্পর্কে জানামতে অসত্য বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে, সর্বোচ্চ পরিশোধিত কর ও যে পরিমাণ কর তার পরিশোধ করা উচিত ছিল এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের অতিরিক্ত নয় ঐ পরিমাণ দণ্ড প্রয়োগের বিধান আছে।
- (চ) নোটিশ পালন না করার দণ্ড (ধারা-১২৬)
কোন নোটিশ পালনে ব্যর্থতার জন্য মোট আয়ের জন্য ধার্যযোগ্য করের অতিরিক্ত পরিমাণ নয় এরূপ দণ্ড ধার্য করার বিধান রয়েছে।
- (ছ) রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতা (ধারা-১২৭)
আয়কর অধ্যাদেশের অধীনে ধারা-৭৪ এর অধীনে প্রয়োজনীয় কর পরিশোধ না করলে মোট কর বা অপরিশোধিত করের শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশি নয় এরূপ দণ্ড আরোপের বিধান আছে।
- (জ) আয় গোপন করার জন্য শাস্তি (ধারা-১২৮)
আয়ের বিবরণ গোপন অথবা অনুরূপ আয়ের অসত্য বিবরণ প্রদান করলে অথবা বিক্রয় অথবা হস্তান্তরের কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে কোন স্থাবর সম্পত্তির কম মূল্য প্রদর্শন করলে যে পরিমাণ কর ফাঁকি দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে তার ১৫% জরিমানা ধার্য করার বিধান আছে। এক বৎসরের বেশি সময় কোন কর গোপন থাকলে যে পরিমাণ কর গোপন রয়েছে প্রতি বৎসর সেই করের উপর আরও অতিরিক্ত ১৫% হারে জরিমানা হিসেবে প্রতি বৎসর আদায়ের বিধান রয়েছে।
- (ঝ) অসত্য অডিট রিপোর্ট প্রদানের দণ্ড (ধারা-১২৯এ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৫ বিধান অনুযায়ী, যদি কোন অডিট রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক এ মর্মে প্রত্যয়ন করা না থাকে যে হিসাব সংরক্ষণ, বিবরণী (Statements) প্রস্তুত ও report করার ক্ষেত্রে Bangladesh Accounting Standard (BAS) Ges Bangladesh Financial Reporting Standard (BFRS) এবং অডিটের ক্ষেত্রে (Statements) Bangladesh Standards on Auditing (BSA) এর বিধানাবলী অনুসরণ করা হয়েছে, তাহলে সংশ্লিষ্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্টের উপর এ ধারার অধীনে জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।
- (ঞ) চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক প্রণীত/স্বাক্ষরিত নয় এমন অসত্য অডিট রিপোর্ট প্রদানের দণ্ড (ধারা-১২৯বি) আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক প্রণীত/স্বাক্ষরিত নয় এমন প্রতীয়মান হলে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা যাবে।
- (ট) শুনানি ব্যতীত জরিমানা আরোপে নিষেধাজ্ঞা (ধারা-১৩০)
কোন ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের যুক্তিযুক্ত সুযোগ না দিয়ে জরিমানা ধার্যের কোন আদেশ দেয়া যাবে না।
- (ঠ) জরিমানা ধার্যের জন্য পরিদর্শক যুগ্ম কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন (ধারা-১৩১)
পরিদর্শক যুগ্ম কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন না নিয়ে কোন জরিমানা ধার্য করা যাবে না।
- (ড) অ্যাপীলাত যুগ্ম কমিশনারের আদেশসমূহ, ইত্যাদি উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে (ধারা-১৩২)
অ্যাপীলাত যুগ্ম কমিশনার বা কমিশনার (অ্যাপীল) বা অ্যাপীলাত ট্রাইব্যুনালের অধীনে যদি কোন জরিমানা আরোপ করে, সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট আদেশের একটি কপি উপ-কর কমিশনারের বরাবরে পাঠাতে হবে এবং সে কারণে জরিমানা আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত এই অধ্যাদেশের সকল বিধান এরূপে কার্যকর হবে যেন উক্ত আদেশ উপ-কর কমিশনার প্রদান করেছেন।
- (ঢ) প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল অথবা উপ কর কমিশনার ছাড়া অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ যদি আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় কোনো জরিমানা আরোপের আদেশ জারী করেন তাহলে উক্ত ট্রাইব্যুনাল বা আয়কর কর্তৃপক্ষ সে জরিমানা আরোপের আদেশের একটি কপি সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। এখানে যে ব্যক্তির উপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে সে ব্যক্তির এর কর নির্ধারণ বা কর আদায় যে উপ কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রস্থান তিনিই হবেন সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনার।
জরিমানা আরোপের আদেশের কপি পাওয়ার পর উপ কর কমিশনার দাবীনামা জারীসহ জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। দাবীনামা জারীর ক্ষেত্রে উপ কর কমিশনার জরিমানা আরোপের আদেশের একটি কপি দাবীনামার সাথে সংযুক্ত করবেন। উপ কর কমিশনার নিজে জরিমানা আরোপ করলে তা আদায়ের জন্য যে আইনী বিধান প্রযোজ্য হতো, এ ধারায় বর্ণিত জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।
- (ণ) সংশোধিত মোট আয়ের ভিত্তিতে জরিমানার আদেশ সংশোধন: আয়কর অধ্যাদেশে ধারা ১৩৩এ বিধানের উপধারা (১) অনুযায়ী, যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় আরোপিত জরিমানার পরিমাণ মোট আয়ের পরিমাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত সে সকল ক্ষেত্রে, কোন ধারার আওতায় মোট আয় সংশোধিত হলে সংশোধিত কর নির্ধারনী আদেশ জারীর সময় উপ কর কমিশনার নিজে থেকে উক্তরূপ জরিমানার অংক সংশোধনের আদেশও জারী করবেন। তবে যে ক্ষেত্রে সংশোধিত করাদেশে মোট আয় বাড়ার কারণে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সে ক্ষেত্রে যার উপর জরিমানা প্রযোজ্য তাকে জরিমানার অংক সংশোধনের পূর্বে শুনানী প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। যদি দেখা যায় সংশোধিত কর নির্ধারনী আদেশ জারীর পরও উপধারা (১) এ বর্ণিত

জরিমানার আদেশ সংশোধিত হয়নি তাহলে উক্ত জরিমানার আদেশ সংশোধনের জন্য উপ কর কমিশনারের নিকট আবেদন করা যাবে। উপ কর কমিশনার উক্ত আবেদন পাওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে কোন আদেশ প্রদান না করলে সংশোধিত কর নির্ধারণীর আলোকে জরিমানার আদেশটি সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১৬। আয়কর বিষয়ে আপীল

১৬.১। প্রাথমিক আপীল (ধারা-১৪৩, ১৫৪, ১৫৫আই এবং ১৫৬)

কোম্পানী নয় এমন কোন করদাতা উপ কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনারের নিকট আপীল করতে পারবেন। ধারা-৩৭ অনুযায়ী গণনাকৃত ক্ষতির পরিমাণ, আয় নির্ধারণ, প্রদেয় দায় নির্ধারণ, সুদ আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে এ আপীল করা যাবে।

কোন করদাতা কোম্পানী উপ কর কমিশনারের/পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনারের কোন আদেশে সংশ্লিষ্ট হলে কমিশনার আপীল বরাবরে আপীল করতে পারেন।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৩ এর উপধারা (৩) এর পর একটি প্রোভাইসো সংযোজন করে আপীল দায়েরের যোগ্যতার শর্তে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিধান অনুযায়ী, যদি আপীল দায়েরের পূর্বে করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর মামলার স্বীকৃত দায় পরিশোধ করা হয় এবং যদি আপীলাত কর্তৃপক্ষ এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে করদাতা কর্তৃক বর্ণিত কর পরিশোধ না করার যৌক্তিক কারণ ছিল, তাহলে অন্যান্য প্রযোজ্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আপীলাত কর্তৃপক্ষ মামলাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করতে পারবেন।

যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হবে তা জারীর তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে ২০০/ টাকা আপীল ফি প্রদান করে নির্ধারিত ফরমে আপীল আবেদন দাখিল করতে হবে। ধারা-১৫৩ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী আয়কর রিটাণ দাখিল করেননি এরূপ করদাতা কর্তৃক আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক আরোপিত আয়করের ১০% হারে পরিশোধ করতে হয়। তবে, আপীলাত কর্মকর্তা যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল না করার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ছিল, তবে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে।

আপীলাত কর্মকর্তা (আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার/ কমিশনার আপীল) আবেদনকারীকে আপীল বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দেবেন। শুনানীতে আপীলকারী নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হতে পারবেন।

আপীল নিষ্পত্তির জন্য সময় বেঁধে দেয়া আছে। আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার ও কর কমিশনার আপীল এর নিকট যে মাসে আপীল দায়ের করা হয়েছে সে মাস যেদিন শেষ হবে তার থেকে ১৫০ দিনের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্যথায়, আপীলটি গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

১৬.২। আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে কর পরিশোধ (ধারা-১৫৮, ১৫৯)

(ক) কোন করদাতা আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার বা কমিশনার আপীল এর আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হলে তিনি আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করতে পারে।

তবে, এই আপীলের সময় আপীলকারী করদাতাকে নিজ স্বীকৃত কর ও আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার বা কমিশনার আপীল কর্তৃক যে পরিমাণ কর ধার্য করা হয়েছে তার পার্থক্যের ১০% পরিশোধ করতে হবে।

উলেখ্য, কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে উপ কর কমিশনারও আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার বা কমিশনার আপীল-এর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন।

(খ) ট্রাইবুনালে আপীল করার ক্ষেত্রে সময় সীমা হচ্ছে আপীলাধীন আদেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিন। তবে, আপীলাত ট্রাইবুনাল যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল না করার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ছিল, তবে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারেন।

(গ) নির্ধারিত ফরমে এক হাজার টাকা ফি সহ আপীল আবেদন দাখিল করতে হবে।

(ঘ) আপীল নিষ্পত্তির জন্য সময় বেধে দেয়া আছে। আপীলাত ট্রাইবুনাল যুগ্ম কর কমিশনার/কর কমিশনার আপীল এর নিকট যে মাসে আপীল দায়ের করা হয়েছে সে মাস যেদিন শেষ হবে তার থেকে ৬ মাসের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্যথায়, আপীলটি গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) জরিমানা অন্য কোন দায়কে প্রভাবিত করবে না (ধারা-১৩৩)

কোন ব্যক্তির উপর আরোপিত শাস্তি আয়কর অধ্যাদেশের অথবা প্রচলিত যে কোন আইনে উক্ত ব্যক্তির উদ্ভূত অথবা উদ্ভূত হতে পারে এমন কোন দায়কে প্রভাবিত করে না।

(চ) অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৮ এর উপধারা (৫) এর পর নতুন উপধারা (৬) সংযোজন করে সন্নিবেশ করে কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। উপধারা (৬) এর বিধান অনুযায়ী, বোর্ড সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নির্দেশনা জারী করে-

- (১) কোন করদাতা কে বা কোন শ্রেণির করদাতাকে electronically বা অন্য কোন machine readable বা computer readable মাধ্যমে আপীল দায়ের করতে হবে মর্মে বলে দিতে পারবে;
- (২) উক্ত electronic বা machine readable ev computer readable মাধ্যমের আপীল কি রূপে এবং কিভাবে দাখিল করা হবে তা নির্ধারণ করে দিতে পারবে।
- (ছ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৯ সংশোধন করে বিধান করা হয়েছে যে, কর আপীলাত দ্বৈত বেঞ্চে শুনানী হওয়া কোন মামলা যদি বেঞ্চার সদস্যদ্বয়ের মতদ্বৈততার কারণে ট্রাইবুনালের তৃতীয় কোন সদস্যের নিকট শুনানীর জন্য প্রেরণ করা হয় তাহলে মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ছয় মাসের স্থলে আট মাস হবে। অর্থাৎ মামলা নিষ্পত্তিতে দুইমাস সময় বেশি পাওয়া যাবে।

১৬.৩। হাইকোর্টে রেফারেন্স দায়েরের ক্ষেত্রে কর পরিশোধ (ধারা-১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩)

আপীলাত ট্রাইবুনালের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে কোন করদাতা উক্ত আদেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে তা মীমাংসার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করতে পারবেন। এরূপ আবেদনের সাথে দুই হাজার টাকার ফি সংযুক্ত করতে হবে। হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের আদেশের প্রেক্ষিতে আরোপিত আয়ের উপর প্রদেয় কর এবং কর দাতার রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের কর প্রযোজ্য করের পার্থক্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে পার্থক্যের উপর ১৫% হারে কর প্রদান করতে হবে। ট্রাইবুনাল আদেশের প্রেক্ষিতে নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় কর এবং করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের উপর প্রযোজ্য করের পার্থক্য ১০ লক্ষ টাকার অধিক হলে পার্থক্যের উপর ২৫% হারে কর প্রদান করতে হবে।

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় মোট আয়ের উপর ভিত্তি করে ধারা ৭৪ অনুসারে কোম্পানী করদাতাকে এ ন্যূনতম কর প্রদান করতে হবে।

অর্থ আইন, ২০১৮ এর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ সংশোধন করে বিধান করা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ করদাতা অথবা সেরা করদাতা, দীর্ঘমেয়াদি করদাতা, কর বাহাদুর পরিবার, ইত্যাদি নামে সম্মানীয় করদাতাদের নামের তালিকা প্রকাশ ধারা ১৬৩ এর আওতায় করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন বলে গণ্য হবেনা। অনুরূপভাবে, ধারা ১০৮এ এর আওতায় তথ্য প্রদান করাও করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন বলে গণ্য হবেনা।

১৭। উৎস কর কর্তনের মাসিক রিটার্ন

- ক) বিধি ১৮ মোতাবেক প্রতিমাসে উৎস কর্তিত করের (বেতন ব্যতীত) রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।
- খ) বিধি ২১ মোতাবেক প্রতিমাসে বেতনখাতে উৎস কর্তিত করের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

১৭.১। উৎস কর কর্তনের ষাণ্মাসিক রিটার্ন:

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫এ উৎস করের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর পাশিপাশি প্রত্যেক সমবায় সমিতি এবং এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধিত প্রত্যেক এনজিওর জন্য উৎস করের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোম্পানী, সমবায় সমিতি এবং এনজিও এর কর নির্ধারণ যে উপকর কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন তার নিকট উৎস করের রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং উৎস করের রিটার্ন বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে প্রযোজ্য সকল বিবরণ ও তথ্য সন্নিবেশ করে দাখিল করতে হবে। রিটার্নের সাথে প্রযোজ্য সকল তফসিল, বিবরণী, হিসাব, সংযোজনী এবং দলিলাদি দাখিল করতে হবে। কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রধান কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি রিটার্নে স্বাক্ষর ও সত্য-প্রতিপাদন করবেন।

প্রতি অর্থ বছরের জন্য দু'টি উৎস করের রিটার্ন দাখিল করতে হবে-

ক্রমিক নং	উৎস কর কর্তন/ আদায়ের সময়	উৎস কর রিটার্ন	রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ
১.	১ জুলাই-৩১ ডিসেম্বর	প্রথম রিটার্ন	একই অর্থ বছরের ৩১ জানুয়ারি
২.	১ জানুয়ারি-৩০ জুন	দ্বিতীয় রিটার্ন	পরবর্তী অর্থ বছরের ৩১ জুলাই

তবে, রিটার্ন দাখিলকারীর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপ কর-কমিশনার রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা ১৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।

উপধারা (৩) তে বিধান করা হয়েছে যে, বোর্ড সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নির্দেশনা জারী করে-

- (১) এ ধারায় বর্ণিত উৎস কর রিটার্ন electronically বা অন্য কোন machine readable বা computer readable মাধ্যমে দাখিল যোগ্য হবে মর্মে বলে দিতে পারবে;
- (২) উক্ত electronic বা machine readable বা computer readable রিটার্ন কি রূপ ফরমে এবং কিভাবে দাখিল করা হবে তা নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর (৭৫এ) সংশোধনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে উৎস কর কর্তনের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম মেনে শিক্ষাদানকারী ইংরেজি মাধ্যম, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম জুডিশিয়াল স্বত্তা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে।

১৮। বার্ষিক তথ্য বিবরণী উপস্থাপন (ধারা ৭৫বি) :

আয়কর অধ্যাদেশ এর ধারা ৭৫বি এর মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের উপর এ রিটার্ন দাখিলের বিধান আছে। সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কাদের জন্য এ রিটার্ন প্রযোজ্য হবে তা ঠিক করতে পারবে। করদাতা বা করদাতা সমষ্টির জন্য এ রিটার্ন দাখিল ক্ষেত্রমত প্রযোজ্য হবে। এর ফলে-

- যে কর্তৃপক্ষ কোন ডকুমেন্টস বা প্রমানাদি নিবন্ধন করে; বা
- যাদের কাছে কোন হিসাব বিবরণী সংরক্ষিত থাকে তাদের ক্ষেত্রে এ রিটার্ন দাখিলের প্রয়োজন হবে। যেখানে এ নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন সংগঠিত হয়ে থাকে, সে কর্তৃপক্ষকে এ আর্থিক লেনদেনের উপর সরকার রিটার্ন দাখিলের জন্য বলতে পারবে। এ রিটার্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে এবং জমা দেয়ার ফরম, পদ্ধতি বা সময় পরবর্তীতে বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারণ করবে।
- (ক) সিস্টেম জেনারেটেড নোটিশ, আদেশ, ইত্যাদি গ্রহণ সংক্রান্ত নতুন ধারা ১৭৮ এ এর সন্নিবেশঃ অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন ধারা ১৭৮ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত নতুন ধারায় বলা হয়েছে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক সিস্টেম থেকে ইস্যুকৃত কোন নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সনদ, যোগাযোগ, পত্র বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় জারীকৃত যথাক্রমে নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সনদপত্র, যোগাযোগ, পত্র বা প্রাপ্তি রশিদ এর ন্যায় সমরূপ অর্থ ও কার্যকর হবে।
- (খ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ধারা ১৭৮ই এর আওতায় দাখিলযোগ্য যে কোন রিটার্ন, বিবরণী ও দলিল বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত electronic, computer readable বা machine readable মাধ্যমে ও পদ্ধতিতে দাখিল করা যাবে। নোটিশ প্রেরণকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ Board কর্তৃক নির্ধারিত অফিসিয়াল ই-মেইল address ব্যবহার করে নোটিশ প্রেরণ করবেন এবং নোটিশ প্রাপকের সংশ্লিষ্ট আয় বছরের আয়কর রিটার্নে বর্ণিত ই-মেইল address অথবা প্রাপক যে address এ ই-মেইল পেতে ইচ্ছুক বলে কর বিভাগকে লিখিতভাবে অবহিত করেন সে address এ ই-মেইল প্রেরণ করতে হবে।

১২-ডিজিট টিআইএন থাকার প্রমাণ বলতে নিম্নলিখিত যে কোনটিকে বুঝাবে:

- (ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর নাম এবং ১২-ডিজিট টিআইএন সম্বলিত কোন সনদ (যেমন, টিআইএন সনদ, রিটার্ন দাখিল সনদ বা কর পরিশোধ সনদ), যা উপ কর কমিশনার কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড নির্ধারিত কোন সিস্টেম কর্তৃক ইস্যুকৃত; অথবা
- (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র যাতে ব্যক্তি এর নাম এবং ১২-ডিজিট টিআইএন উল্লেখ রয়েছে। সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারীর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ববোর্ড কোন ব্যক্তিকে ১২-ডিজিট টিআইএন গ্রহণ হতে অব্যাহতি দিতে পারবে।

১৯। আয়কর বিষয়ে অর্থ আইন, ২০২২ এর মধ্যমে আনীত পরিবর্তন সমূহের অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ

- আয়কর বিষয়ে অর্থ আইন ২০২২ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনসমূহের সার সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ
- (১) অ্যামালগ্যামেশন এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিদ্যমান বিধানানুযায়ী অ্যামালগ্যামেশনের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। পরিবর্তিত বিধানানুযায়ী অ্যামালগ্যামেশনের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে-
- ১। মার্জারের অব্যবহিত পূর্বে অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানির সকল সম্পত্তি আবশ্যিকভাবে অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানির সম্পত্তি হতে হবে;
- ২। মার্জারের অব্যবহিত পূর্বে অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানির সকল দায় আবশ্যিকভাবে অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানির দায়ে পরিণত হতে হবে; এবং
- ৩। যেক্ষেত্রে অ্যামালগ্যামেটেডে কোম্পানি বাংলাদেশী কোম্পানি, সেক্ষেত্রে অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানির অনূন্য ৭৫% শেয়ারের ভ্যালু ধারণকারী শেয়ার হোল্ডারগণ অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে হবে; অথবা
- ৪। যেক্ষেত্রে অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি, সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন বাংলাদেশী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার অ্যামালগ্যামেটিং বিদেশি কোম্পানির অনূন্য ৭৫% শেয়ারের ভ্যালু ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ মার্জারের ফলে অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, “ঘ” নং শর্তটি অফশোর ইনভাইরেস্ট ট্রাস্টিফারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও নিম্নোক্ত শর্তাবলি পরিপালিত হতে হবে-
- ক। মার্জারের অব্যবহিত পূর্বে কোন অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানি সরাসরি বা কোন নমিনির মাধ্যমে অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানির শেয়ার ধারণ করলে তা ৭৫% পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হতে ৭৫% পরিগণনা করতে হবে; এবং

- খ। মার্জারের অব্যবহিত পূর্বে কোন অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানির সাবসিডিয়ারি সরাসরি বা কোন নমিনির মাধ্যমে অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানির শেয়ার ধারণ করলে তা ৭৫% পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হতে ৭৫% পরিগণনা করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানির ২৫% বা এর কম শেয়ারের ভ্যালু ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ- তা যে কোন বিন্যাসেই হোক না কেন, ত্যামালগ্যামেশন স্কিমের বাইরে থাকতে পারবে।
- (২) “ব্যাংক ট্রান্সফার” অর্থে ক্রেসড চেক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোন পস্থা অন্তর্ভুক্ত হবে।
- (৩) দাতব্য উদ্দেশ্য এর অর্থ হচ্ছে- ক। দরিদ্রের জন্য ত্রাণ, শিক্ষা ত্রাণ, চিকিৎসা ত্রাণ; এবং খ। সাধারণ জন-উপযোগের কোন উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার। তবে, সাধারণ জন-উপযোগের কোন উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলে (বিবেচিত হবে না- অ। যদি না তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং আ। যদি নিম্নোক্ত কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়- কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম তা যেকোন ধরনের বা প্রকারের হোক না কেন; অথবা পণের বিনিময়ে কোন সেবা প্রদান করলে এবং কোন আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ২০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে।
- (৪) “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসির অধীনে রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহও রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত হবে।
- (৫) “গবেষণা ও উন্নয়ন” অর্থ প্রণালীবদ্ধ, অনুসন্ধানী এবং পরীক্ষামূলক অধ্যয়ন যা অভিনব অথবা কারিগরি ঝুঁকি সম্বলিত হতে হবে; এবং বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি জগতে হতে হবে; এবং নূতন জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে; উৎপাদন অথবা উপকরণ, যন্ত্র, পণ্য, কৃষিপণ্য বা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে অধ্যয়নের ফলাফলের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে হবে।
- (৬) “পণ্য সরবরাহ” অর্থ পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যবিধভাবে পণ্যের অধিকার হস্তান্তর। এছাড়াও হায়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট বা ফাইন্যান্স লিজের অধীনে বিক্রয় ও পণ্য সরবরাহ অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- (৭) অর্থ আইন, ২০২২ অনুযায়ী ট্যাক্স ডে বা কর দিবসের সংজ্ঞায় নতুন বিধান যুক্ত করা হয়েছে। নতুন বিধানানুযায়ী, একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেননি, তার জন্য আয়বর্ষ শেষ হবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ কর দিবস হিসেবে গণ্য হবে।
- (৮) আয়কর অধ্যাদেশের সেকশন ১৬ এর সাব-সেকশন (৩) এর প্রতিস্থাপিত সাব-সেকশন অনুযায়ী সাব-সেকশন (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, অধ্যায় ৭ এবং দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত হাওে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহের কর ধার্য হবে। মূলধনী আয় হিসেবে পরিগণিত কোন আয়; সেকশন ২ এর সাব-সেকশন (২৬) এ যে সকল আয়কে লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে; এবং সেকশন ১৯(১৩) এ যে সকল আয়কে winning হিসেবে রেফার করা হয়েছে।
- (৯) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ১৮ এর সাব-সেকশন(২) এর অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত কোন পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে উপচিত বা উদ্ধৃত আয় বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ধৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ধৃত যেকোন আয় বাংলাদেশে করযোগ্য। সেকশন ১৮ এর সাব-সেকশন (২) এর explanation এর ক্লজ অনুযায়ী বাংলাদেশে নিবাসী নয় এমন কোন কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর হলে (হস্তান্তর যেখানেই সংঘটিত হোক না কেন) এবং এ কোম্পানির কোন পরিসম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে অবস্থিত হলে উক্ত হস্তান্তরিত শেয়ার মূল্যের যতটুকু বাংলাদেশে অবস্থিত পরিসম্পদের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত ততটুকু মূল্য বাংলাদেশে অবস্থিত কোন পরিসম্পদ হস্তান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে।
- (১০) অর্থ আইন, ২০২২ অনুযায়ী সেকশন ১৯ এর সাব-সেকশন(২১) এর প্রোভাইসো (বি) এরপর নূতন প্রোভাইসো (বিবি) মোতাবেক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি বা এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর সাথে নিবন্ধিত সংস্থা ব্যাংকিং ব্যতীত কোন ডিপোজিট গ্রহণ করলে তা অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে পরিগণিত হবে না।
- (১১) অর্থ আইন, ২০২২ অনুযায়ী Offshore Tax Amnesty এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিধান প্রবর্তনের ফলে কোন করদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৭% হারে কর পরিশোধ করে তার অপ্রদর্শিত বৈদেশিক সম্পদ প্রদর্শন করতে পারবেন এবং অপ্রদর্শিত বৈদেশিক সম্পদের উৎস নিয়ে বাংলাদেশের কোন কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না। সংযোজিত বিধানানুযায়ী, আয়কর অধ্যাদেশ বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্যকোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন করদাতা ২০২২-২০২৩ করবর্ষের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত অপ্রদর্শিত সম্পদের বিপরীতে কর পরিশোধ করলে করদাতার সম্পদের উৎস নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

- (১২) অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ এ নিবাসী বাংলাদেশী করদাতার আয়কর রিটার্নে অপ্রদর্শিত অফশোর বা বিদেশস্থ সম্পদের জন্য জরিমানার বিধান সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধানানুযায়ী, সেকশন ১৯জি এর অধীনে আরোপিত জরিমানা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অন্যকোন ধারার অধীনে বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্যকোন আইনের অধীনে সৃষ্ট কোন দায়কে ক্ষুণ্ণ করবে না। অর্থাৎ এ ধারার অধীনে জরিমানা আরোপ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অন্যকোন সেকশন বা অন্যকোন আইনের অধীনে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে না;
- (১৩) অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে সেকশন ২৯ এর ক্লস (V), (xix), (xx) এবং (xxi) তে সংশোধন আনা হয়েছে।
- (১৪) সেকশন ২৯ এর ক্লজ (V) বিলোপ করা হয়েছে। বিদ্যমান বিধানানুযায়ী, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন স্পেশাল রিজার্ভের পুঞ্জীভূত পরিমাণ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধনকে অতিক্রম না করলে, স্পেশাল রিজার্ভে মোট আয়ের ৫% পর্যন্ত অর্থ সংরক্ষণ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়।
- (১৫) সেকশন ২৯ এর ক্লজ (xix), (xx) এবং (xxi) তে সংশোধন আনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এর পরিবর্তে গবেষণা ও উন্নয়ন শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। উক্ত সংজ্ঞানুযায়ী নির্ধারিত ব্যয় অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে।
- (১৬) সেকশন ৩০ সংশোধন করে পারকুইজিট ব্যয়ের সীমা বৃদ্ধি করে ১০ লাখ টাকা করা হয়েছে। বিদ্যমান বিধানানুযায়ী কোন কর্মচারীকে পারকুইজিট হিসেবে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অতিরিক্ত হলে তা অননুমোদিত ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়।
- (১৭) সরকারি সিকিউরিটিজ এবং পাবলিক কোম্পানির স্টকস্ ও শেয়ার হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনী আয় করযোগ্য বিদ্যমান সেকশন ৩২ এর সাব-সেকশন (৭) অনুযায়ী, সরকারি সিকিউরিটিজ এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানির স্টকস্ ও শেয়ার হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনী আয় সেকশন ৩১ এর আওতায় করারোপিত হয় না। অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ৩২ এর সাব-সেকশন (৭) বিলোপের ফলে সরকারি সিকিউরিটিজ এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানির স্টকস্ ও শেয়ার হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনী আয় করযোগ্য আয় হিসেবে পরিগণিত হবে এবং প্রযোজ্য হারে করারোপিত হবে।
- (১৮) জয়েন্ট ভেঞ্চার, স্টেট ওনড্ এন্টারপ্রাইজ, বডি কর্পোরেট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১৮নং আইন এ উল্লেখিত শব্দগুলির পরিবর্তে “Clause (20) of Section 2” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ফলে কোম্পানী আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানির পরিবর্তে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ২(২০) তে সংজ্ঞায়িত কোম্পানীসমূহকে আয়কর রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ সংজ্ঞায়িত সকল কোম্পানির পাশাপাশি জয়েন্ট ভেঞ্চার, স্টেট ওনড্ এন্টারপ্রাইজ, বডি কর্পোরেট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সত্তা যাদেরকে কোম্পানী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তাদের সকলকেই আয়কর রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিল করতে হবে।
- (১৯) অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ৪২ এর সাব-সেকশন (৭) এরপর সাব-সেকশন (৮) সংযোজন করা হয়েছে।। সংযোজিত বিধানানুসারে, অ্যামালগ্যামেশন স্কিম এর অধীনে গঠিত অ্যামালগ্যামেটেড কোম্পানি অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানির পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় নিজের পুঞ্জীভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় হিসেবে সমন্বয় করতে পারবে এবং জের টানতে পারবে।
- (২০) অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে কর রেয়াতের হার পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানানুসারে, একজন নিবাসী করদাতা বা একজন অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতা কর রেয়াতযোগ্য অংকের উপর ১৫% হারে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন। তবে, কোন করদাতা যথাসময়ে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে কর রেয়াতের পরিমাণ রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংকের ১৫% এর স্থলে ৭.৫% হবে।
- (২১) রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানানুযায়ী, রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক হবে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে যিট কম- (ক) রেয়াতযোগ্য খাতে করদাতার প্রকৃত বিনিয়োগ/সীদার পরিমাণ; (খ) ৮২সি ধারার উপধারা (২) তে বর্ণিত উৎস/উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় বা হাসকৃত করহার প্রযোজ্য এমন আয় থাকলে তা ব্যতীত করযোগ্য মোট আয়ের ২০%; (গ) ১ কোটি টাকা;
- (২২) করমুক্ত সুবিধা ও হাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্তির সাধারণ শর্তাবলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানানুসারে, একজন করদাতার সর্বাধিক-স্ট করবর্ষের আয়-(ক) করমুক্ত হবেনা; অথবা (খ) হাসকৃত হারে করারোপিত হবেনা (ক) ৭৫ ধারানুযায়ী রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হন; অথবা (খ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর

৭ম অধ্যায় এর বিধানাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হন; অথবা (গ) যে সকল উৎসের আয় করমুক্ত বা হাসকৃত হারে করযোগ্য সে সকল খাতের সকল প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। তবে সকল প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতায় নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার বার্ষিক মোট প্রাপ্তি ১ কোটি টাকা অতিক্রম না করলে; (খ) করদাতার কৃষি বা ফার্মিং হতে উদ্ধৃত আয়ের ক্ষেত্রে।

- (২৩) সেকশন ৪৯ সংশোধন করে অভ্যন্তরীণ নৌযান ও বাণিজ্যিক যানবাহন পরিচালনা হতে উৎসে কর কর্তনের দুটি খাত সংযোজন করা হয়েছে।
- (২৪) সেকশন ৫৭ বিধানানুসারে উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ, জমাসহ ৭ম অধ্যায়ের বিধানাবলির পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের দায় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ, জমাসহ ৭ম অধ্যায়ের বিধানাবলির পরিপালনের ব্যর্থতায় স্বাভাবিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যৌথ ও পৃথক দায়ের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথকভাবে ও যৌথভাবে খেলাপী করদাতা হবেন।
- (২৫) খেলাপী করদাতা ও জরিমানা পরিশোধ: একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত কারণে খেলাপী করদাতা হতে পারেন। ৭ম অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন বা সংগ্রহের ব্যর্থতায়; কমহারে বা কম পরিমাণে কর কর্তন বা সংগ্রহের কারণে; কর্তন বা সংগ্রহের পর তা সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া বা পরিমাণে কম জমা দেওয়ার কারণে; অথবা ৭ম অধ্যায়ের অন্যকোন বিধানাবলি পরিপালনের ব্যর্থতায়। কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপী করদাতা হলে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অন্যান্য বিধানানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও তাকে নিম্নোক্ত অংক পরিশোধ করার যে পরিমাণ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়নি; যে পরিমাণ উৎসে কর কম কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়েছে; উৎসে কর কর্তনের পর যে পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়নি; অথবা অন্যকোন বিধানাবলি পরিপালনের ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা।
- (২৬) শুনানীর অভিযোগ: সাব-সেকশন (৪) অনুসারে, উপ-কর কমিশনার সাব-সেকশন (১) ও সাব-সেকশন (২) এর বিধানাবলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে করদাতা পর্যাপ্ত শুনানীর সুযোগ নিশ্চিত করবেন।
- (২৭) রিটার্ন দাখিল যে সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- যা এমপিওর (আওতায় সরকারি সুবিধা প্রাপ্ত এবং যার ইংরেজি ভাষার কারিকুলাম নেই; সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়; স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত গ্রাটুইটি তহবিল, পেনশন তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক তহবিল; বাংলাদেশে ফিল্ড বেজ নেই এমন অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি; কোন ব্যক্তি শ্রেণি যাদের বোর্ড অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি দেবে।
- (২৮) এডিআরের মতৈক্য বাস্তবায়নের সময়সীমা সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্র উপ-কর কমিশনারের নিকট জারীর ৩০ দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে মর্মে বিধান করা হয়েছে।
- (২৯) সংযোজন- কর নির্ধারনী আদেশ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনে বাধা সংযোজন করা হয়েছে। আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার, কর কমিশনার (আপীল), আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং আদালত-সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ ব্যতীত অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কর নির্ধারণী আদেশ নিয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন না।
- (৩০) ডিরেক্টর কর্তৃক কোম্পানীর দায় পরিশোধ: ধারাবাহিকভাবে তিন বছর কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ থাকলে কোম্পানীর বকেয়া করদায়ের জন্য পরিচালকবৃন্দ দায়ী হবেন। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বকেয়া করদাবী যে আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট-স্ট সে আয়বর্ষে যে সকল পরিচালকবৃন্দ কোম্পানিতে ছিলেন তারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে করদাতা হিসেবে গণ্য হবেন এবং বকেয়া করদায় পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ হবেন।
- (৩১) নিবন্ধিত স্টার্টআপের ব্যবসা বা পেশা আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রোথবর্ষসমূহে আয়কর প্রযোজ্য হবে না। কোন গ্রোথবর্ষে কোন নিবন্ধিত স্টার্টআপ কোন লোকসান করলে এবং সে লোকসান সেই বর্ষে সমন্বয় না করা গেলে পরবর্তী ৯ বছর পর্যন্ত তার জেরটানা ও সমন্বয় করা যাবে। গ্রোথবর্ষে কোন নিবন্ধিত স্টার্ট আপের জন্য ন্যূনতম করহার ০.১% হবে। কোন স্টার্টআপ তার সিন্টেমে বা হিসেবের খতিয়ানে আয়কর কর্তৃপক্ষকে স্থায়ী প্রবেশাধিকার বা ত্যাকসেস প্রদান করলে কেবলমাত্র রিটার্ন দাখিল ব্যতীত তার অন্যকোন রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা থাকবে না। কোন স্টার্ট আপকে স্যান্ডবক্সের সুবিধা গ্রহণ করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত হতে হবে।
- (৩২) সংশোধন- জরিমানার বিধান: আনীত সংশোধনী মোতাবেক সেকশন ১২৪ এর অধীনে সেকশন ১৮৪সি বিধান পরিপালনের ব্যর্থতায় জরিমানা আরোপের বিধান বিলোপ করা হয়েছে।

- (৩৩) সেকশন ১৪৩ সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানানুযায়ী উপ-কর কমিশনার বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে করদাতার গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বা অন্যান্য সেবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করার জন্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিবেন। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বা অন্যান্য সেবা সরবরাহের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি এই ধারার অধীনে নোটিশ প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে উক্ত সেবাসমূহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করে দিবেন। অন্যথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজে খেলাপী করদাতা হিসেবে গণ্য হবেন এবং বকেয়া দাবী পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।
- (৩৪) সেকশন ১৮৪ প্রতিস্থাপিত বিধানানুসারে, একজন ব্যক্তিকে কতিপয় ক্ষেত্রে রিটার্নের প্রাপ্তি স্লিপ দাখিল করতে হবে। প্রাপ্তি স্বীকার স্লিপ বলতে বুঝাবে- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র; করদাতার নাম, টিআইএন বা করবর্ষ সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড সার্টিফিকেট; করদাতার নাম, টিআইএন বা করবর্ষ সংবলিত উপ-কর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র। যেসকল ক্ষেত্রে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দাখিল করতে হবে: কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ৫ লক্ষাধিক টাকার খণ্ড গ্রহণে; কোন কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হতে হলে; আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে; সমবায় সমিতির নিবন্ধন পেতে; সাধারণ বীমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে; সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদরের পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ লক্ষাধিক রু বা টাকার জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোজারনামা নিবন্ধন করতে; ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; চিকিৎসক, দস্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে; যেকোন এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখতে; লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার উলার, কার্গো, কোস্টার, কার্গো ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোন প্রকারের ভাড়াই চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে; সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে; সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখতে; কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; আশ্বেয়াস্তের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে; আমদানির উদ্দেশ্যে খণ্ডপত্র খুলতে; পাঁচ লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে; দশ লক্ষাধিক টাকার ক্রেডিট ব্যালেন্স সম্পন্ন ব্যাংক হিসাব খুলতে ও বহাল রাখতে; পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে; পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে; মোটরযান, স্পেস/স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এন্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করতে; ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কমরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে; সরকার অথবা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের বা প্রচলিত কোন আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের কর্মচারীর ১৬,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন প্রাপ্তিতে; মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোন অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে; অ্যাডভাইজরি বা কমসান্টেসি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সরবরাহ সেবা বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোন কোম্পানি হতে কোন অর্থ প্রাপ্তিতে; এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে মাসিক ১৬,০০০ টাকার উর্ধে কোন অর্থপ্রাপ্তিতে; বীমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে; দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে; এনজিও অ্যাফেয়ার্সে ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র খণ্ড সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করতে; বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প-গাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে; কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস দাখিলকালে; পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে; রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে।

- (৩৫) দাখিল হতে অব্যাহতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আয়কর রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি দিতে পারবে।
- (৩৬) যে সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দাখিল বাধ্যতামূলক সে সকল ক্ষেত্রে কোন নমিনেশন বা আবেদন যাচাই-বাচাই, কোন লাইসেন্স অনুমোদন, সার্টিফিকেট, সদস্যপদ, অনুমতি, ভর্তি, এজেন্সি বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপের অনুমোদন, খণ অনুমোদন, ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, সংযোগ বা অপারেশন অনুমোদন, নিবন্ধন সম্পাদন বা পেমেণ্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দাখিল ব্যতীত কোন প্রকার যাচাই-বাচাই, অনুমোদন, অনুমতি, ইস্যু, ছাড়, সম্পাদন বা পেমেণ্ট প্রদান করবেন না। তবে, যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দাখিল হতে অব্যাহতি দিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যয়নপত্র রয়েছে সেক্ষেত্রে এ বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না।
- (৩৭) যে ব্যক্তির নিকট প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দাখিল করা হয়েছে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তার সত্যতা যাচাই করবেন। এনবিআর এর ওয়েবসাইটে ভেরিফাই ট্যাব এ ক্লিক করে, করবর্ষ সিলেক্ট করে এবং টিআইএন দিয়ে ভেরিফাই বাটনে ক্লিক করলে ভেরিফিকেশন করা যাবে।
- (৩৮) দাখিল নিশ্চিতকরণ এর ব্যর্থতায় অর্ধদণ্ড যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক সে সকল ক্ষেত্রে কোন নমিনেশন বা আবেদন বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপের অনুমোদন, খণ অনুমোদন, ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, সংযোগ বা অপারেশন অনুমোদন, নিবন্ধন সম্পাদন বা পেমেণ্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং দাখিলকৃত রিটার্নের এর সত্যতা যাচাইয়ে ব্যর্থ হলে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকার অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবে।
- (৩৯) আয়কর আইন, ২০২২ এর ১৮৪সি প্রতিস্থাপিত ধারার সাব-সেকশন (১) এর বিধান মোতাবেক আয়কর অধ্যাদেশ রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন করদাতা যার ব্যবসা বা পেশা হতে আয় রয়েছে তিনি তার ব্যবসাস্থলে সহজে দৃশ্যমান স্থানে রিটার্ন স্লিপ প্রদর্শন করবেন। সাব-সেকশন (২) অনুযায়ী, যেক্ষেত্রে করদাতা সাব-সেকশন(১) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে তিনি উপ-কর কমিশনার কর্তৃক অনূ্যন ৫,০০০ টাকা এবং অনূর্ধ্ব ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২০। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Schedule এর সংশোধন

- সংশোধনীর মাধ্যমে Second Schedule এর Pragraph ১ বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং নূতন Pragraph 8 সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত Pragraph 4 অনুসারে একজন করদাতার মোট আয়ে সেকশন ২ এর রুজ (২৬) এ সংজ্ঞায়িত “লভ্যাংশ” বা “Dividend” আয় থাকলে তা- কোম্পানি করদাতার হাতে ২০% হারে করারোপিত হবে এবং কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের হাতে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য করহারে করারোপিত হবে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Third Shedule সংশোধন করে “লিজিং কোম্পানির” পরিবর্তে “ইজারাদাতা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যমান বিধানানুসারে মেশিনারীজ, প্ল্যান্ট, যানবাহন বা ফার্নিচারের ফাইন্যান্সিয়াল লিজের ক্ষেত্রে কোন লিজিং কোম্পানি Third Shedule এর Pragraph 3 এর অধীনে অবচয় ভাতা প্রাপ্য হত না। আনিত সংশোধন অনুযায়ী মেশিনারীজ, প-ন্ট, যানবাহন বা ফার্নিচারের ফাইন্যান্সিয়াল লিজের ক্ষেত্রে কোন লিজিং কোম্পানিসহ সকল ইজারাদাতা Third Shedule এর Pragraph 3 এর অধীনে অবচয় ভাতা প্রাপ্য হবে না।
- প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামোরটাইজেশন সংশোধনীর মাধ্যমে Third Shedule এর Pragraph 10A এরপর 10B সংযোজিত হয়েছে। সংযোজিত Pragraph 10B অনুযায়ী প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামোরটাইজেশনের হার ২০% হবে এবং তা স্ট্রেইট লাইন মেথডে পরিগণনা করতে হবে। Pragraph 11 এ প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। “ প্রাক-প্রারম্ভিক” ব্যয় বলতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বৎসরের পূর্ববর্তী বছরসমূহে সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের জন্য নির্বাহকৃত কিন্তু এই তফসিলের Pragraph 1 হতে Pragraph 10A এর আওতায় অনুমোদিত নয় এরূপ সকল ব্যয়কে বুঝাবে এবং ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই, মডেল বা প্রটোটাইপ নির্মাণ ও পরীক্ষামূলক উৎপাদনের ব্যয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
- Six Shedule, Part-1 সংশোধনীর মাধ্যমে Six Shedule এর Pragraph ২৮, ৩৪ এবং ৪২ বিলুপ্ত করা হয়েছে। Pragraph ৬০ এরপর নূতন Pragraph 61 সংযোজন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানানুযায়ী, ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোন Ocean Going Ship being Bangladeshi flag carrier (সমুদ্রগামী বাংলাদেশী পতাকাধারী জাহাজ) কর্তৃক অর্জিত ব্যবসায় আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনিত হলে তা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় হিসেবে গণ্য হবে। এখানে উল্লেখ্য উল্লেখিত অর্থ হতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ৫২কিউ বা ৫৩এএ এর অধীনে কোনপ্রকার উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

সম্পত্তি হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন কালে উৎসে আয়কর কর্তনের হার :

জমি বা গৃহ সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যের উপর বিদ্যমান উৎসে কর কর্তনের হার পরিবর্তন করে আয়কর অধ্যাদেশ ৫৩এইচ এবং আয়কর বিধি ১৭আইআই অনুসারে পৃথক তিনটি তফসিল (এ), (বি) এবং (সি) অনুসারে নিম্নোক্ত হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত (constructed for residential purposes) দালান বা এপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে: এলাকা প্রতি বর্গমিটারে উৎস কর (টাকায়)

স্থান ও এলাকা	নির্ধারিত হার
১. ঢাকা'র গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা	১,৬০০ টাকা
২. ঢাকা'র ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিওএইচএস, মহাখালী, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, কারওয়ানবাজার বাণিজ্যিক এলাকা এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, খুলশী আবাসিক এলাকা, আখাবাদ ও নাসিরাবাদ	১,৫০০ টাকা
৩. (২) ও (৩) ব্যতীত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য এলাকা	১,০০০ টাকা
৪. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা	৭০০ টাকা
৫. উপরের (১), (২), (৩) এবং (৪) ব্যতীত অন্যান্য এলাকা	৩০০ টাকা

তাছাড়া তবে, অনধিক ৭০ বর্গমিটার পর্যন্ত (কমন স্পেসসহ) আয়তনবিশিষ্ট আবাসিক এপার্টমেন্টের জন্য উৎস করের হার ২০% কম হবে এবং অনধিক ৬০ বর্গমিটার পর্যন্ত (কমন স্পেসসহ) আয়তনবিশিষ্ট আবাসিক এপার্টমেন্টের জন্য উৎস করের হার ৪০% কম হবে।

তাছাড়া আবাসিক ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে নির্মিত (constructed not for the residential purposes) দালান বা এপার্টমেন্ট বা কোন স্পেস (space) এর ক্ষেত্রে:

এলাকা বা এলাকাসমূহের নাম	প্রতি বর্গমিটারে উৎস কর (টাকায়)
১. ঢাকা'র গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা	৬,৫০০ টাকা
২. ঢাকা'র ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিওএইচএস, মহাখালী, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, কারওয়ানবাজার বাণিজ্যিক এলাকা এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, খুলশী আবাসিক এলাকা, আখাবাদ ও নাসিরাবাদ	৫,০০০ টাকা
৩. (১) ও (২) ব্যতীত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য এলাকা	৩,৫০০ টাকা
৪. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা	২,৫০০ টাকা
৫. উপরের (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য এলাকা	১,২০০ টাকা

আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম উৎস আয়কর কর্তন হারের তালিকা :

- (a) five per cent (5%) on the value of the imported goods in case of import of goods excluding the goods mentioned in clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f), clause (g), clause (h);
- (b) one per cent (1%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified Table-1 below:-

Table-1

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	89.01	8901.20.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
2.	89.01	8901.90.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;

- (c) two percent (2%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-2 below: –

Table-2

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	07.03	0703.20.90	Garlic: Other
2.	10.05	1005.90.90	Other Maize, Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg
3.	17.01	1701.14.00	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter:
4.	23.09	2309.90.90	Other cane sugar Preparations of a kind used in animal feeding other: other
5.	25.23	2523.10.20	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
6.	27.09	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
7.	27.10	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type
8.	27.10	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirit
9.	27.10	2710.12.20	Spirit type jet fuel
10.	27.10	2710.12.31	White spirit
11.	27.10	2710.12.32	Naphtha
12.	27.10	2710.12.39	Other
13.	27.10	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
14.	27.10	2710.12.43	Other kerosene
15.	27.10	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
16.	27.10	2710.12.49	Other kerosene
17.	27.10	2710.12.50	Other medium oils and preparations
18.	27.10	2710.12.61	Light diesel oils

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
19.	27.10	2710.12.62	High speed diesel oils
20.	27.10	2710.12.69	Other
21.	27.10	2710.19.11	Furnace oil
22.	27.10	2710.19.19	Other
23.	27.11	2711.12.00	Propane
24.	27.11	2711.13.00	Butanes
25.	27.13	2713.20.10	Petroleum bitumen-In Drum
26.	27.13	2713.20.90	Petroleum bitumen-Other
27.	41.02	4102.10.10	Raw Skins of Sheep or Lambs with Wool On
28.	41.02	4102.21.00	Raw skins of sheep or lambs- Without wool on: Pickled
29.	41.02	4102.29.00	Raw skins of sheep or lambs- Without wool on other
30.	41.03	4103.20.00	Other raw hides and skins-Of reptiles
31.	41.03	4103.90.00	Other raw hides and skins-Other
32.	72.13	All H.S Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel
33.	72.14	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
34.	72.15	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel
35.	72.16	All H.S Code	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
36.	84.08	8408.90.10	Engines of capacity 3 to 45 HP
37.	84.08	8408.90.90	Other
38.	84.13	8413.70.00	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
39.	84.37	8437.10.00	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
40.	84.67	8467.29.00	Other, Other tools
41.	85.17	8517.12.10	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set;
42.	85.17	8517.70.00	Loaded Printed Circuit Board/ PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; Motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input- Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;

(d) taka five hundred per ton in the case of import of goods specified in the Table-3 below:

Table-3

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	72.03	All H.S Code	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity

			by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms.
2.	72.04	All H.S Code	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel. Iron and non-alloy steel in ingots
3.	72.06	7206.10.00	or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)-Ingots
4.	72.07	All H.S code	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
5.	89.08	8908.00.00	Vessels and other floating

Table-4

(e) zero percent (0%) on the value of imported goods in the case of import of goods specified in the Table-4 below:-

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01.02	0102.21.00	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals
2.	01.02	0102.29.00	Live bovine animals Cattle: Other
3.	01.02	0102.31.00	Live bovine animals. Buffalo: Pure-bred breeding animals
4.	01.02	0102.39.00	Live bovine animals. Buffalo: Other
5.	01.02	0102.90.10	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
6.	01.02	0102.90.90	Live bovine animals Other: Other
7.	01.05	0105.11.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species Gallus domesticus: Parent Stock of one day chick
8.	01.05	0105.12.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
9.	01.05	0105.13.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
10.	01.05	0105.14.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick
11.	01.05	0105.15.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
12.	03.01	0301.91.10	Live fish. Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)-Fry
13.	03.01	0301.92.10	Live fish. -Eels (<i>Anguilla</i> spp.)-Fry

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	03.01	0301.93.10	Live fish. Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)-Fry
15.	03.01	0301.99.10	Live fish. -Other: Fry
16.	03.06	0306.31.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): Fry
17.	03.06	0306.32.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (Homarus spp.): Fry
18.	03.06	0306.33.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
19.	03.06	0306.35.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon): Fry (New created)
20.	03.06	0306.36.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
21.	05.10	0510.00.10	Glands including pituitary glands
22.	05.11	All H.S code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST SCHEDULE of Customs Act,1969, unfit for human consumption.
23.	06.01	0601.10.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
24.	06.01	0601.20.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
25.	06.02	0602.10.00	Unrooted cuttings and slips
26.	06.02	0602.20.00	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
27.	06.02	0602.30.00	Rhododendrons and azaleas, grafted or not
28.	06.02	0602.40.00	Roses, grafted or not
29.	07.01	0701.10.10	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
30.	07.01	0701.10.90	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
31.	07.03	0703.10.19	Onions: Other
32.	07.13	0713.10.90	Peas (Pisum sativum): Other
33.	07.13	0713.20.90	Chickpeas (garbanzos): Other
34.	07.13	0713.40.90	Lentils: Other

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
35.	07.13	0713.90.90	Other: Other
36.	10.01	1001.11.10	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
37.	10.01	1001.11.90	Durum wheat Seed: Other
38.	10.01	1001.19.10	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
39.	10.01	1001.19.90	Durum wheat Other: Other
40.	10.01	1001.19.90	Other Wheat Seed: Other
41.	10.01	1001.19.90	Other Wheat: Other
42.	10.05	1005.10.10	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
43.	10.05	1005.10.90	Maize (corn). Seed: Other
44.	1201.10	1201.10.90	broken. Seed: Other
45.	12.01	1201.90.90	Soya beans, whether or not broken. Other: Other
46.	12.04	1204.00.90	Linseed, whether or not broken Other
47.	12.05	1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
48.	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
49.	12.07	1207.40.90	Sesamum seeds: Other
50.	12.07	1207.50.90	Mustard seeds: Other
51.	12.09	1209.10.00	Sugar beet seeds
52.	12.09	1209.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
53.	12.09	1209.23.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
54.	12.09	1209.24.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (poa pratensis L.) seeds
55.	12.09	1209.25.00	Seeds of forage plants: Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds
56.	12.09	1209.29.00	Seeds of forage plants: Other
57.	12.09	1209.30.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
58.	12.09	1209.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
59.	12.09	1209.99.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
60.	15.07	1507.10.00	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
61.	15.07	1507.90.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Refined
62.	15.07	1507.90.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Other
63.	15.11	1511.10.10	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
64.	15.11	1511.10.90	Crude oil: Other
65.	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
66.	15.15	1515.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
67.	17.01	1701.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
68.	17.01	1701.13.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969
69.	17.01	1701.91.00	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form. Other: Containing added flavouring or colouring matter
70.	23.01	2301.10.10	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/canned up to 2.5 kg
71.	23.01	2301.10.90	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
72.	23.01	2301.20.10	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Wrapped/canned up to 2.5 kg
73.	23.01	2301.20.90	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other
74.	23.02	2302.10.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)
75.	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
76.	23.02	2302.40.10	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
77.	23.02	2302.40.90	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
78.	23.02	2302.50.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
79.	23.03	2303.10.00	Residues of starch manufacture and similar residues
80.	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
81.	23.05	2305.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			extraction of ground-nut oil
82.	23.06	2306.10.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of cotton seeds
83.	23.06	2306.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of linseed
84.	23.06	2306.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of sunflower seeds
85.	23.06	2306.41.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
86.	23.06	2306.49.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of rape or colza seeds: Other
87.	23.06	2306.50.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of coconut or copra
88.	23.06	2306.60.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of palm nuts or kernels
89.	23.06	2306.90.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Other
90.	23.08	2308.00.00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by- products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
91.	23.09	2309.90.11	Vitamin or mineral or amino acid or combination of

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			both (feed grade)
92.	23.09	2309.90.12	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
93.	23.09	2309.90.13	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
94.	23.09	2309.90.14	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
95.	23.09	2309.90.19	Other
96.	26.01	2601.11.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non- agglomerated
97.	26.01	2601.12.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Agglomerated
98.	26.01	2601.20.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
99.	28.21	2821.10.00	Iron oxides and hydroxides
100.	28.33	2833.21.00	Other sulphates: Of magnesium
101.	28.33	2833.29.10	Zinc sulphate
102.	28.4	2840.19.00	Disodium tetraborate (refinedborax): Other
103.	30.02	3002.20.00	Vaccines for human medicine
104.	30.06	3006.60.00	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
105.	31.01	3101.00.00	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.
106.	31.02	3102.10.00	Urea, whether or not in aqueous solution
107.	31.02	3102.29.00	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other
108.	31.02	3102.30.00	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
109.	31.02	3102.40.00	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
110.	31.02	3102.50.00	Sodium nitrate
111.	31.02	3102.60.00	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
112.	31.02	3102.80.00	Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution
113.	31.02	3102.90.00	Other including mixtures not specified in the foregoing sub-headings
114.	31.03	3103.11.10	Superphosphates: Containing by weight 35 % or more of diphosphorus pentoxide (P ₂ O ₅): Triple superphosphates
115.	31.03	3103.90.00	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
116.	31.04	3104.20.00	Potassium chloride

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
117.	31.05	3105.10.00	Goods of Chapter 31 of FIRSTSCHEDULE of Customs Act, 1969 in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
118.	31.05	3105.20.00	Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium
119.	31.05	3105.59.00	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
120.	31.05	3105.60.00	Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and Potassium
121.	31.05	3105.90.00	Other
122.	39.07	3907.61.10	Poly (ethylene terephthalate): Having an iscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
123.	39.07	3907.61.90	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
124.	39.07	3907.69.10	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn Manufacturer
125.	Chapter 47 of First Schedule of customs Act,1969	All H.S code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard as per Chapter 47 of First Schedule of Customs Act, 1969
126.	49.02	All H.S code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
127.	52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
128.	52.02	5202.99.90	Other
129.	52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed
130.	55.01	5501.30.10	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
131.	55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids
132.	55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
133.	55.03	5503.40.00	Of polypropylene
134.	55.04	All H.S code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
135.	55.05	All H.S code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man- made fibres.
136.	55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
137.	55.06	5506.20.00	Of polyesters
138.	55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
139.	55.06	5506.90.00	Other
140.	55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
141.	71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
142.	84.07	8407.10.00	Aircraft Engine
143.	84.07	8407.90.90	Other
144.	84.08	8408.90.90	Other
145.	84.21	8421.29.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
146.	84.43	8443.32.10	Computer printer
147.	84.43	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
148.	84.43	8443.99.20	Other parts for Computer Printer
149.	84.73	8473.30.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969
150.	85.17	8517.62.10	Transmitting and receiving Apparatus
151.	85.17	8517.62.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
152.	85.17	8517.62.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
153.	8523	8523.29.90	Operating systems; development tools
154.	85.23	8523.29.90	Other
155.	85.23	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
156.	85.23	8523.49.90	Other
157.	85.23	8523.51.10	Flash memory card or similar media
158.	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
159.	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
160.	85.25	8525.50.90	Transmission apparatus: Other
161.	85.25	8525.60.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
162.	85.28	8528.42.00	Cathode-ray tube monitors: -Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
163.	85.28	8528.52.10	Computer monitor size not exceeding 22 inch
164.	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
165.	87.13	8713.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
166.	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
167.	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
168.	88.02	8802.40.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
169.	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/Baby warmer
170.	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire,

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
171.	90.21	9021.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other
172.	90.21	9021.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
173.	90.21	9021.39.00	Other artificial parts of the body: Other
174.	90.21	9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
175.	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
176.	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
177.	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
178.	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind
179.	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind
180.	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
181.	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
182.	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
183.	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
184.	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind
185.	96.12	9612.10.10	Ribbons: Computer printer ribbons
186.	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
187.	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose
188.	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

(f) Zero percent (0%) on the value of imported goods in the case of import from Bhutan of the following of the following goods specified in the Table-5 below:

Table-5

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	07.04	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	07.08	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
3.	07.09	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled
4.	08.05	0805.10.10	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
5.	08.05	0805.10.90	Oranges: Other
6.	08.08	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.
7.	09.04	0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum or of the genus

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pimenta: dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.	09.04	0904.21.90	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: dried or neither crushed or ground: Other
9.	09.08	0908.31.10	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
10.	09.08	0908.31.90	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other
11.	09.08	0908.32.10	Cardamoms: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
12.	09.08	0908.32.90	Cardamoms: Crushed or ground: other
13.	09.10	0910.11.10	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
14.	09.10	0910.11.90	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
15.	09.10	0910.12.10	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.	09.10	0910.12.90	Ginger: Crushed or ground: Other
17.	13.01	1301.90.00	Other
18.	20.09	All H. S. Code	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
19.	25.16	2516.90.10	Boulder stone
20.	25.18	2518.10.00	Dolomite, not calcined or sintered
21.	25.18	2518.20.00	Calcined or sintered dolomite
22.	25.18	2518.30.00	Dolomite ramming mix
23.	25.20	2520.10.10	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer
24.	25.20	2520.10.90	Gypsum; anhydrite: Other
25.	25.21	2521.00.10	Imported by VAT registered lime or cement or calcium carbonate manufacturers
26.	25.21	2521.00.91	Boulder limestone
27.	25.21	2521.00.99	Other
28.	28.36	2836.50.10	Calcium carbonate: Imported by VAT registered calcium carbonate filler manufacturers
29.	28.36	2836.50.10	Calcium carbonate:
30.	44.03	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
31.	44.04	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like.
32.	44.05	All H.S code	Wood wool; wood flour.
33.	72.02	7202.21.00	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
34.	72.07	7207.19.00	Other:

(g) Three percent (3%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-6 below:

Table-6

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	25.06	2506.20.00	Quartzite
2.	25.18	2518.10.00	Dolomite not calcined or sintered
3.	25.21	2521.00.10	Lime Stone only used for cement manufacturing
4.	26.02	2602.00.00	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight
5.	26.18	2618.00.00	Slag only used for cement manufacturing
6.	26.20	2620.99.10	Fly Ash only used for cement manufacturing
7.	27.04	2704.00.00	Coke and semi- coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon
8.	53.05	5305.00.10	Coco substate, Coco pellet, Growing media

(h) Twenty percent (20%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-7 below:

Table-7

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	22.07	2207.10.00	Undenatured Ethyl Alcohol, Of Alcoholic Strength >=80% By Vol.
2.	22.07	2207.20.00	Ethyl Alcohol and Other Denatured Spirits of Any Strength
3.	22.08	2208.20.00	Spirits from Distilled Grape Wine or Grape Marc
4.	22.08	2208.30.00	Whiskeys
5.	22.08	2208.40.00	Rum and Tafia
6.	22.08	2208.50.00	Gin and Geneva
7.	22.08	2208.60.00	Vodka
8.	22.08	2208.70.00	Liqueurs and Cordials
9.	22.08	2208.90.00	Other Spirituous Beverages, Nes
10.	33.08	3303.00.00	Perfumes and Toilet Waters

- যেখানে একজন আমদানিকারক বা আমদানি থেকে কোন আয় কে, যার উপর ধারা ৫৩ এর অনুসারে উৎসে কর প্রযোজ্য, কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় অথবা আয়ের বছরে করের হার হ্রাস করা হয়, যেখানে আমদানিকারকের তরফে করা আবেদনে বোর্ড লিখিতভাবে একটি সার্টিফিকেট দিতে পারে একই ক্ষেত্রে সেই আয় বছরের জন্য কোন কর আরোপ করা হবে না বা আনুপাতিক হারে হ্রাস করে কর আরোপ করা হবে।
 - বিধির উদ্দেশ্য শব্দগুচ্ছ “value of the imported goods” দ্বারা বোঝাবে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯ এর আইন নং ১৯৬৯) এর ধারা ২৫ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য।
 - বিধি ২৬ এ: করদাতা কর্তৃক কর প্রদানের পদ্ধতি-
- (১) অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের অধীনে কর প্রদান এবং অধ্যাদেশের অধীনে কোন কার্যধারা সম্পর্কিত অন্য কোন পেমেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে- ক) স্বয়ংক্রিয় চালান (এ-চালান), সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্স

অনুকূলে একটি তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট বা অ্যাকাউন্ট পে চেক; অথবা ৬১ (বি) ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট (ই-পেমেন্ট)।

(২) যেখানে উপ-ধারা (১) এর অধীনে অর্থ প্রদানের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম সেক্ষেত্রে এটি স্বয়ংক্রিয় চালান বা ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট (ই-পেমেন্ট) করতে হবে।

(৩) অ্যাকাউন্ট পে-চেকের মাধ্যমে অর্থ এমন ভাবে পরিশোধ করতে হবে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের কার্যালয় অবস্থিত একই ক্লিয়ারিং হাউস থেকে নগদ করা যাবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিম্নোক্ত উপায়ে পেমেন্ট প্রদান করতে হবে-

(ক) যেখানে ধারা ৬৪ অনুযায়ী কোন পেমেন্ট করা হবে বা ধারা ৬৬ বর্ণিত নির্দিষ্ট তারিখের আগে;

(খ) যেখানে ধারা ৭৪ অনুযায়ী কোন পেমেন্ট করা হবে বা আয়কর রিটার্ন জমার তারিখের আগে; এবং

(গ) যেখানে যে কোন অধ্যাদেশ অনুযায়ী যে কোন ধরনের পেমেন্ট বা ডিমান্ড নোটিশ প্রদানের তারিখের আগে।

অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয় সেসকল ক্ষেত্রে কর আবশ্যিকভাবে অটোমেটেড চালান (এ চালান বা ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে করতে হবে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই অটোমেটেড চালান (এ-চালান), পে অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট, অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে কর পরিশোধ করা যাবে।

উৎসে কর কর্তন/ আদায় সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র

(১) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২(২০) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত কোন কোম্পানি, বা কোন সমবায় সমিতি বা এনজিও কর্তৃক উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত কর, অনুচ্ছেদ (২) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, তাদের কর নির্ধারণ (assessment) যে কর অঞ্চল/ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন সে কর অঞ্চল/ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

(২) তবে, কোন ব্যাংক (বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত) বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত কর সারণী-১ এর ৪ নং কলামে বর্ণিত কর অঞ্চল/ ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

সারণী ১

ক্রম	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
১	২	৩	৪
১.	সঞ্চয়পত্রের সুদ (ধারা ৫২ডি)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা অন্যান্য জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২.	আন্তর্জাতিক ফোন কল বাবদ প্রাপ্তি (ধারা ৫২আর)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
৩.	লোকাল এল সি এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ (ধারা ৫২ইউ)	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অন্যান্য জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম বৃহৎ করদাতা ইউনিট
৪.	নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টুন ও এক্সেসরিজ, পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, সবজি, চামড়াজাত পণ্য, মোড়কজাত খাদ্য রপ্তানি (ধারা ৫৩বিবি)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৫.	(ধারা ৫৩ ইই) তে উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য যে কোন পণ্য রপ্তানি (ধারা ৫৩বিবিবি)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৬.	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে কমিশন বা রেমুনারেশন পরিশোধ (ধারা ৫৩ইই)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা অন্যান্য জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৭.	সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা ৫৩এফ)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১, ঢাকা

(৩) সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা person (কোম্পানি বা সমবায় সমিতি বা এনজিও ব্যতীত) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত কর সারণী-২ এর ৪ নং কলামে বর্ণিত কর অঞ্চল/ ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

সারণী ২

ক্রমিক	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	বেতনাদি (ধারা ৫০)	সমগ্র বাংলাদেশ	বেতনভোগী কর্মী যে কর অঞ্চল/ ইউনিট এর করদাতা
২.	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের উপর ডিসকাউন্ট (ধারা	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা

ক্রমিক	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	50A)		ইউনিট
৩.	সিকিউরিটিজ এর উপর সুদ বা মুনাফা (ধারা ৫১)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
৪.	(ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (Chapter VII এর অন্য কোন ধারায় উল্লিখিত কোন সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) দ্রব্যাদি সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) প্রিন্টিং, প্যাকেজিং বা বাইন্ডিং; (ধারা ৫২ এবং বিধি ১৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-২, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৫.	রয়্যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স ফি, ব্র্যান্ড নাম, পেটেন্ট, ইনভেনশন, ফর্মুলা, প্রসেস, মেথড, ডিজাইন, প্যাটার্ন, শহড়ি- যড়ি, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড নাম, সাহিত্যানুগ বা সঙ্গীতধর্মী বা শৈল্পিক রচনা, সার্ভে, স্টাডি, ফোরকাস্ট, এস্টিমেট, গ্রাহক তালিকা ইত্যাদি সহ অন্যান্য সকল intangibles ব্যবহার (ধারা ৫২এ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৬.	(১) উপদেষ্টা অথবা কনসালটেন্সি সার্ভিস (২) পেশাগত সার্ভিস, কারিগরি সার্ভিসেস ফি, কারিগরি সহায়তা ফি (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত পেশাগত সার্ভিস ব্যতীত) (ধারা ৫২এএ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
	(২) পেশাগত সার্ভিস, (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত) (ধারা ৫২এএ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
	(৩) ক্যাটারিং সার্ভিস; ক্লিনিং সার্ভিস; কালেকশন এন্ড রিকভারী সার্ভিস; প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস; জনবল সরবরাহ সার্ভিস; ক্রিয়েটিভ মিডিয়া সার্ভিস; পাবলিক রিলেশন/জনসংযোগ সার্ভিস; ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস; প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা সার্ভিস; বা অনুরূপ অন্যান্য সার্ভিস (৪) মিডিয়া বায়িং এজেন্সি সার্ভিস (৫) ইভেটিং কমিশন (৬) মিটিং ফিস, ট্রেনিং ফিস বা সম্মানী (৮) ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস (৯) মোটর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ (১০) প্রাইভেট কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড সার্ভিস (১১) শিপিং এজেন্সি কমিশন (১২) স্টিভেডরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন (১৩) পরিবহন সার্ভিস, ক্যারিং সার্ভিস, যানবাহন রেন্টাল সার্ভিস (১৪) ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ব্যতীত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Chapter VII এর সুনির্দিষ্টকৃত নয় এমন যে কোন সেবা (ধারা ৫২এএ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
	(৯) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যবহৃত মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সার্ভিস	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট

ক্রমিক	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	ডেলিভারি এজেন্টকে প্রদেয় ফিস (ধারা ৫২এএ)		
৭.	সি এন্ড এফ কমিশন (ধারা ৫২ এএএ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৮.	অ-যান্ত্রিক সিগারেট (বিড়ি) প্রস্তুতকারক (ধারা ৫২বি)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৯.	অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদান (ধারা ৫২সি)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১০.	সঞ্চয়পত্রের সুদ (ধারা ৫২ডি)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১১.	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল (WPF) হতে সুবিধাভোগীকে অর্থ পরিশোধ (ধারা ৫২ডিডি)	সমগ্র বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম ব্যতীত)	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
১২.	ইট প্রস্তুতকারক (ধারা ৫২এফ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৩.	এল সি কমিশন (ধারা ৫২আই)	সমগ্র বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম ব্যতীত)	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
১৪.	ট্রাভেল এজেন্ট (ধারা ৫২জেজে)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৫.	সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন (ধারা ৫২ কে)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৬.	ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন (ধারা ৫২এম)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩,

ক্রমিক	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৭.	রেন্টাল পাওয়ার (ধারা ৫২এন)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৮.	ডায়মন্ড কাটিং শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী কর্মী (technician) (ধারা ৫২ও)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
১৯.	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার ইত্যাদিকে ভাড়া প্রদান (ধারা ৫২পি)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২০.	নিবাসী person কর্তৃক বিদেশী person কে সার্ভিস প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্ত আয় (ধারা ৫২কিউ)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
২১.	আন্তর্জাতিক ফোন কল বাবদ প্রাপ্তি (ধারা ৫২আর)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
২২.	জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত মুনাফা পরিশোধ (ধারা ৫২টি)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
২৩.	লোকাল এল সি এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ (ধারা ৫২ইউ)	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
২৪.	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক ফিস, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি পরিশোধ (ধারা ৫২ভি)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
২৫.	পণ্য আমদানি (ধারা ৫৩ ও বিধি ১৭এ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৬.	গৃহ সম্পত্তি ভাড়া (ধারা ৫৩এ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৭.	নিবাসী করদাতার শিপিং ব্যবসা (ধারা ৫৩এএ)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৮.	জনশক্তি রপ্তানি (ধারা ৫৩ ও বিধি ১৭সি)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
২৯.	নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়াল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টন ও এক্সেসরিজ, পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, সবজি,	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

ক্রমিক	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	চামড়াজাত পণ্য, মোড়কজাত খাদ্য রপ্তানি (ধারা ৫০বিবি)		
৩০.	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য (ধারা ৫০বিবিবি)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
৩১.	ধারা ৫০ইই তে উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য যে কোন পণ্য রপ্তানি (ধারা ৫০বিবিবিবি)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩২.	পণ্য বা সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় (ধারা ৫০সি এবং বিধি ১৭ডি)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা অন্যান্য জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৩.	অনিবাসীর কুরিয়ার ব্যবসা (ধারা ৫০সিসিসি)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
৩৪.	অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে পরিশোধ (ধারা ৫০ডি)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
৩৫.	রপ্তানি নগদ সহায়তা (ধারা ৫০ডিডিডি)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩৬.	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফিস, ইত্যাদি (ধারা ৫০ই)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা অন্যান্য জেলা	কর অঞ্চল-১২, ঢাকা কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৭.	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে কমিশন বা রেমুনারেশন পরিশোধ (ধারা ৫০ইই)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা অন্যান্য জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৮.	সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা ৫০এফ)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১, ঢাকা
৩৯.	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় (ধারা ৫০এফএফ)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা অন্যান্য জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪০.	বীমা কমিশন (ধারা ৫০জি)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
৪১.	জেনারেল ইস্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ারের ফিস (ধারা ৫০জিজি)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
৪২.	সম্পত্তি হস্তান্তর (ধারা ৫০এইচ)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা অন্যান্য জেলা	কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৩.	সম্পত্তির লীজ প্রদান (ধারা ৫০এইচএইচ)	ঢাকা জেলা চট্টগ্রাম জেলা	কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল কর অঞ্চল-৪,

ক্রমিক	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৪.	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবে জমার উপর সুদ (ধারা ৫৩আই)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৫.	খালি জমি, প্লান্ট বা মেশিনারী ভাড়া (ধারা ৫ জে)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৬.	সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারী রেডিও স্টেশন, ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বা এয়ার টাইম ক্রয়ের বিল পরিশোধ (ধারা ৫৩ কে)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৭.	স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টর কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর (ধারা ৫৩এম)	ঢাকা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
৪৮.	কোন স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার হস্তান্তর (ধারা ৫৩এন)	ঢাকা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
৪৯.	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক জমির মালিককে অর্থ পরিশোধ (ধারা ৫৩পি)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৫০.	লভাংশ/ ডিভিডেন্ড (ধারা ৫৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৫১.	লটারী আয় (ধারা-৫৫)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৫২.	অনিবাসীর আয় (ধারা -৫৬): (১) পরামর্শক বা কনসালটেন্ট সার্ভিস (২) প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্ভিস (৩) প্রফেশনাল সার্ভিস, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস, টেকনিক্যাল নো-হাউ বা টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স (৪) আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন (৫) সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি (৬) স্যাটেলাইট ভাড়া বা চার্জ, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি,	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

ক্রমিক	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	চ্যানেল ব্রডকাস্ট ভাড়া (৭) লিগ্যাল সার্ভিস (৮) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (৯) কমিশন (১০) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা ইনট্যানজিবল সংশ্লিষ্ট পরিশোধ (১১) সুদ/মুনাফা (১২) বিজ্ঞাপন প্রচার (১৩) বিজ্ঞাপন তৈরি অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং (১৪) এয়ার বা ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট (১৫) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তরকরণ, সিভিল কাজ, নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং বা অনুরূপ প্রকৃতির কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার/ উপ-ঠিকাদার (১৬) যোগানদার / সরবরাহকারী (১৭) মূলধনী মুনাফা (১৮) ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম (১৯) যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি ভাড়া (২০) লভ্যাংশ (২১) শিল্পী, গায়ক/গায়িকা, খেলোয়াড়গণ (২২) বেতন বা রেমুনারেশন (২৩) তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান অথবা উত্তোলন সংক্রান্ত কূপ খনন কাজ (২৪) তৈল-গ্যাস অনুসন্ধানে সকল প্রকারের জরীপ কাজ		
	(২৫) তৈল-গ্যাস ক্ষেত্রে (ঋনবর্ষফ) অনুসন্ধান, উত্তোলন অথবা পাইপ লাইন বা অন্য কোন পদ্ধতিতে তৈল-গ্যাস ক্ষেত্র (Field) থেকে তৈল বা গ্যাস রপ্তানী পয়েন্ট (Export Point) পর্যন্ত প্রদত্ত অন্য যে কোন সেবা (২৬) উপরোক্ত খাতসমূহ ব্যতীত অন্য যে কোন সেবা (ধারা ৫৬)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
	(২৭) এতদ্ব্যতীত ধারা ৫৬ এর অধীন অন্য যে কোন পরিশোধ	সমগ্র বাংলাদেশ	কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল
৫৩.	মোটর গাড়ির মালিকানাভিত্তিক অনুমিত আয়ের উপর অগ্রিম কর (ধারা-৬৮ই)	সমগ্র বাংলাদেশ	কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল
৫৪.	বাস, ট্রাক, মিনিবাস, কোস্টার ইত্যাদির অনুমিত আয়কর এস,আর,ও নং ২১৫-আইন/আয়কর/২০১৯; তারিখ: ২৩ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ	সমগ্র বাংলাদেশ	কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল
৫৫.	অভ্যন্তরীণ নৌযান, কার্গো, কোস্টার বা ডাম্পবার্জের অনুমিত আয়কর এস, আর, ও নং ২১৪-আইন/ আয়কর/ ২০১৯; তারিখ: ২৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল

(৫) তবে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) ঢাকা এর বিদ্যমান অধিক্ষেত্রে পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর জামাদানের হিসাব কোড :

আয়কর কর্তৃপক্ষ ও করদাতাদের সুবিধার্থে সরকারী কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক হিসাব কোড নম্বর নিম্নে দেয়া হলো:

কর অঞ্চলের নাম	উপ-কর কমিশনার সদর দপ্তর (প্রশাসন) এর টেলিফোন নম্বর	আয়কর-কোম্পানীসমূহ	আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	০২-৯৩৩৪৩৭৮	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	০২-৯৩৩১৯৬৮	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	০২-৯৩৩০৫৫২	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	০২-৯৩৩০৮৬৫	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	০২-৯৩৩১৪৪৫	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	০২-৮৩১৪০২৫	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	০২-৮৩২২০৪০	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	০২-৭১২৬১১২	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	০২-৭৯১৩৭৭২	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	০২-৮৩৯১২০৮	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	০২-৯৫১৪৮৩২	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	০২-৯৫৮৮২৫৪	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	০২-৯৩৫১৯৭৩	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	০২-৯৫১৩২৬০	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	০২-৮৩৩১৬৭৮	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১৫১৯০	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	০৩১-২৫১৫৫৭২	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	০৩১-৭২৮৩০৮	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম	০৩১-৭২৬৪৬৬	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-খুলনা	০৪১-৭৬১৯৮৩	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-রাজশাহী	০৭২১-৭৭৫৭৯৭	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-রংপুর	০৫২১-৬১৭৭৩	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-সিলেট	০৮২১-৭২৫৪৩২	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-বরিশাল	০৪৩১-৭২২০৪	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-গাজীপুর,	০২-৯২৬১৮০৪	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-, নারায়ণগঞ্জ	০২-৭৬৪৬২৬২	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-বগুড়া	০৫১-৬১৭৫৮	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-কুমিল্লা	০৮১-৭২৬৭০	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-ময়মনসিং	০৯১-৬৬১৭৫	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	০২-৯৩৩২০১০/১০৬	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	০২-৭১৭৪২২৫	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬

২১.১। পরিশিষ্ট সমূহ (কিউআর কোড)-

আয়কর সংক্রান্ত এস.আর.ও, নির্দেশিকা, অর্থ আইন-২০২২ এবং আয়কর ফরমসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোডগুলো স্ক্যান করুন।



দ্বিতীয় অধ্যায়

আমদানি শুল্ক

দ্বিতীয় অধ্যায় আমদানি শুল্ক

১। শুল্ক কর/কাস্টমস্ ডিউটি

ব্যবসা বাণিজ্যের অনিবার্য অনুঘটক হচ্ছে শুল্ক কর/কাস্টমস্ ডিউটি। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং প্রজ্ঞাপন, আদেশের আওতায় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

২। পণ্যের আমদানি ও রপ্তানী যোগ্যতা

পণ্যের আমদানি ও রপ্তানী যোগ্যতা নিরূপিত হয় আমদানি ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রন আইনের অধীনে প্রণীত আমদানি আদেশ ও রপ্তানী আদেশের মাধ্যমে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি তিন বছরের জন্য আমদানিনিতি আদেশ প্রণীত হয়ে থাকে। আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ ব্যতিত সকল পণ্যই অবাধে আমদানিযোগ্য। একইভাবে রপ্তানী নীতি আদেশে বর্ণিত রপ্তানী নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানীযোগ্য পণ্যসমূহ ব্যতিত সকল পণ্যই অবাধে রপ্তানী যোগ্য।

আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পণ্য আমদানির পর শুল্ক স্টেশন থেকে পণ্য ছাড়করণের জন্য পণ্যের ঘোষণা বিষয়ে যে বিল অব এন্ট্রি দাখিল করতে হয় তার সাথে যে সব দলিলাদি উপস্থাপন করতে হয় তা হচ্ছে:-

- ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট (IGM);
- লেটার অব ক্রেডিট অথরাইজেশন (LCA);
- আইআরসি'র কপি;
- বিল অব লেডিং বা এয়ারওয়ে বিল;
- পণ্যের ব্যাংক সার্টিফাইড ইনভয়েস
- পণ্যের প্যাকিং লিস্ট
- বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (BIN)
- ট্যাক্স পেয়ার্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN)
- সার্টিফিকেট অব অরিজিন (CoO)

৩। শুল্কযোগ্য পণ্য

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত পণ্য সমূহের উপর কাস্টমস শুল্ক আরোপিতঃ

- (ক) বাংলাদেশে আমদানিকৃত বা বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্য
- (খ) কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র হতে যে কোন কাস্টমস স্টেশনে আনীত পণ্য এবং সেখানে শুল্ক পরিশোধ না করে ট্রানশীপ বা পরিবহন করে বা অতঃপর বহন করে বা অন্য কোন শুল্ক স্টেশনে আমদানি করা হয়।
- (গ) এক কাস্টমস স্টেশন হতে অন্য কাস্টমস স্টেশনে বন্ডে আনীত পণ্য। তবে কোন কাস্টমস শুল্ক অথবা বলবত কোন আইনের অধীনে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপনীয় অন্য কর আরোপ ও আদায় করা হবে না, যদি কোন একটি চালানের পণ্যমূল্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকার অধিক না হয় এবং শুল্ক করের মোট পরিমাণ ১,০০০ (এক হাজার) টাকার অধিক না হয়। এবং
- (ঘ) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রথম তফসিল এ উল্লেখিত পণ্যসমূহের উপর নির্ধারিত কাস্টমস শুল্কের সর্বোচ্চ হারের অধিক নয়-এমন হারের রেগুলেটরী শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এ ধরনের রেগুলেটরী শুল্ক অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার সাথে তা রহিত হয়ে যায়।

৪। আমদানি শুল্কের হার

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিদ্যমান ছয়স্তর বিশিষ্ট শুল্কহার ০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫% ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৫। সম্পূরক শুল্কের হার

২০২১-২০২২ অর্থবছরের ১২ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার ১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% ও ৫০০% ২০২২-২৩ অর্থবছরেও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া কতিপয় পণ্যের আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়ে হয়েছে যা। অন্যদিকে কতিপয় পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ, আমদানি শুল্ক হ্রাস ও আমদানি পর্যায়ে মুসক প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস ও আমদানি শুল্ক পরিবর্তন করে Advalorem করা হয়েছে (পরিশিষ্ট কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য)।

৬। রেগুলেটরি ডিউটির হার

বিশেষ রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য রয়েছে, এমন পণ্য যথারীতি রেগুলেটরী ডিউটি এর আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। যেসব পণ্যের উপরে রেগুলেটরী ডিউটি আরোপিত আছে তা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ বর্ণিত আছে।

৭। **শুল্ক মূল্যায়ন/ শুল্কমূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া**

আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ শুল্ক ও কর আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ পণ্যের আমদানি মূল্য বা Cost, Insurance & Freight (CIF) যোগ করে শুল্ক ও কর আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। পণ্যের উৎস, উৎসদেশের স্বাভাবিক দর, ভাড়া, ভাড়ার উপর পরিশোধিত বীমা ইত্যাদি মিলেই পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়। শুল্ক ভবন বা শুল্ক স্টেশনে পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে একই পণ্যের একই দেশ হতে আমদানি, আমদানির সময়কাল, অনুরূপ পণ্যের আমদানি, কিংবা আমদানিতব্য পণ্যের স্থানীয় বাজার দর বিবেচনায় নেয়া হয়। অনেক সময় পণ্যের শুল্কমূল্য ধার্যের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ একটি বড় নিয়ামক। কেননা, কম পরিমাণ পণ্যের মূল্য বেশী ও বেশী পরিমাণ পণ্যের মূল্য কম হওয়া স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ বর্তমানে গ্যাট ভ্যালুয়েশন চুক্তির আওতাভুক্ত দেশ হওয়ায় PSI (Pre-shipment Inspection) কোম্পানীর মাধ্যমে GATT Valuation Agreement এর শর্তানুযায়ী প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য (Actual paid or payable) মূল্যের ভিত্তিতে শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত। ফলে, অধিকাংশ পণ্য PSI-Certificate এর ভিত্তিতে শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্যে মূল্য নির্ধারণ বা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা-২৫ শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে পণ্যের মূল্য ধার্যের জন্য নির্ধারিত বিধান। উক্ত section - ২৫ এর অধীনে (৬) টি অনুচ্ছেদ এবং ধারা-২৫এ, ২৫বি ও ২৫সি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বিধান। নীচে ধারা-২৫ ও ২৫এ, সম্পর্কে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হলো, যথা :-

ধারা-২৫ঃ

প্রকৃত মূল্য : যখন কাষ্টম শুল্ক পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে আরোপণীয় হয় তখন সেই মূল্য প্রকৃত মূল্য হবে যা প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত হয় বা পরিশোধযোগ্য হয়। অর্থাৎ উক্ত পণ্যের নিকটতম নিরূপণযোগ্য সমর্থকমূল্য, যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় উক্ত পণ্য বা অনুরূপ পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে এবং ক্ষেত্রমত রপ্তানীর সময় এবং স্থানে অর্পণের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বিক্রয় করা হয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে একে অন্যের ব্যবসায় কোন স্বার্থ থাকে না এবং বিক্রয় অথবা বিক্রয় প্রস্তাবে মূল্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়। প্রকৃত মূল্য = পণ্যের ক্রয় মূল্য + ভাড়া + বীমা কমিশন + মাণ্ডল + বিক্রয় খরচ + অন্যান্য + আনুসঙ্গিক ব্যয়।

ট্যারিফ মূল্যঃ

কোন পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত হয় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ২৫(৩) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কাষ্টমস শুল্ক আরোপের জন্য আমদানিকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। যে ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত থাকে সে ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য বা অন্য কোন মূল্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণতঃ ট্যারিফ মূল্য কমপক্ষে পূর্বাপর ছয় মাসের মধ্যে আমদানিকৃত ও শুল্কায়িত রেকর্ড মূল্য যাচাই করে সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করা হয়। তবে, যদি কোন আমদানিকারক ট্যারিফ মূল্যের চেয়ে ঘোষিত মূল্য বেশী প্রদর্শন করেন তখন ইনভয়েস মূল্যই শুল্কায়ন হবে। এস আর ও নং- ১৩৫-আইন/২০১৩/২৪৯৯/কাস্টমস, তারিখ : ৫ জুন, ২০১৪ দ্বারা কতিপয় পণ্যের ট্যারিফ মূল্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

ধারা-২৫এঃ আইনের ধারা-২৫এ এর আওতায় প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে শুল্কায়ন মূল্য নির্ধারণ হয়। চবাও কোম্পানীর প্রত্যয়নপত্র প্রদান, উদ্দেশ্য, নিয়োগ ইত্যাদির বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন বিধিমালা - ২০০২ (এস,আর,ও নং- ২৫৫-আইন/২০০২/১৯৭৩/শুল্ক তারিখঃ ১৯/৯/২০০২) তে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। বিধিমালা এসআরও নং- ১৫৬/আইন/২০১৩/২৪৪৩/কাস্টমস, তারিখ : ৬ জুন, ২০১৩ অনুযায়ী CIF মূল্যের উপর ব্লক ওয়ারী পিএসআই ফি পরিশোধের হার নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	পিএসআই ফি এর শতকরা হার (সিআইএফ মূল্যের উপর)
১।	ব্লক -এ	০.১০%
২।	ব্লক -বি	০.১৪৫%
৩।	ব্লক -সি	০.২৭৫%
৪।	ব্লক -ডি	০.৩৫০%
৫।	ব্লক -ই	০.৫৫০%

তবে বর্তমানে বাধ্যতামূলক PSI এর পরিবর্তে স্বেচ্ছামূলক (optional) PSI বলবৎ আছে।

৮। **বিরোধ মীমাংসা :**

যদি PSI কোম্পানীর প্রত্যয়নপত্র দ্বারা পণ্য খালাসের পর আমদানিকারকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যয়ন পত্রটির কারণে অথবা পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক PSI বিধিমালার কোন যথাযথভাবে অনুসরণ না করার কারণে অথবা শুল্ক কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তের কারণে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ উদ্দেশ্যে গঠিত রিভিউ কমিটির নিকট অভিযোগ

দায়ের করতে পারেন। অর্থাৎ বিরোধের নিষ্পত্তি করতেই এই রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। বোর্ড প্রতিটি শুদ্ধ ভবন বা শুদ্ধ স্টেশনে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করবে, যাতে অনূন্য ২ (দুই) জন বেসরকারী সদস্য থাকবে।

রিভিউ কমিটি :

রিভিউ কমিটির কার্যক্রম :

- (ক) অভিযোগ প্রাপ্তির ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে সকল শুনানী সম্পন্ন করা এবং শুনানী সম্পন্ন হওয়ার ৭টি কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে পক্ষগণকে অবহিত করা;
- (খ) রিভিউ কমিটি ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন স্থানে শুনানী গ্রহণ করতে পারবে;
- (গ) শুনানী গ্রহণকালে উপস্থিত থাকার জন্য উভয় পক্ষকে লিখিত নোটিশ প্রদান করবে;
- (ঘ) নূনতম তিন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে : সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;
- (ঙ) লিখিতভাবে এবং যুক্তিসংগত কারণ সভাপতিকে অবহিত না করে অভিযোগকারী সভায় অনুপস্থিত থাকলে সভাপতি তার আবেদন খারিজ করতে পারেন। অনুরূপভাবে প্রতিপক্ষের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
- (চ) রিভিউ কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে যে কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট শুদ্ধ ভবনের কমিশনারের নিকট আপীল করতে পারবে।

অন্যান্য বিরোধ মীমাংসা :

সাধারণতঃ যে সকল অভিযোগ/ আপত্তি রিভিউ কমিটিতে প্রেরণ করা হয় না সে সকল অভিযোগ/ আপত্তি কাস্টমস হাউসে গঠিত এ্যাসেসমেন্ট কমিটি কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হয়। কমিশনার কর্তৃক উক্ত এ্যাসেসমেন্ট কমিটি গঠিত হয় যাতে আবদনকারী, চেম্বারের প্রতিনিধি এবং ক্ষেত্রমতে CCI&E (আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর) এর প্রতিনিধিগণ সম্পৃক্ত থাকেন। এ্যাসেসমেন্ট কমিটি H. S. Code বিষয়ক বিরোধও মীমাংসা করেন। প্রয়োজনে এ্যাসেসমেন্ট কমিটি নমুনা পরীক্ষা ও এর বাস্তব ব্যবহার, গুণাগুণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কোন ক্ষেত্রে এইচ এস কোড সম্পর্কে এ্যাসেসমেন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে তা World Customs Organization (WCO) এ প্রেরণ করা হয়।

৯। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং এবং সেইফগার্ড শুদ্ধ আরোপ

এই তিনটি বিষয়ে শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯ এ প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশন করা হয়েছে। সংক্ষেপে বিধিগুলো নিম্নরূপঃ

কাউন্টার ভেইলিং শুদ্ধ আরোপঃ

যদি কোন দেশ বা এলাকা কোন পণ্যের প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে অথবা সেখান হতে রপ্তানিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত পণ্য পরিবহনে ভতুর্কিসহ কোন ভতুর্কি প্রদান করে, তা হলে, উক্ত পণ্য যে দেশে প্রস্তুত, উৎপাদিত বা ভিন্নভাবে প্রাপ্ত সে দেশ হইতে সরাসরি আমদানি করা হোক না কেন এবং তা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত দেশ হতে রপ্তানির সময়ে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় অথবা প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন দ্বারা বা ভিন্নভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় আমদানি করা হোক না কেন, উক্ত পণ্য আমদানিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার উপর উক্ত ভতুর্কির অনধিক পরিমাণ কাউন্টারভেইলিং শুদ্ধ আরোপ করতে পারবে। এ সম্পর্কে শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮এ অনুসরণ করা হয়।

এন্টি-ডাম্পিং শুদ্ধ আরোপ :

যদি কোন দেশ বা এলাকা হতে কোন পণ্য তার স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় তা হলে উক্ত পণ্য আমদানিতে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এর উপর এন্টি-ডাম্পিং শুদ্ধ আরোপ করতে পারবে, যা উক্ত পণ্যের ডাম্পিং এর ব্যবধানের অধিক হবে না। এ সম্পর্কে শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮বি অনুসরণ করা হয়।

সেইফগার্ড শুদ্ধ আরোপ :

যদি সরকার যেকোন সঙ্গত বিবেচনা করে সেরূপ তদন্ত অনুষ্ঠান করে সন্তুষ্ট হয় যে কোন পণ্য বাংলাদেশে এমন বর্ধিত পরিমাণে এবং এমন শর্তে আমদানি করা হচ্ছে যাতে স্থানীয় শিল্পের গুরুতর স্বার্থহানি ঘটতে অথবা স্বার্থহানি হওয়ার হুমকির সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের উপর সেইফগার্ড শুদ্ধ আরোপ করতে পারবে। এ সম্পর্কে শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮সি অনুসরণ করা হয়।

১০। শুদ্ধ প্রত্যর্পণ

সকল ধরনের প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য DEDO বা Duty Exemption and Drawback Office বা শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর ক্ষমতা প্রাপ্ত। শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ৩৫, ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ অনুযায়ী কেবল কাস্টমস ডিউটি প্রত্যর্পণ প্রদানযোগ্য। এছাড়া ধারা ৩৯ হচ্ছে যে ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাবে না এবং ধারা ৪১ হচ্ছে প্রত্যর্পণ দাবীর জন্য দাবীদার কর্তৃক ঘোষণা প্রদান। অপরদিকে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৩

অনুযায়ী একজন রপ্তানীকারক আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আবগারী শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর প্রত্যর্পণ পাওয়ার যোগ্য। প্রত্যর্পণ পাওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো, রপ্তানীর ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী দাখিল করতে হবে।

ড্র-ব্যাক অর্থ :

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ অনুযায়ী “Drawback” অর্থ আমদানিকৃত কোন পণ্যের উপর পরিশোধিত আমদানি শুল্ক যা বাংলাদেশের বাইরে অথবা বিদেশগামী কোন যানবাহনে রপ্তানী করা হলে, উক্ত শুল্কের সাত-অষ্টমাংশ শর্ত সাপেক্ষে ফেরত প্রদান।

ড্র-ব্যাক প্রদানের শর্ত :

- (১) যে পণ্য আমদানি করা হয়েছে সেই পণ্য রপ্তানিকালে শুল্ক স্টেশনে সহজে সনাক্ত করা যায় বা সহজে সনাক্তযোগ্য হয়;
- (২) পুনঃজাহাজীকরণ অবশ্যই বিদেশী বন্দরে হতে হবে;
- (৩) আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানী তালিকাভুক্ত করতে হবে অবশ্যই আমদানির তারিখ হতে দুই বৎসর অথবা সর্বোচ্চ অনুমোদন সাপেক্ষে তিন বৎসরের মধ্যে;
- (৪) রপ্তানীর ছয় মাসের মধ্যেই প্রত্যর্পণ দাবী করতে হবে;
- (৫) আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানীর মধ্যবর্তী সময়ে যে উদ্দেশ্যে আমদানি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার সনদপত্র দাখিল;
- (৬) রপ্তানীকালে পণ্য অবশ্যই রপ্তানী তালিকাভুক্ত হতে হবে;
- (৭) রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রতিটি শিপমেন্টের মূল্য ১০০/- (একশত) টাকার উর্ধ্ব হতে হবে;
- (৮) যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যানবাহন বাংলাদেশের জলসীমা বা আকাশ সীমা অতিক্রম না করে ততক্ষণ ড্র-ব্যাক মঞ্জুর হবে না;
- (৯) এ ধরনের প্রত্যর্পণ পরিশোধিত শুল্কের সাত-অষ্টমাংশের বেশী হবে না।

১১। বন্ডেড ওয়্যারহাউস

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা-১১ এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোনো এলাকাকে ওয়্যারহাউস স্টেশন ঘোষণা করে থাকে। বর্তমানে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ আরো কয়েকটি স্থানকে এরূপ ওয়্যারহাউস স্টেশন ঘোষণা করা রয়েছে।

ঘোষিত ওয়্যারহাউস স্টেশন এলাকায় স্থাপিত নির্দিষ্ট খাতের কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস শুল্ক আইন, ১৯৬৯ ধারা-১৩ এর আওতায় বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করেন। কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স থাকলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল খালাস পর্যায়ে শুল্ক-কর আদায় ব্যতিরেকে একটি আইনানুগ বন্ড গ্রহণ করে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পণ্য খালাস দেয়া হয়ঃ

- ✓ ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি হলে উৎপাদিত সমুদয় পণ্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুনঃরপ্তানি করতে হবে - (Export-Oriented Bonded Warehouse)।
- ✓ উৎপাদিত পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য বাজারজাত করা হলে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ককর পরিশোধপূর্বক বন্ডেড গুদাম থেকে কাঁচামাল বের করে উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে - (Home Consumption Bonded Warehouse)।

বিভিন্ন শিল্প-খাতে প্রদত্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার অপব্যবহার হওয়ায় এ সুবিধা বাতিল/ সীমিতকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে আর কোন Home Consumption Bonded Warehouse লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে না।

(ক) বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ/ প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী

বন্ড লাইসেন্সের প্রকৃতি	শিল্প-খাত	উৎপাদিত পণ্যের	লাইসেন্স প্রদান করা হয় কিনা?	মন্তব্য
100% Export oriented Bond	শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প, রপ্তানিমুখী চামড়াশিল্প।	সরাসরি বিদেশে রপ্তানি।	ঘোষিত ওয়্যারহাউস স্টেশন এলাকায় বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	কমিশনার কাস্টমস বন্ড এরূপ লাইসেন্স প্রদান করেন।
Deemed Exporter Bond	তৈরী পোশাক শিল্পের পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প।	স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক এল/সি'র মাধ্যমে রপ্তানিমুখী	ঘোষিত ওয়্যারহাউস স্টেশন এলাকায় বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	কমিশনার কাস্টমস বন্ড এরূপ লাইসেন্স প্রদান করেন।

		পোশাক শিল্পে সরবরাহ।		
EPZ Bond	কেবল ইপিজেডের অভ্যন্তরে স্থাপিত শিল্পের জন্য।	সরাসরি বিদেশে রপ্তানি।	কেবল ইপিজেডের অভ্যন্তরে স্থাপিত শিল্পের জন্য দেয়া হয়।	ইপিজেড সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস।
Home Consumption on Bond	দেশীয় ভোগের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা।	সরাসরি বিদেশে বিক্রয়।	বর্তমানে এরূপ বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে না। ইতোপূর্বে যে সকল লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল করা হচ্ছে।	এ ধরনের বন্ড লাইসেন্সযোগ্য তবে, বর্তমানে এ ধরনের লাইসেন্স প্রদান নিরুৎসাহিত করা হয়।

- (খ) সরাসরি ও প্রচলিত রপ্তানিমুখী শিল্প (পোশাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ সরাসরি ও প্রচলিত রপ্তানিমুখী শিল্প (পোশাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ১৪/২০০৮, তারিখ : ২৯/০৬/২০০৮ দেখা যেতে পারে।
- (গ) বন্ডেড ওয়ারহাউস লাইসেন্স প্রদান, তদারকি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বন্ডেড ওয়ারহাউস লাইসেন্স প্রদান, তদারকি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী নির্ধারণের লক্ষ্যে বন্ডেড ওয়ারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করা হয়। বন্ডেড ওয়ার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৮১-আইন/২০০৮/২২০৯/শুঙ্ক, তারিখঃ ১২ আষাঢ়, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৫৩-আইন/২০১৫/৩৩/কাস্টমস, তারিখ : ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ জারী করা হয়েছে।
- (ঘ) শতভাগ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানিকৃত ৪ (চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন্ডের আওতায় খালাস প্রদান বন্ডের আওতায় ঋণপত্র ব্যতিরেকে শতভাগ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের ৪ (চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন্ডের আওতায় ছাড় করার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ৩(১) শুঙ্ক : রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/ তারিখঃ ১৩/১২/২০০৩ অনুযায়ী অনুসরণ করা হয়।
- (ঙ) লাইসেন্স এর জন্য আবশ্যিক দলিলাদি

ক্রমিক নং	বিবরণ
১.	যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আবেদন।
২.	BIDA/BSCIC -এর রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র।
৩.	কোম্পানীর টিআইএন সনদসহ সকল পরিচালক/মালিকের আয়কর বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত সম্পদ বিবরণী (আইটি ১০বি) এর সার্টিফাইড কপি।
৪.	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।
৫.	হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্স।
৬.	মূল্য সংযোজন কর সনদপত্র।
৭.	সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সদস্য নন এমন ব্যবসায়ীগণ এসোসিয়েশনের সুপারিশপত্র ছাড়াই সরাসরি বন্ড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।
৮.	প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালকদের নাম, পদবী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং ছবি নোটারী পাবলিক ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দাখিল।
৯.	বয়লার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১০.	জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এর ১টি করে মূল বই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১১.	মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রে Invoice ও B/E এবং স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি।
১২.	প্রস্তাবিত বন্ডেড ওয়ার হাউসের ২ (দুই) কপি নীল নকশা যা এ্যামোনিয়া প্রিন্ট পেপারে প্রস্তুতকৃত ও সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত।

১৩.	কারখানার মালিকানা দলিল কিংবা ভাড়ার ক্ষেত্রে নোটারীকৃত চুক্তিপত্র।
১৪.	ব্যবসা পরিচালনাকালে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকারসহ ১৫০/- (এক শত পঞ্চাশ) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প হ্রাসফনামা।

১২। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি

এস.আর.ও. নং- ২১৬-আইন/২০২১/২৪/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এর মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং- ১১৩-আইন/২০২১/০২/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা। উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলো TABLE (1) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত Heading 85.37 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত H. S. Code 8537.10.90 এর পরিবর্তে ৮৫৩৭.১০.২০ প্রতিস্থাপিত হইবে। টেবিলটি পরিশিষ্ট কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১৩। পোল্ট্রি শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত রেয়াতি শুল্কহারযোগ্য পণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ

এস, আর, ও নং ১৩২-আইন/২০২১/২১/কাস্টমস, তারিখ : ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/২০১২/২৩৮৮/কাস্টমস, তারিখ : ৭ জুন, ২০১২ এর সংশোধন করে রেয়াতি শুল্কহারযোগ্য পণ্যের তালিকায় সংশোধন করা হয়েছে যা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য এ রয়েছে।

১৪। ডেইরি/পোল্ট্রি/ফিস ফিড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য আমদানি সংক্রান্ত রেয়াতি শুল্কহারযোগ্য পণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ

এস.আর.ও. নং- ২২৪-আইন/২০২১/৩২/কাস্টমস। তারিখ: ২৭ জুন, ২০২১ এর মাধ্যমে- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবং মূল্য সংযোজন কর ও আইন, ২০১২ (২০১২ সনদের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে এস, আর, ও নং ১১৫ আইন/২০২১/২০/কাস্টমস, তারিখ : ২৪ মে, ২০২১ কে সংশোধন করা হয়েছে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১৫। ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত রেয়াতি শুল্কহারহ্রাস এবং পণ্যের তালিকা প্রতিস্থাপন

এস.আর.ও নং-১২৩-আই /২০২১/১২/কাস্টমস, তারিখ ৩ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে সরকার, জনস্বার্থে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে এস.আর.ও ১২৭-আইন/২০১৪/৭৮/কাস্টমস কে মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১৬। টেলিটাইল নির্ধারিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা

টেলিটাইল শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২০৭-আইন/২০২২/১৫/কাস্টমস, তারিখ : ২৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এস.আর.ও. নং- ১২০-আইন/২০২১/০৯/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ এর সংশোধন করা হয়েছে।

১৭। খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কতিপয় কাঁচামাল আমদানি ক্ষেত্রে রেয়াতি শুল্কহার

এস, আর, ও নং ১১৯-আইন/২০২১/০৮/কাস্টমস, তারিখ : ০৩ জুন, ২০২১ এর মাধ্যমে খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৪৫-আইন/২০১৫/২৫/কাস্টমস, তারিখ: ০৪ জুন, ২০১৫ এর শর্ত সংশোধন করা হয়েছে। পণ্যের তালিকা ও শর্তাবলী পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১৮। শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে শুল্কহারোপযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রতিস্থাপন

এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/২০১৬/২২/ কাস্টমস, তারিখ : ০২ জুন, ২০১৬ এর মাধ্যমে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতিপয় উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১৪৫-আইন/২০১৪/২৫০৮/ কাস্টমস, তারিখ : ১২ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী হ্রাসকৃত ৫% হারে আমদানি শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের তালিকা নিম্নরূপঃ

TABLE

Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
73.08	7308.30.00	Fire Resistant Door
84.24	8424.20.30	Sprinkler System and equipments
85.28	8528.69.00	Video conference device
85.31	8531.20.00	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)

94.03	9403.20.30 9403.60.20	Cutting TABLE of a kind used with cutting machine
94.05	9405.40.49	LED tube light or LED bulb or LED lamps including rechargeable LED lamps
	9405.40.90	Emergency light with Exit sign and double heads

১৯। বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের আনীত পণ্যসমূহের ছাড়করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন

এসআরও নং ১৫৬-আইন/২০১৯/২৫/কাস্টমস, তারিখ: ৩০ মে, ২০১৯ এর মাধ্যমে এসআরও, নং ১৬৪-আইন/২০১৬/২৬/কাস্টমস, তারিখ : ০২ জুন, ২০১৬ এর বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের আনীত পণ্যসমূহের ছাড়করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১২ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্টে কিউ আর কোড এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর মুক্ত পণ্যের তালিকা পরিশিষ্টে কিউ আর কোড এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২০। কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন

কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও. নং ১৭৪-আইন/২০১৬/৩৬/কাস্টমস, তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধনী এসআরও. নং ১৪৫-আইন/২০১৭/৩১/কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে।

২১। কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন

কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৬ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৮৮-আইন/২০১৬/৩৭/কাস্টমস, তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধনী এসআরও. নং ১৪৬ আইন/২০১৭/৩২/কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে।

২২। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন

এস, আর, ও নং ১৩৬-আইন/২০২০/৮৭/কাস্টমস, তারিখ : ০২ জুন, ২০২০ এর মাধ্যমে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালার ২০০৮ এর নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছে এবং বন্ডেড লাইসেন্সের জন্য আবশ্যিক দলিলাদি প্রয়োজন, তা নতুন এস, আর, ও এর মাধ্যমে নিম্নে সংযুক্ত করা হলো।

লাইসেন্সের জন্য আবশ্যিক দলিলাদি

ক্রমিক নং	বিবরণ
১.	যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আবেদন
২.	BIDA/BSCIC এর রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র
৩.	কোম্পানির টিআইএন সনদ পত্র
৪.	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স
৫.	হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্স
৬.	মূল্য সংযোজন কর সনদপত্র।
৭.	সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশ পত্র।
৮.	প্রতিষ্ঠানের মালিক /পরিচালকের নাম, পদবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং ছবি নোটারি পাবলিক এবং লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়ন পূর্বক তিন শত টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
৯.	বয়লার সার্টিফিকেট প্রযোজ্যক্ষেত্রে
১০.	জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মোমোরেন্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর মূল বই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
১১.	মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে ইনভয়েস ও বিল অব এন্ট্রি এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি।
১২.	প্রস্তাবিত বন্ডেড ওয়্যার হাউজ ২ কপি নকশা যা এ্যামোনিয়া প্রিন্ট পেপারে প্রস্তুত ও সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতীস্বাক্ষরিত।
১৩.	কারখানার মালিকানা দলিল কিংবা ভাড়ার ক্ষেত্রে নোটারিকৃত চুক্তিপত্র।
১৪.	ব্যবসা পরিচালনা কালে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গিকারসহ তিন শত টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
১৫.	কারখানার চতুর্দিকে নিরাপত্তা বেটনি এবং একই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মধ্যে স্থাপিত গ্রুপ অব

3002.90.00 Ipilimumab
 3002.90.00 Nivolumab
 3002.90.00 Omalizumab
 3002.90.00 Peombrolizumab
 3002.90.00 Pertuzumab
 3002.90.00 Ranibizumab
 3002.90.00 Recombinant Anti-RANKL Fully Human Monoclonal Antibody (Denosumab)
 3002.90.00 Recombinant Anti-TNF a Fully Human Monoclonal Antibody (Adalimumab)
 3002.90.00 Cetuximab INN
 3002.90.00 Filgrastim
 3002.90.00 Oprelvekin INN
 3002.90.00 Pegfilgrastim
 3002.90.00 Pertuzumab INN
 3002.90.00 Rituximab
 3002.90.00 Trastuzumab

২৭। মোটর সাইকেল খাতকে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

এস.আর.ও. নং ২০৬-আইন/২০২২/১১৪/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ এর মাধ্যমে মোটর সাইকেল খাতকে প্রগতিশীল করার লক্ষ্যে বিযুক্ত মোটর সাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২২৪-আইন/২০২১/৩২/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলোকে মটর মোটর সাইকেল উৎপাদনে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট পণ্যসমূহ আমদানিতে ছাড় পাবে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ দৃষ্টব্য।

২৮। ট্যারিফ ভ্যালুর ভিত্তিতে শুল্কারোপের তালিকা সংশোধন

এস, আর, ও নং ১৬৩-আইন/২০১৯/৩২/কাস্টমস, তারিখ : ৩০ মে, ২০১৯ এর মাধ্যমে ট্যারিফ ভালু নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রতিস্থাপন করে এস.আর.ও. নং ১৩৫-আইন/২০২০/৮৬/কাস্টমস এর মাধ্যমে কাস্টমস ডিউটি আরোপের উদ্দেশ্যে Tariff Value এবং নতুন ন্যূনতম মূল্য (minimum value) নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে কিউ আর কোড এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৯। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য শুল্ক-কর সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

এস.আর.ও. নং ১১৬-আইন/২০২১/০৫/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ এর মাধ্যমে কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১৩১-আইন/২০১৭/১৭/কাস্টমস তারিখঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে।

৩০। এলপিজি সিলিভার ও অটো ট্যাঙ্ক প্রস্তুতের লক্ষ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান।

এস.আর.ও. নং ১২৬-আইন/২০২২/৭৪/কাস্টমস, তারিখ : ০১ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এস.আর.ও. নং ১২২-আইন/২০২১/১১/কাস্টমস, তারিখ : ২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সরকার জাতীয় রাজস্ববোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে এলপিজি সিলিভার ও অটো ট্যাঙ্ক প্রস্তুতের লক্ষ্যে উক্ত এর Act এর First Schedule ভুক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত TABLE Custom Duty VAT এর কলাম (১) এ বর্ণিত H.S.Code ভুক্ত পণ্যসমূহ বা বর্ণিত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণকে তাদের আরোপিত নিম্নে বর্ণিত হারের অতিরিক্ত হলে এবং একই পরিমাণ রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক থাকলে নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হলো, যা পরিশিষ্ট-৩৭ বিস্তারিত বিবরণ ও শর্ত সহকারে আমদানি করা যাবে। এক্ষেত্রে বিশেষত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা Industrial IRC Holder ও VAT Compliant প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া, এ প্রজ্ঞাপনের আওতায় পণ্য খালাসের জন্য হালনাগাদ নাবয়নকৃত শিল্প ভোক্তা আইআরসি, ১৩ সংখ্যার মূসক নিবন্ধন, ১২ মাসের পূর্ববর্তী মূসক দাখিল পত্র রিটার্ন বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক দাখিল পত্র কাস্টমস কম্পিউটার ইলেক্ট্রনিক্স তথ্য প্রদর্শন করতে হবে।

পণ্যের বিবরণ

H.S. Code	Description	CD	VAT
3402.90.90	Degreasing agent	10%	15%
3403.99.90	Cutting or forming oil	5%	15%

3810.90.10	Submerge welding flux for LPG	3%	0%
7208.27.10	“Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, Hot-Rolled, Pickled, in coils of a thickness less than 3 mm”	5%	0%
7208.39.80	Flat-rolled products of iron or non- alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated of a thickness of less than 3 mm	3%	0%
7217.30.00	Wire of iron or non-alloy steel plated or coated with other base metals	3%	0%
7229.20.00	Alloy steel wire	5%	0%
7229.90.00	Other wire of other alloy steel	3%	0%
7904.00.00	Zinc Wire	5%	15%
8311.30.00	Welding wire	5%	15%
8481.40.11	Safety or relief valve inner diameter not exceeding 1 inch for LPG.	3%	0%

৩১। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শুষ্ক-কর সুবিধা

এস.আর.ও. নং ২১০-আইন/২০২২/১১৮/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে শুষ্ক-কর সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং এস.আর.ও. নং ১২৯-আইন/২০২১/১৮/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের TABLE এর কলাম (১) এ সংযোজিত হবে, যা পরিশিষ্ট-৩৪.১-এ বিস্তারিত বিবরণ ও শর্ত সহকারে রয়েছে।

৩২। বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি এবং পুনঃ রপ্তানির জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজ উপর শুষ্ক অব্যাহতি

এসআর.ও.নং- ১৩০-আইন/২০২১/১৯/কাস্টমস- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর সহিত সম্পাদিত উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (Production Sharing Contract) এর আওতায় বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি এবং পুনঃ রপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে, উহাদের উপর আরোপীয় সমুদয় আমদানি শুষ্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রান করল।, যথা: -

শর্তাবলি:

১. আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ কেবল তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবে মর্মে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনূন যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চালান ওয়ারি অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে;
২. এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতি সুবিধার স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও তফসিল'-১ এ বর্ণিত অন্যান্য পণ্য এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে, আমদানিকারক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের গৃহীত আইনানুগ যে কোন ব্যবস্থা মানিয়া লাইতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে কটি অঙ্গিকারনামা আমদানিকৃত পণ্য খালাসের সময় সংশ্লিষ্ট কমিশনারের বরাবর দাখিল করিবেন;
৩. তফসিল'-২ এ বর্ণিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে এই প্রাপনের আওতায় রেয়াতি সুবিধার আমদানিযোগ্য হবে। পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে-
(ক) পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত পণ্যসমূহ ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে, উহাদের তালিকা ও প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে পেট্রোবাংলার প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে, এই ধরনের আমদানিকৃত পণ্যসমূহের জন্য শুষ্ক ও কর পরিশোধ করতে হবে না এবং এর তালিকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস নীতি ও আইসিটি) ও সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট দাখিল করতে হইবে;

- (খ) কোন যন্ত্র ভেঙে বা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট উহা জমা দিতে হবে এবং এই ধরনের জমাকৃত যন্ত্রের জন্য কোন শুল্ক ও কর প্রদান করতে হবে না, জমাকৃত ভগ্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় হিসাবে প্রচলিত নিয়মে নিলাম করা হবে এবং বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে;
- (গ) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়তি সুবিধার স্থায়ীভাবে ও পুনঃগুণনির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পণ্যের একটি তালিকা প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে অর্থাৎ ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবে;
৪. তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এইরূপ তফসিল-৩ বর্ণিত পণ্যসমূহ এই প্রজ্ঞাপনের অধীন রেয়াত প্রাপ্ত হবে না;
৫. পুনঃগুণনির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত জীপ ও পিক-আপের সংখ্যা সম্পর্কে আমদানির পূর্বেই পেট্রোবাংলা কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে;
৬. এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতপ্রাপ্ত আমদানিকৃত কোন প্রকার সেবা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, যন্ত্রাংশ ও পণ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না।)

মূল আদেশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ-

২৮ নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপন এসআর.ওনং ২০২৯ আইন/৯৫/১৬৩৯/কাস এবং ১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এবং এস.আর. ও নং ১৪৬-আইন/২০০৯/২২৪৯/শুল্ক এতদ্বারা রহিত করা হইল।

তফসিল-২

{শর্তাবলি দফা (২) দ্রষ্টব্য}

অন্যান্য পণ্যের তালিকা

SI. No.	Description of Materials
1.	Mud Chemicals, Completion Chemicals, Laboratory Chemicals, Compressor coolant and Reagent
2	Oil well cement, Cement additives /Chemicals
3	Tri-Ethylene glycol Methanol
4	Recorder chart for various type of gas metering recorder
5	Gasoline and water finding paste
6	Grease Sealant Lube Oil Heat transfer oil & Lubricant (Hydraulic Oil)
7	Silicagel, Sorbead H & Sorbead WS
8	Ceramic ball
9	Foam dry chemical powder for fire extinguisher and Fire tender
10	Cathodic protection materials Wrapping & coating materials
11	Explosive Detonators, one and cable for seismic survey and Logging works
12	Molecular Sieve
13	Bit and hole opener
14	Drilling materials and accessories
15	Rope & Shekels Spares for BOP & Choke manifold
16	Well completion materials
17	Well head & Z-mass Tree
18	Casing Accessories Fishing tools
19	Electrical equipment & Spare, including electrical cable
20	High performance polarizing microscope with digital photography
21	Petrography grinder
22	XRD with work station
23	Different types of valves
24	Data acquisition equipment
25	Crane Prime mover, Trailer Long body truck Back noc, bullozer fork lifter & other such materials

৫. Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 এবং Vienna Convention on Consular Relations, 1963 তে প্রদত্ত কূটনৈতিক সুবিধার আওতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথভাবে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কূটনৈতিক ব্যক্তি ও কূটনৈতিক মিশন কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Standing Order No- 3(84) NBR (Cus)/11/74/1766-70, Dated on 28th January 1975 এর অধীন জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
৭. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Memo No- 9(41)NBR/Cus-IV/72/ 246, Dated- 10th April, 1981 খ্রিস্টাব্দ এর অধীন Defence stores হিসাবে আমদানিকৃত সামগ্রী;
৮. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ৫৪২-এল/৮৪/৮৮৬/কাস, তারিখ : ১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে সাময়িকভাবে আনীত পণ্য;
৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ৬১-আইন/৯২/১৪৪৪/শুক, তারিখ : ১৭ মার্চ, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে সরকার, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অধীনে নিবন্ধনকৃত কোন দেশি/বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা অনিবন্ধিত দেশি /বিদেশি সংগঠন এর নামে আমদানিকৃত ত্রাণ সামগ্রী;
১০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ৩৬-আইন/৯৩/১৫০২/শুক, তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মুক, বধির, অন্ধ বা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ;
১১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ২০২-আইন/৯৫/১৬৩৯/শুক, তারিখ : ২৮-১১-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বাংলাদেশে খনিজ তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পণ্য;
১২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ৭৩-আইন/৯৭/১৭০০/শুক, তারিখ : ১৯-০৩-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্ল্যান্ট ও ইকুইপমেন্ট এবং অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
১৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১০০-আইন/২০০০/১৮৩২/শুক, তারিখ : ১৮-০৪-২০০০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্ল্যান্ট ও ইকুইপমেন্ট এর যন্ত্রাংশ;
১৪. ট্রান্সফার অব রেসিডেন্স (Transfer of Residence) (ব্যাগেজ) বিধিমালা, ২০০০ (প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৬৫-আইন/২০০০/১৮৪৬/কাস, তারিখ: ০৮ জুন, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ) এর আওতাভুক্ত বিবিধ পণ্য;
১৫. KAFCO সংশ্লিষ্ট আদেশ নং- ৩(২০) শুক-২/৯০(অংশ)/৬৬৯-৬৭০, তারিখ: ০৭/০৬/২০০০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
১৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ৭০-আইন/২০০২/১৯৪৪/শুক, তারিখ: ২৩/০৪/২০০২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমদানিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা, ইত্যাদি পণ্যসমূহ;
১৭. Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003 (প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ২৩৭-খর্ধ/২০০৩/২০১৫/ঈং, তারিখ : ০২/০৮/২০০৩) এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
১৮. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৫৫-আইন/২০০৪/২০৪৭/শুক, তারিখ: ১০ জুন, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সোলার প্যানেল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
১৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১১-আইন/২০০৫/২০৬৩/শুক, তারিখ: ১৬ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন ঢাকা ক্রিন ফুয়েল প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
২০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ৮০-আইন/২০০৭/২১৩২/শুক, তারিখ: ২০ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত জেনারেটর তৈরির উপকরণ;
২১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৬৩-আইন/২০০৭/২১৫৪/শুক, তারিখ: ২৮ জুন, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
২২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ২৯২-আইন/২০০৭/২১৭২/শুক, তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
২৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৩৭-আইন/২০০৯/২২৪০/শুক, তারিখ: ১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন রেফারেল হাসাপাতাল কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
২৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৪৩-আইন/২০০৯/২২৪৬/শুক, তারিখ: ১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
২৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫১-আইন/২০০৯/২২৫৪/শুক, তারিখ: ১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত টেক্সটাইল;

২৬. এস.আর.ও নং- ১৯০-আইন/২০০৯/ ২২৫৫/শুষ্ক, তারিখ: ০২ জুলাই, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত ট্যাগ, লেবেল, স্টিকার;
২৭. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৯৪-আইন/২০১০/২৩১২/শুষ্ক, তারিখ: ১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কেবল বাংলাদেশে চলাচলকারী ভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
২৮. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২৩৮-আইন/২০১০/২৩১৭/শুষ্ক, তারিখ: ২৯ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সংসদ-সদস্য কর্তৃক আমদানীয় শুষ্ক-কর মুক্ত গাড়ী;
২৯. প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ৩৭-আইন/২০১১/২৩২৮/শুষ্ক, তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ, এর অধীন মুসক নিবন্ধিত এনার্জি সেভিং ল্যাম্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ কম্পোনেন্ট;
৩০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৬৯-আইন/২০১১/২৩৫৬/কাস্টমস, তারিখ: ০৯ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে Effluent Treatment Plant (ETP) ব্যবহারকারী কর্তৃক আনীত কেমিক্যালস;
৩১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৬০-আইন/২০১২/২৩৮৮/কাস্টমস, তারিখ : ০৭ জুন, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন পোল্ট্রি ও ডেইরি শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
৩২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৬৪-আইন/২০১২/২৩৯২/কাস্টমস, তারিখ: ০৭/০৬/২০১২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত Hatching eggs;
৩৩. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১৫০-আইন/২০১৩/২৪৩৭/কাস্টমস, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন জাহাজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানীয় পণ্য;
৩৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১৫১-আইন/২০১৩/২৪৩৮/কাস্টমস, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন পর্যটন শিল্পের জন্য আমদানিকৃত পণ্য;
৩৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২১৫-আইন/২০১৩/২৪৫৪/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সংবাদপত্র শিল্পের জন্য আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্ট;
৩৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১২২-আইন/২০১৪/২৪৮৬/কাস্টমস, তারিখ : ০৫ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত ফার্মাসিউটিক্যালস্ কাঁচামাল;
৩৭. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১৩৬-আইন/২০১৪/২৫০০/কাস্টমস, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন জাহাজ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
৩৮. প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৪৫-আইন/২০১৫/২৫/ কাস্টমস, তারিখঃ ৪ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৩৯. প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৪৬-আইন/২০১৫/২৬/ কাস্টমস, তারিখঃ ৪ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন তাঁত বস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৪০. প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ২০৩-আইন/২০১৫/৪০/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত ক্যাসার নিরোধক ঔষধ তৈরির কাঁচামাল;
৪১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৫১-আইন/২০১৬/১৩/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
৪২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৫২-আইন/২০১৬/১৪/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন চামড়া শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে আমদানিকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি;
৪৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৫৪-আইন/ ২০১৬/১৬/ কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কৃষি যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংযোজনকারী ও উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
৪৪. প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/২০১৬/১৯/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত হিউম্যান হ্লার;
৪৫. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১৬১-আইন/২০১৬/২৩/কাস্টমস, তারিখ: ০২/০৬/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন শতভাগ রশ্মানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরির উপকরণ;
৪৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১৬৪-আইন/২০১৬/২৬/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন যাত্রী (অপর্যটক) কর্তৃক আমদানিকৃত ব্যাগেজ পণ্যসমূহ;
৪৭. প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৬৬-আইন/ ২০১৬/২৮/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন শিশু পার্ক/এগ্রামিউজমেন্ট পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমদানিকৃত কতিপয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৪৮. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৮-আইন/২০১৭/১৪/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;

৪৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩০-আইন/২০১৭/১৬/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন পোল্ট্রি, লাইভস্টক, ডেইরি, ফিশারিজ এবং ফিড আমদানিকারক ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল ও পণ্য;
৫০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩১-আইন/২০১৭/১৭/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
৫১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩২-আইন/২০১৭/১৮/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সেলুলার ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
৫২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩৩-আইন/২০১৭/১৯/কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
৫৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩৪-আইন/২০১৭/২০/ কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বায়োহাইজিন মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত উপকরণ;
৫৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩৬-আইন/২০১৭/২২/ কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত কম্পিউটার সামগ্রী;
৫৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী ও ভেভর কর্তৃক আমদানিকৃত মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
৫৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৫৮-আইন/২০১৭/৪৪/কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য;
৫৭. প্রজ্ঞাপন এস. আ. ও. নং ১৪৮-আইন/২০১৬/১০/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মসকু নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য ও কাঁচামাল;
৫৮. প্রজ্ঞাপন নং ২১৮-আইন/২০১৬/১০/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় ঔষধের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত রাসায়নিক যৌগ;
৫৯. প্রজ্ঞাপন এস. আ. ও. নং ১৫৭-আইন/২০১৯/২৭/কাস্টমস, তারিখ: ৩০ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয় কম্প্রসার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৬০. প্রজ্ঞাপন এস. আ. ও. নং ১৫৯-আইন/২০১৯/২৮/কাস্টমস, তারিখ: ৩০ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয় পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৬১. নিম্নবর্ণিত TABLE- ও এর কলাম (১) এর বিপরীতে কলাম (২) এ বর্ণিত H.S. Code এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি সংযুক্ত, যা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ উল্লেখ করা হয়েছে।
৬২. প্রজ্ঞাপন এস. আ. ও. নং ২৯৭-আইন/২০১৯/৪৬/কাস্টমস, তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রি: এর মাধ্যমে জারীকৃত ডি মিনিমিস বিধিমালার অধীন আমদানিকৃত পণ্য; ।
৬৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ৭০-আইন/২০২০/৬০/কাস্টমস, তারিখ: ০৪ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্লাস্ট ও ইকুইপমেন্ট এবং অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৬৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৫-আইন/২০২০/৭৬/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রী;
৬৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৭-আইন/২০২০/৭৮/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় ঔষধের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত রাসায়নিক যৌগ;
৬৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৮-আইন/২০২০/৭৯/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন পোস্ট, লাইভস্টক ও ডেইরী ফিড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অথবা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত ফিসারী এবং মৎস্য ফিড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
৬৭. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৯-আইন/২০২০/০০/ কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কৃষি যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে: সংযোজন, ও প্রস্তুতকারী শিল্প কর্তৃক, আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ উপকরণ;
৬৮. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩০-আইন/২১২০/৮১/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন 'জাহাজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ' আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং উপকরণ;
৬৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩১-আইন/২০২০/৮২/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয় 'কম্প্রসার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৭০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩৩-আইন/২০২০/৮৪/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সিএনজি কনভার্সন কাজে ব্যবহৃত আমদানিকৃত সিএনজি কিট ও যন্ত্রাংশ;

৭১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং, ১৩৪-আইন/২০২০/৮৫/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ "খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বাংলাদেশ বেসরকারী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগকারী কর্তৃক, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
৭২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৮৬ আইন/২০২০/৯৫/কাস্টমস, তারিখ: ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৭৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.-নং ১১৩-আইন/২০২১/০২/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৭৪. প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও, নং ১১৪-আইন/২০২১/০৩/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য/কীচামাল;
৭৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১১৬-আইন/২০২১/০৫/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৭৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১১৭-আইন/২০২১/০৬/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৭৭. প্রজ্ঞাপন এস.-আর.ও. নং ১১৯-আইন/২০২১/০৮/কাস্টমস, তারিখ; ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৭৮. প্রজ্ঞাপন এস.-আর-ও নং ১২০-আইন/২০২১/০৯/কাস্টমস, তারিখঃ ২৪ মে, ২০২১. খ্রিস্টাব্দ এর অধীন টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা উপকরণঃ
৭৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং. ১২১-আইন/২০২১/১০/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত ক্যান্সার নিরোধক ঔষধ প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১২২-আইন/২০২১/১১৯/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন এলপি গ্যাস সিলিন্ডার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত-পণ্য;
৮০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১২৪-আইন/২০২১/৯৩/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ
৮১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১২৫-আইন/২০২১/১৪/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন ওয়াশিং মেশিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৮২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১২৬-আইন/২০২১/১৫/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন রামপাল ১৩২০ মেঃ ওঃ (কয়লাভিত্তিক) মৈত্রী সুপার খারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৮৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৭-আইন/২০২১/১৬/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সেলুলার ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৮৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৯-আইন/২০২১/১৮/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নির্মাণের উপকরণ;
৮৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩০-আইন/২০২১/১৯/কাস্টমস, তারিখ : ২৪ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা এর অধীন বাপেব্ল, বিজিএফসিএল, এসজিএফএল কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৮৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২২৩-আইন/২০২১/৩১/কাস্টমস তারিখ: ২৭ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মোটর সাইকেল শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত মোটর সাইকেলের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ

৩৪। পরিশিষ্ট সমূহ-

এনবিআর ও কাস্টমস সংক্রান্ত এস.আর.ও, সাধারণ আদেশ এবং ট্যারিফ সিডিউল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোডগুলো স্ক্যান করুন।



তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

তৃতীয় অধ্যায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি?

মূল্য সংযোজন কর বা মূসক (VAT) একটি পরোক্ষ কর, যা ভোক্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। বাংলাদেশে ভোগকৃত পণ্য বা সেবা মূল্যের উপর ১৫% হারে এ কর আরোপিত। মূল্য সংযোজন কর আইন বা প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা ব্যতীত বাংলাদেশে উৎপাদিত, সরবরাহকৃত বা আমদানিকৃত সকল পণ্য ও সেবার উপর মূসক প্রযোজ্য। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ মূসক আদায় করে থাকেন। শুল্ক স্টেশনে শুল্ক-করাদি আদায়কালে আমদানিকারকের নিকট থেকে এ মূসক আদায় করা হয়। সহজ অর্থে মূল্য সংযোজন কর হলো “মূল্য সংযোজন” এর উপর বা সংযোজিত মূল্যের উপর আরোপিত কর। কোন পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী অথবা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য উৎপাদনে/সরবরাহে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণ মূল্যের সাথে উৎপাদন পর্যায়ের সকল ব্যয়সহ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য হয় বলে একে মূল্য সংযোজন কর বলা হয়।

মূসক ব্যবস্থায় উৎপাদক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক প্রদেয় উৎপাদন কর (বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য মূসক) এর বিপরীতে রেয়াত হিসাবে সমন্বয়ের বিধান থাকায় করের উপর করারোপের কোন সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকে না। পণ্য ও সেবার উপর এ কর আরোপ এবং আহরণ করা হয়। পণ্য/সেবার উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক পণ্য বা সেবা বিক্রয়কালে ক্রেতা বা ভোক্তা হতে এ কর আদায় করে থাকেন। এ কর ব্যবস্থায় বিক্রেতা ট্যালর কালেক্টর হিসেবে বিবেচিত হন। ক্রেতা বা ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে মূসক এর অর্থ দিয়ে থাকেন। ক্রেতা বা ভোক্তা চূড়ান্তভাবে করের ভার বহন করায় একে ভোক্তা কর (Consumer Tax) বা পরোক্ষ কর (Indirect Tax) বলা হয়।

১.১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি ভাবে কাজ করে?

নিবন্ধিত করদাতা তার পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে মূসক পরিশোধ করেন। পণ্যের উৎপাদন থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যখনই পণ্যের হাত বদল হয়, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধযোগ্য। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও তাই। যদিও বিক্রয় মূল্যের সাথে ক্রয়মূল্যের পার্থক্যই মূল্য সংযোজন, তথাপি বিক্রয় মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে মূসক এর পরিমাণ হিসেব করতে হয়। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (যে ক্ষেত্রে কর রেয়াত গ্রহণ করা যায়) করদাতা প্রদেয় মূসক থেকে তার সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয় বা আমদানির ক্ষেত্রে যে মূসক পরিশোধ করে থাকেন তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূসক সরকারি ট্রেজারীতে জমা করেন।

একজন নিবন্ধিত ব্যক্তির পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর যে পরিমাণ মূসক প্রদেয় হয় তাকে বলা হয় উৎপাদন কর (output tax)। আর তিনি তার পণ্য বা সেবা তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ মূসক দিয়ে এসেছেন তাকে বলা হয় উপকরণ কর (input tax)। এ দুটির পার্থক্যের সম পরিমাণ অর্থ নীট মূসক হিসেবে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত হয়। প্রতিটি স্তরে, এ পরিমাণ মূসক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়, আর ভোক্তাই করের এ ভার বহন করে থাকেন।

১.২। মূসক এর হার ও পরিধি

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাংলাদেশে মূলতঃ একক হার বিশিষ্ট কর ব্যবস্থা। কিছু ব্যতিক্রম এবং অব্যাহতি ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত সকল পণ্য, সেবা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য ভিত্তিক হার হবে ১৫%। অর্থাৎ বাংলাদেশে মূসক এর আদর্শ হার হচ্ছে ১৫%। কোনো পণ্য বা সেবা সুনির্দিষ্টভাবে মূসক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলে, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে এ হারে মূসক প্রযোজ্য। রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবা বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য বা বিদেশগামী যানবাহনে ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে মূসক প্রযোজ্য নয়, শূন্যহার প্রযোজ্য। সর্বশেষ অর্থবছর (২০২১-২২) এর বাজেট অনুযায়ী আদর্শহার ব্যতীত কতিপয় ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যভিত্তিক ৭টি নিম্নতর হার বিদ্যমান আছে। যথা ২%, ২.৪%, ৪%, ৫%, ৭.৫%, ১০% এবং সুনির্দিষ্ট কর হার।

১.৩। টার্নওভার কর

মূসক আইনে টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়ের বিধান আছে। ‘টার্নওভার’ বলতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট সময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মোট অর্থকে বোঝানো হয়। করযোগ্য কোন পণ্য

উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারির (বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতাভুক্ত পন্য/সেবা ব্যতীত) বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকা হলে তাদের ক্ষেত্রে মূসক নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। সে সকল প্রতিষ্ঠানকে টার্নওভার করার আওতায় তালিকাভুক্ত হতে হয় এবং নির্ধারিত বার্ষিক টার্নওভারের উপর ৪% হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে হয়।

বার্ষিক টার্নওভার সম্পর্কিত ঘোষণা ফরম “মূসক-২.১” পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে online আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির ৩(সাত) দিনের মধ্যে আবেদনের যথার্থতা পরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে ‘মূসক-২.৩’ ফরমে তালিকাভুক্তির প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। তালিকাভুক্তির তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানটির জন্য টার্নওভার কর প্রদেয় হবে। ঘোষণা মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্নওভার কর পরিশোধ করা যায়।

২। সম্পূরক শুল্ক

মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় সম্পূরক শুল্কও আদায় হয়। সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য, অত্যাৱশ্যক নয় ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্য বা সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হয়। মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি মূসক আদায়ের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কও আদায় করে থাকেন এবং মূসক জমা দেয়ার সময় ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সম্পূরক শুল্ক ভিন্ন হিসাব খাতে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন। চলতি হিসাব ও মূসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্কের হিসাব রাখা হয়। কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক উপকরণ কর হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় তিনি সম্পূরক শুল্কের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারেন না। তবে, পণ্য বা সেবা রপ্তানি করলে উক্ত রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্কসহ উপকরণ কর প্রত্যর্পন নেয়া যায়।

২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য মূসক আইনের দ্বিতীয় তফসিল (মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫৫) এর মাধ্যমে ১৫ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। এ গুলো হলো ৫%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫%, ৩০%, ৩৫%, ৪৫%, ৫৫%, ৬০%, ৬৫%, ১৫০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০%। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহের তালিকা নির্ধারিত হারসহ কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

৩। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।

- (১) এই আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় ও পঞ্চদশ অধ্যায় এবং ধারা ১২৮, ১৩২, ১৩৪ ও ১৩৫ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অধ্যায় ও ধারাসমূহ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য অধ্যায় ও ধারাসমূহ সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

৩.১। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (১) “অনাবাসিক ব্যক্তি” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি আবাসিক নহেন;
- (২) “অপরাধ” অর্থ ধারা ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬ ও ১১৭ এ উল্লিখিত কোন অপরাধ;
- (৩) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ” অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ;
- (৪) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি” অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি;
- (৫) “অর্থ” অর্থ বাংলাদেশ বা যে কোন দেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা (legal tender), এবং নিম্নবর্ণিত দলিলাদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
 - (ক) বিনিমেয় দলিল (negotiable instrument);
 - (খ) বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোট, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার বা সমতুল্য দলিল;
 - (গ) ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড; বা
 - (ঘ) এ্যাকাউন্ট ডেবিট বা ক্রেডিটের মাধ্যমে প্রদত্ত সরবরাহ;
- (৬) “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” অর্থ পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কোন কার্যক্রম; এবং

- নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম এর উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:
- (ক) কোন ব্যবসা পেশা, বৃত্তি, জীবিকা উপার্জনের উপায়, পণ্য প্রস্তুত বা কোন ধরনের উদ্যোগ (undertaking) মুনাফার লক্ষ্যে কার্যক্রমটি পরিচালিত হউক বা না হউক;
- (খ) লিজ, লাইসেন্স বা অনুরূপ উপায়ে কোন পণ্য, সেবা বা সম্পত্তি সরবরাহ;
- (গ) কেবল একবারের জন্য পরিচালিত কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা উদ্যোগ; বা
- (ঘ) উক্ত কার্যক্রমের প্রারম্ভে বা শেষে সম্পাদিত কোন কার্য; তবে-
- নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) কর্মচারী কর্তৃক তাহার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা;
- (খ) কোম্পানীর কোন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা: তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত উক্ত পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইবে;
- (গ) বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত নয় এমন কোন বিনোদনমূলক কাজ বা শখ;
- (ঘ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত, সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্ধারিত কোন কার্যক্রম;
- (৭) “অংশীদারি কারবার” অর্থ অংশীদারি কারবার আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত অংশীদারি কারবার;
- (৮) “আগাম কর” অর্থ ধারা ৩১(২) এর অধীন করযোগ্য আমদানির উপর আগাম প্রদেয় কর;
- (৯) “আদেশ” অর্থ বোর্ড বা অনুমোদিত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ;
- (১০) “আনুক্রমিক (progressive) বা পর্যাবৃত্ত (periodic) সরবরাহ” অর্থ কোন চুক্তির বা লিজ বা হায়ার অব লাইসেন্স (ফাইন্যান্স লিজসহ) এর অধীন আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্তভাবে অর্থ পরিশোধের শর্তাধীনে প্রদত্ত কোন সরবরাহ
- (১১) “আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা” অর্থ জাহাজে পণ্য বোঝাইকরণ বা খালাসকরণ সংক্রান্ত সেবা, পণ্য বাঁধা সংক্রান্ত সেবা, পণ্য পরিদর্শন সংক্রান্ত সেবা, শুল্ক দলিলাদি প্রস্তুতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সেবা, কন্টেইনার হ্যাভলিং সংক্রান্ত সেবা, পণ্য গুদামজাতকরণ বা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সেবা ও অনুরূপ অন্য কোন সেবা;
- (১২) “আন্তর্জাতিক পরিবহন” অর্থ আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা ব্যতিরেকে, সড়ক, নৌ বা আকাশপথে যাত্রী ও পণ্যাদির নিম্নবর্ণিত পরিবহন, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন স্থানে পরিবহন; বা
- (গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;
- (১৩) “আন্তর্জাতিক সহায়তা ও ঋণ চুক্তি” অর্থ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, কারিগরি বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার এবং বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত আবদ্ধ কোন চুক্তি;
- (১৪) “আপীলাত ট্রাইব্যুনাল” অর্থ Customs Act, 1969 এর section 196 এর অধীন গঠিত শুল্ক, আবগারি এবং মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল;
- (১৫) “আবাসিক ব্যক্তি” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, যিনি-
- (ক) স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস করেন; বা
- (খ) চলতি বর্ষপঞ্জির ১৮-২ (একশত বিরাশি) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করেন; বা
- (গ) কোন বর্ষপঞ্জির ৯০ (নব্বই) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং উক্ত বর্ষপঞ্জির অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ (তিনশত পয়ষট্টি) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন; এবং নিম্নবর্ণিত সত্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- ক) কোম্পানী, যদি উহা বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের অধীন নিগমিত হয় বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- খ) ট্রাস্ট, যদি ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি বাংলাদেশে আবাসিক হন বা ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- গ) ট্রাস্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি সংঘ, যদি উহা বাংলাদেশে গঠিত হয় বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- ঘ) সকল সরকারি সত্তা; বা
- ঙ) সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ;
- (১৬) “আমদানি” অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে কোন পণ্য আনয়ন;

- (১৭) “আমদানিকৃত সেবা” অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে সরবরাহকৃত সেবা;
- (১৮) “ইলেকট্রনিক সেবা” অর্থ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, স্থানীয় কিংবা বৈশ্বিক তথ্য নেটওয়ার্ক বা অনুরূপ মাধ্যমে প্রদানকৃত নিম্নবর্ণিত সেবা-
- (ক) ওয়েব সাইট, ওয়েব-হোস্টিং বা অনুষ্ঠান ও যন্ত্রপাতির দূরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ;
- (খ) সফটওয়্যার এবং দূরবর্তী সেবা প্রদানের মাধ্যমে উহার হালনাগাদকরণ;
- (গ) প্রদত্ত ইমেজ (image), টেমপ্লেট এবং তথ্য;
- (ঘ) ডাটাবেইজ বা তথ্যভান্ডারে প্রবেশাধিকার (access to database);
- (ঙ) স্ব-শিক্ষণ প্যাকেজ;
- (চ) সঙ্গীত, চলচ্চিত্র এবং ক্রীড়া; এবং
- (ছ) রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা, খেলাধুলা, বিজ্ঞান বিষয়ক এবং টেলিভিশন সম্প্রচারসহ যেকোন বিনোদনমূলক সম্প্রচার এবং অনুষ্ঠান।
- (১৮ক) “তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিক্রয়, বিনিময় বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা উপকরণ হিসাবে গণ্য হইবে;”;
- (ক) শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফিল্ডচার, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুস্বাস্থ্যকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, পুণঃ সংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ;
- (খ) সকল প্রকার আসবাবপত্র, অফিস সাপ্লাই, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ক্রয় বা মেরামতকরণ;
- (গ) ইন্টেরিয়োর ডিজাইন, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা;
- (ঘ) যানবাহন ভাড়া ও লিজ গ্রহণ
- (ঙ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ, উন্নয়নমূলক কাজ ও এর সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা; এবং
- (চ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত, অফিস, শো-রুম বা অনুরূপ ক্ষেত্র, যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার ভাড়া (Rent) গ্রহণ।
- তবে, শর্ত থাকে যে, আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত “ব্যবসায়ী” কর্তৃক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্য “উপকরণ” হিসেবে গণ্য হইবে। নিম্নে উল্লিখিত পণ্য বা সেবাসমূহ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হইবে না মর্মে পরিধি নির্ধারণ করিল, যথা:
- (১৯) “উপকরণ কর” (input tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যাতিত) এবং স্থানীয় উৎস হতে উপকরণ হিসেবে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপর তে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- (২০) “উৎপাদন কর” (output tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর, যথা:-
- (ক) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ; বা
- (খ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য সেবা আমদানি;
- (২১) “উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা” অর্থ-
- (ক) কোন সরকারি সত্তা;
- (খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
- (গ) কোন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- (ঘ) কোন মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (ঙ) কোন লিমিটেড কোম্পানী;
- (২২) “উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” অর্থ উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত কোন সনদপত্র;
- (২৩) “কমিশনার” অর্থ ধারা ৭৮ এর অধীন নিয়োগকৃত কমিশনার;
- (২৪) “কর” অর্থ মূসক, টার্নওভার কর ও সম্পূরক গুরু, এবং বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ডও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৫) “কর চালানপত্র” (tax invoice) অর্থ ধারা ৫১ এর অধীন সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (২৬) “করদাতা” অর্থ এই আইনের অধীন কর পরিশোধকারী এবং উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা;

- (২৭) “কর নিরূপণ” অর্থ পঞ্চম অধ্যায় এর অধীন করদাতা কর্তৃক কর নিরূপণ (assessment);
- (২৮) “কর নির্ধারণ” অর্থ একাদশ অধ্যায় এর অধীন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক কর নির্ধারণ (determination);
- (২৯) “কর ভগ্নাংশ” অর্থ নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী নির্ণীত অর্থের পরিমাণ, যথা:-
যেইক্ষেত্রে, অর্থ ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূসক হার;
- (৩০) “কর মেয়াদ” অর্থ-
(ক) মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে, খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিতে চিহ্নিত এক মাস; বা
(খ) টার্নওভার করের ক্ষেত্রে, ত্রৈমাসিক সময়কাল, যাহা মার্চ ৩১, জুন ৩০, সেপ্টেম্বর ৩০ বা ডিসেম্বর ৩১ এ সমাপ্তি ঘটে;
- (৩১) “করযোগ্য আমদানি” অর্থ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি ব্যতীত যেকোন আমদানি;
- (৩২) “করযোগ্য সরবরাহ” অর্থ কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোন সরবরাহ
- (৩৩) “করহার” অর্থ প্রাসঙ্গিকতা ভেদে-
(ক) ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূসক হার;
(খ) ধারা ৫৫(৪) এ উল্লিখিত সম্পূরক শুল্কহার; বা
(গ) ধারা ৬৩(১) এ উল্লিখিত টার্নওভার করহার;
- (৩৪) “কর সুবিধা” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন সুবিধা, যথা:-
(ক) উৎপাদন কর হ্রাসকরণ;
(খ) পণ্য আমদানির উপর মূসক হ্রাসকরণ;
(গ) জের টানা অতিরিক্ত অর্থের বৃদ্ধি বা করদাতার করদায়ের পরিমাণ হ্রাসকরণ;
(ঘ) হ্রাসকারী সমন্বয়ের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ;
(ঙ) বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হ্রাসকরণ;
(চ) কর ফেরত প্রদান;
(ছ) উৎপাদ কর স্থগিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াতের দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ;
(জ) উৎপাদ কর বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হিসাব বিলম্বিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ;
(ঝ) মূলত ও কার্যত একটি করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানিকে অকরযোগ্য সরবরাহ বা আমদানিতে পরিণতকরণ;
(ঞ) মূলত ও কার্যত কোন আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার না থাকা সত্ত্বেও রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার সৃষ্টিকরণ; বা
(ট) করদাতার টার্নওভার কম প্রদর্শন;
- (৩৫) “কার্যধারা” (proceedings) অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা বা কার্যক্রম, কিন্তু ষোড়শ অধ্যায়ে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৩৬) “কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তি” অর্থ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন সরবরাহের পণ্য পণ একাধিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।
- (৩৭) “কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান” অর্থ ধারা ৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান;”।
- (৩৮) “কোম্পানী” অর্থ বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশের বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোম্পানি হিসাবে নিয়মিত কোন প্রতিষ্ঠান;
- (৩৯) “ক্রেডিট নোট” অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (৪০) “চালানপত্র” অর্থ পণ পরিশোধের দায় সংক্রান্ত কোন দলিল;
- (৪১) “জরিমানা” অর্থ ধারা ৮৫ এর অধীন মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত জরিমানা, কিন্তু অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদণ্ড উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৪২) “টার্নওভার” অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্ধারিত সময়ে বা কর মেয়াদে তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্বারা প্রস্তুতকৃত, আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ;
- (৪৩) “টার্নওভার কর” অর্থ ধারা ৬৩ এর অধীন আরোপিত কর;
- (৪৪) “ডেবিট নোট” অর্থ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;

- (৪৫) “তফসিল” অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;
- (৪৬) “তালিকাভুক্ত” অর্থ ধারা ১০(২) এর অধীন টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত;
- (৪৭) “তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি” অর্থ ধারা ১০(১) এর অধীন টার্নওভার কর তালিকাভুক্তিযোগ্য কোন ব্যক্তি;
- (৪৮) “তালিকাভুক্তিসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে (২) [৫০ (পঞ্চাশ)] লক্ষ টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;
- (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশবিশেষের বিক্রয় মূল্য; বা
- (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;
- (৪৯) “দলিল” অর্থে নিম্নবর্ণিত বস্তু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) কোন কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তু যাহার উপর অক্ষর, সংখ্যা, প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে কোন লেখনী প্রকাশ করা হয়; বা
- (খ) কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার ফিটা, কম্পিউটার ডিস্ক বা অনুরূপ কোন ডিভাইস (ফবারপব) যাহা উপাত্ত ধারণ করিতে পারে;
- (৫০) “দাখিলপত্র” অর্থ কর নিরূপণ ও কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোন করমেয়াদে করদাতা কর্তৃক পেশকৃত কোন দাখিলপত্র;
- (৫১) “দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন);
- (৫২) “নির্দিষ্ট স্থান” অর্থ বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত কোন স্থান, যথা:-
- (ক) ব্যবস্থাপনার স্থান;
- (খ) শাখা, দপ্তর, কারখানা বা ওয়ার্কশপ;
- (গ) খনি, গ্যাসকূপ, পাথর বা অনুরূপ কোন খনিজ সম্পদ আহরণ ক্ষেত্র (quarry); বা
- (ঘ) নির্মাণ বা স্থাপনা প্রকল্পের অবস্থান;
- (৫৩) “নির্ধারিত” অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;
- (৫৪) “নিবন্ধন” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন মূসক নিবন্ধন;
- (৫৫) “নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন মূসক নিবন্ধনযোগ্য কোন ব্যক্তি;
- (৫৬) “নিবন্ধিত ব্যক্তি” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন মূসক নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি;
- (৫৭) “নিবন্ধনসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে [৩ (তিনকোটি)] টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;
- (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশের বিক্রয় মূল্য; বা
- (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;
- তবে শর্ত থাকে যে দফা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এ অধীন কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করার ক্ষেত্রে এই নিবন্ধনসীমা প্রযোজ্য হবে না।
- (৫৮) “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ
- (ক) পরস্পর সহযোগী নয় এরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন সরবরাহের পণ;
- (খ) যদি দফা (ক) এ উল্লিখিত ন্যায্য বাজার মূল্য পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ইতোপূর্বে একই পরিস্থিতিতে সমজাতীয় কোন সরবরাহের পণ;
- (গ) যদি উক্তরূপে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা না যায়, তাহা হইলে পরস্পর সহযোগী নয় এমন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সাধারণ ব্যবসায় সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরূপিত পণের নৈর্ব্যক্তিক গড়ের ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য;
- (৫৯) “পণ” অর্থ কোন সরবরাহের (বিপরীতে) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদেয় অর্থ বা নগদ অর্থের পরিবর্তে প্রদত্ত বা প্রদেয় দ্রব্যের ন্যায্য বাজার মূল্য-এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ের অর্থও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

- (ক) এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন আরোপিত কর, যাহা-
- সরবরাহের উপর বা সরবরাহের কারণে সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা
 - গ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্ত মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা উহার সহিত সংযোজিত হয়;
- (খ) সার্ভিস চার্জ হিসাবে উল্লিখিত কোন অর্থ; বা
- (গ) হায়ার পারচেজ বা ফাইন্যান্স লিজ চুক্তির অধীন পণ্য সরবরাহের পণের মধ্যে ফাইন্যান্স লিজ বা হায়ার পারচেজের অধীন ঋণ প্রদান সম্পর্কিত প্রদেয় যেকোন অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; কিন্তু সরবরাহের সময় যে মূল্যছাড় দেওয়া হয় তাহা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৬০) “পণ্য” অর্থ শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটিজ এবং অর্থ ব্যতীত সকল প্রকার দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি;
- (৬১) “পণ্য সরবরাহ” অর্থ
- (ক) পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যবিধ ভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের অধিকার হস্তান্তর; বা
 - (খ) লিজ, ভাড়া, কিস্তি, হায়ার পারচেজ বা অন্য কোনভাবে পণ্য ব্যবহারের অধিকার প্রদান এবং ফাইন্যান্স লিজের আওতায় পণ্য বিক্রয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৬২) “প্রচলন রপ্তানি” অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোন [পণ্য বা সেবা] [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;
 - (খ) কোন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ; বা
 - (গ) স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ;
- (৬৩) “প্রতিনিধি” অর্থ
- (ক) অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অভিভাবক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত ব্যবস্থাপক;
 - (খ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে, অবসায়নাধীন কোম্পানী ব্যতিরেকে কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্যকোন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি;
 - (গ) অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে, উহার কোন অংশীদার;
 - (ঘ) ট্রাস্টের ক্ষেত্রে, উক্ত ট্রাস্টের ট্রাস্টি বা নির্বাহক বা প্রশাসক;
 - (ঙ) ব্যক্তি সংঘের ক্ষেত্রে, উহার চেয়ারম্যান, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ;
 - (চ) সরকারি সত্তার ক্ষেত্রে, উহার মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্যকোন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি;
 - (ছ) বৈদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে, উক্ত বৈদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
 - (জ) অনাবাসিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক নিযুক্ত মূসক এজেন্ট; বা
 - (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিনিধি;
- (৬৪) “প্রদেয় নীট কর” অর্থ কোন কর মেয়াদে ধারা ৪৫ এর অধীন নিরূপিত কর.
- (৬৫) “প্রস্তুতকরণ (manufacturing)” অর্থ-
- (ক) (ক) কোন পদার্থ এককভাবে বা অন্য কোন পদার্থ বা সরঞ্জাম বা উৎপাদনের অংশবিশেষের সহিত সংযোগ বা সম্মেলনের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদার্থ বা পণ্যে রূপান্তরকরণ বা উহাকে এইরূপে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত বা পুনরাকৃতি প্রদানকরণ যাহাতে উক্ত পদার্থ ভিন্নভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়;
 - (খ) পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিবার জন্য কোন আনুষঙ্গিক বা সহায়ক প্রক্রিয়া;
 - (গ) মুদ্রণ, প্রকাশনা, শিলালিপি বা মিনাকরণ প্রক্রিয়া;
 - (ঘ) সংযোজন, মিশ্রণ, পরিশুদ্ধকরণ, কর্তন, তরলীকরণ, বোতলজাতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ বা পুনঃমোড়কাবদ্ধকরণ; বা
 - (ঙ) মধ্যবর্তী বা অসমাপ্ত প্রক্রিয়াসহ পণ্য উৎপাদন বা তৈরিতে গৃহীত সকল প্রক্রিয়া;
- (৬৬) “ফাইন্যান্স লিজ” অর্থ হায়ার পারচেজ ব্যতীত এমন কোন লিজ যাহা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ফাইন্যান্স লিজ হিসেবে গণ্য;
- (৬৭) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন);
- (৬৮) “বকেয়া কর” অর্থ ধারা ৯৫ এ উল্লিখিত বকেয়া কর;

- (৬৯) “বিধি” অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি;
- (৭০) “বিল অব এন্ট্রি” (Bill of Entry) অর্থ [কাস্টমস আইনের] ধারা ২ (সি)-তে সংজ্ঞায়িত ইরষ ড় উহঃঃঃ;
- (৭১) “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন বৃদ্ধিকারী সমন্বয়, যথা:-
- (ক) উৎসে কর্তিত করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (খ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (গ) ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ না করিবার ফলে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (private use) পণ্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (চ) নিবন্ধন বাতিলের কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ছ) মূসক হার পরিবর্তিত হওয়ার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ছছ) পূর্ববর্তী যে কোন কর মেয়াদে কম পরিশোধিত মূসকের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (জ) সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড, ফি, বকেয়া কর ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়; বা
 - (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (৭২) “বৃহৎ করদাতা ইউনিট” অর্থ ধারা ৭৮(৩) এর অধীন গঠিত কোন বৃহৎ করদাতা ইউনিট;
- (৭৩) “বোর্ড” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ৭৬ নং আদেশ) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (৭৪) “ব্যক্তি” অর্থ স্বাভাবিক কোন ব্যক্তি, এবং নিম্নবর্ণিত সত্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:
- (ক) কোন কোম্পানী;
 - (খ) কোন ব্যক্তি সংঘ;
 - (গ) কোন সরকারি সত্তা;
 - (ঘ) কোন বৈদেশিক সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন বিভাগ বা নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
 - (ঙ) কোন আন্তঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন; বা
 - (চ) সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ বা অনুরূপ কোন উদ্যোগ; বা
 - (ছ) অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
- (৭৫) “ব্যক্তি সংঘ” অর্থ অংশীদারি কারবার, ট্রাস্ট বা অনুরূপ কোন ব্যক্তি সংঘ, কিন্তু কোন কোম্পানী বা অনিগমিত যৌথ মূলধনী কারবার উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৭৬) “ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা” অর্থ নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তির অনুকূলে ইস্যুকৃত মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্রে উল্লিখিত কোন অনন্য ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (৭৭) “ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সেবা” অর্থে-
- (ক) ভূমির উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত সেবা;
 - (খ) নির্দিষ্ট ভূমির উপর বিশেষজ্ঞ এবং এস্টেট এজেন্ট প্রদত্ত সেবা;
 - (গ) নির্দিষ্ট ভূমির উপর গৃহীত বা গৃহীতব্য নির্মাণ কাজ সম্পর্কিত সেবা;
- (৭৮) “মূল্য” অর্থ:
- (ক) ধারা ২৮ এ উল্লিখিত আমদানি মূল্য; বা
 - (খ) ধারা ৩২ এ উল্লিখিত সরবরাহ মূল্য;
- (৭৯) “মূল্য সংযোজন কর” বা “মূসক” অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন আরোপিত মূল্য সংযোজন কর;
- (৮০) “মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ৭৮ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ;
- (৮১) “মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা” বা “মূসক কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ৭৮(১) এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তা;
- (৮২) “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোন সরবরাহ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮৩) “কাস্টমস আইন” অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রদত্ত কোন আদেশ;
- (৮৪) “কাস্টমস কমিশনার” বা “কাস্টমস কর্মকর্তা” অর্থ কাস্টমস আইনের অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (৮৫) “শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ” অর্থ ধারা ২১ এ উল্লিখিত শূন্যহার বিশিষ্ট কোন সরবরাহ;
- (৮৬) “সমন্বয় ঘটনা” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন ঘটনা, যথা:-

- (ক) কোন সরবরাহ বাতিলকরণ;
- (খ) কোন সরবরাহের পণ্য পরিবর্তন;
- (গ) সরবরাহকৃত পণ্য সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ সরবরাহকারীর নিকট ফেরত প্রদান;
- (ঘ) সরবরাহের প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহে পরিণত হওয়া;
বা
- (ঙ) নির্ধারিত অন্য কোন ঘটনা;
- (৮৭) “সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ” অর্থ কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন ভূমির মালিক তাহার ভূমিতে ভবন নির্মাণের জন্য কোন নির্মাতার সহিত শর্তাধীনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়;
- (৮৮) “সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ” অর্থ কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন ভূমির মালিক তাহার ভূমিতে ভবন নির্মাণের জন্য কোন নির্মাতার সহিত শর্তাধীনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়;
- (৮৯) “সম্পূরক শুদ্ধ” অর্থ ধারা ৫৫ এর অধীন আরোপিত সম্পূরক শুদ্ধ;
- (৯০) “সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন পণ্য;
- (৯১) “সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য সেবা” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন সেবা;
- (৯২) উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” অর্থ ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত কোন দলিল;
- (৯৩) “সরকারী সত্তা” অর্থ:-
- (ক) সরকার বা উহার কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর;
- (খ) আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোন সংস্থা;
- (গ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান; বা
- (ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোন সংস্থা;
- (৯৪) “সরবরাহ” অর্থ যেকোন সরবরাহ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) পণ্য সরবরাহ;
- (খ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ;
- (গ) সেবা সরবরাহ; বা
- (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত সরবরাহের সমাহার;
- (৯৫) “সনদপত্র” অর্থ এই আইনের অধীন [সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা] কর্তৃক সরবরাহকৃত কোন সনদপত্র;
- (৯৬) “সরবরাহের সময়” অর্থ-
- (ক) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে পণ্যের দখল অর্পণ বা অপসারণ করা হয়;
- (খ) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সেবা প্রদান, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব অর্পণ করা হয়; বা
- (গ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সম্পত্তি অর্পণ, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব প্রদান করা হয় সেই সময়;
- (৯৭) “সহযোগী” অর্থ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে এমন সম্পর্ক যাহার কারণে একে অপরের বা উভয়ে অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করেন বা কাজ করিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়, এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-
- (ক) অংশীদারি কারবারের কোন অংশীদার;
- (খ) কোম্পানীর কোন শেয়ার হোল্ডার;
- (গ) কোন ট্রাস্ট এবং উক্ত ট্রাস্টের সুবিধাভোগী; বা
- (ঘ) কোন সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ এবং উক্ত উদ্যোগের অংশীদার ভূমি মালিক, নির্মাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি;
- (ঙ) প্রতিনিধি, মূসক এজেন্ট, পরিবেশক, লাইসেন্সী বা অনুরূপ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ; তবে চাকুরীর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।
- (৯৭ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অর্থ এইরূপ যে কোন মূল্য সংযজন কর কর্মকর্তা যিনি এই আইনের অধীন কতিপয় দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ড এর নিকট হইতে বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
- (৯৮) “সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্য” অর্থ এমন কোন পণ্য যাহা পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মূল্যবান ধাতু বা উহার দ্বারা তৈরি কোন পণ্য (যেমন: স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোন ধাতু), এবং হীরা, পদ্মরাগমণি বা চূনি, পান্না, নীলমণি বা নীলকান্তমণি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৯৯) “সেবা” অর্থ যেকোন সেবা তবে, পণ্য, স্থাবর সম্পত্তি এবং অর্থ (money) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

- (১০০) “সেবা সরবরাহ” অর্থ এমন সরবরাহ যাহা পণ্য, অর্থ বা স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ নহে, তবে সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) অধিকার প্রদান (grant), হস্তান্তর (assignment), সমাপ্তি (termination), বা কোন অধিকার সমর্পণ;
 - (খ) কোন সুযোগ, সুবিধা বা উপকার গ্রহণের ব্যবস্থা করণ;
 - (গ) কোন কার্য করা, কোন অবস্থা বা কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকা বা মানিয়া লওয়ার জন্য চুক্তি;
 - (ঘ) লাইসেন্স, পারমিট, সনদপত্র, বিশেষ সুবিধা, অনুমতিপত্র বা অনুরূপ অধিকার জারিকরণ, হস্তান্তর বা সমর্পণ;
- (১০১) “স্থাবর সম্পত্তি” অর্থ স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার বা স্বার্থ বা অধিকার যাহাতে ভূমি, বা ভূমির উপর অবস্থিত কোন ভবন বা উহাতে স্থাপিত বা স্থায়ী ভাবে সংযুক্ত কোন কাঠামো সংস্থাপিত থাকুক বা না থাকুক।
- (১০২) “স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ” অর্থে নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) ভূমির উপর কোন অধিকার বা স্বার্থ;
 - (খ) ভূমির উপর কোন অধিকার বা স্বার্থ প্রদানের আহ্বান সম্বলিত ব্যক্তিগত অধিকার,
 - (গ) আবাসন সরবরাহসহ ভূমিতে অধিষ্ঠানের (occupy) নিমিত্ত লাইসেন্স প্রদান বা ভূমিতে প্রয়োগযোগ্য কোন চুক্তিভিত্তিক অধিকার;
 - (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত কোন বিষয় অর্জনের অধিকার বা ভবিষ্যতে উক্ত অধিকার প্রয়োগের অভিপ্রায়;
- (১০৩) “হাসকারী সমন্বয়” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন হাসকারী সমন্বয়, যথা:-
- (ক) আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থের হাসকারী সমন্বয়;
 - (খ) সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত্ব করে হাসকারী সমন্বয়;
 - (গ) বাৎসরিক পুনর্গণনাসহ প্রণয়ন বা নিরীক্ষার ফলে প্রযোজ্য হাসকারী সমন্বয়;
 - (ঘ) ক্রেডিট নোট ইস্যুকারীর কারণে হাসকারী সমন্বয়;
 - (ঙ) রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত উপকরণ করে হাসকারী সমন্বয়;
 - (চ) মুসক হারা হাস পাওয়ার কারণে হাসকারীর সমন্বয়;
 - (ছ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হইতে ঋণাত্মক জের টানার নিমিত্ত হাসকারী সমন্বয়;
 - (জ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মুসক হাসকারী সমন্বয়; বা
 - (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী বা হাসকারী সমন্বয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূসক নিবন্ধন এবং টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি

৪। মূসক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি।-

- (১) নিম্নবর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাসের প্রথম দিন হইতে মূসক নিবন্ধনযোগ্য হইবেন, যথা:-
- (ক) যে ব্যক্তির টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষে সমাপ্ত ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে; বা
 - (খ) যে ব্যক্তির প্রাক্কলিত টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের প্রারম্ভ হইতে পরবর্তী ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে টার্নওভার নির্বিশেষে মূসক নিবন্ধিত হইতে হইবে, যিনি—
- (ক) বাংলাদেশে সম্পূর্ণক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানি করেন।
 - (খ) কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোন চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য বা সেবা উভয় সরবরাহ করেন।
 - (গ) কোন আমদানী রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত
 - (ঘ) বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ অফিস বা লিয়াজেঁ অফিস বা প্রজেক্ট অফিস স্থাপন করেন;
 - (ঙ) মূসক এজেন হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন;
 - (চ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বা কোন নির্দিষ্ট পণ্য সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানী সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিয়োজিত।

৫। কেন্দ্রীয় বা শাখা ইউনিটের নিবন্ধন।-

যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র সফটওয়্যার ভিত্তিক অটোমেটেড পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে [নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে] তিনি হিসাব নিকাশ সংরক্ষণের উক্ত ঠিকানায় একটি মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবে:

তবে শর্ত থাকে যে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা স্বত্বেও কোন ইউনিট হতে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করলে তাহাকে প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে,-

- (১) (ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৮ এর অধীন বিশেষ পরিষ্কারের অধীন তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রয়োজ্য হইবে না।
- (১খ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধের লক্ষ্যে বোর্ড বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পরিবে।”

৬। মূসক নিবন্ধন পদ্ধতিঃ

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন বিধিসম্মত না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কারণ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিবেন।

৭। নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণঃ

- (১) বোর্ড, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন করিয়া উহা প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণ করিবে।
- (২) কোন ব্যক্তির নাম প্রকাশিত তালিকায় না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (৩) কোন ব্যক্তির নাম উক্ত তালিকায় থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। স্বেচ্ছা মূসক নিবন্ধন।

- (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের আবশ্যিকতা না থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছায় মূসক নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তার নিকট, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবেন।
- (৩) স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ব্যক্তির উপর অপরাপর নিবন্ধিত ব্যক্তির ন্যায় এই আইনের সকল বিধান প্রতিপালন বাধ্যতামূলক হইবে এবং তিনি নিবন্ধনের তারিখ থেকে অনূন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৯। মূসক নিবন্ধন বাতিল

- (১) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধন বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি যাহার আর নিবন্ধিত থাকিবার প্রয়োজন নাই, তাহার করযোগ্য সরবরাহ প্রদান অব্যাহত থাকিলে, তিনি নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।
- (৩) কমিশনার, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৪) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি মূসক নিবন্ধন বাতিলের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দাখিল না করেন এবং যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিলযোগ্য, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে মূসক নিবন্ধন বাতিলের আবেদনপত্র দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আবেদন করা না হইলে কমিশনার স্ব-উদ্যোগে তাহার মূসক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৫) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিলের পর যদি দেখা যায় যে, তিনি তালিকাভুক্তিযোগ্য তাহা হইলে কমিশনার আবেদনের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে তাহাকে টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।
- (৬) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিল করা হইলে, তিনি-

- (ক) অনতিবিলম্বে কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র, রশিদ, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, ইত্যাদি ব্যবহার বা ইস্যু করা হইতে বিরত থাকিবেন; এবং
- (খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র এবং উহার সকল প্রত্যাগিত অনুলিপি কমিশনারের নিকট ফেরত প্রদান এবং বকেয়া কর পরিশোধ ও চূড়ান্ত মূসক দাখিলপত্র দাখিল করিবেন।
- (৭) কোন ব্যক্তি অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা -
 - (ক) নিবন্ধন আবেদনের উল্লিখিত ব্যক্তির ঠিকানা, অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই করবেন।
 - (খ) যাচাইয়াস্তে ব্যক্তির ঠিকানা, অস্তিত্ব না পাওয়া গেলে বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
 - (গ) কমিশনার এইরূপ সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বকেয়া কর আদায় পূর্বক নিবন্ধন বাতিল বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১০। তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি ও তালিকাভুক্তি:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া ১২ মাসের কোন ত্রৈমাসিক শেষে তালিকাভুক্তিসীমা অতিক্রম করেন কিন্তু যদি নিবন্ধনসীমা অতিক্রম না করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত ত্রৈমাসিক সময় সমাপ্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করে ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত টার্নওভার কর সনদপত্র প্রদান করিবেন।

১১। তালিকাভুক্তি বাতিল।

- (১) প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কারণে তাহার টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, আবেদনকরিতে পারিবেন, যথা:-
 - (ক) যদি তিনি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করেন;
 - (খ) যদি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার পর পর তিনটি কর মেয়াদে আনুপাতিক হারে তালিকাভুক্তি সীমার নিম্নে থাকে।
- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির তালিকাভুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৩) মূসক নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত আবেদন তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং কমিশনার যে তারিখে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করিবেন সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিবসে টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৪) যদি কোন ব্যক্তি তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন না করেন, তাহা হইলে কমিশনার নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির তালিকাভুক্তি বাতিল করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১২। স্ব-উদ্যোগে নিবন্ধনযোগ্য ও তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তিকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তিকরণ।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন ব্যক্তি মূসক নিবন্ধনযোগ্য বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্তিযোগ্য কিন্তু তিনি নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেন নাই, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে উক্ত ব্যক্তিকে মূসক নিবন্ধিত বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত করিবেন এবং সনদপত্র প্রদান করিবেন।

১৩। সনদপত্র প্রদর্শনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব

প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নির্দিষ্ট স্থানে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি এমনভাবে প্রদর্শন করিয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

১৪। পরিবর্তিত তথ্য অবহিতকরণে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব।

নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত তথ্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন, যথা:-

- (ক) ব্যবসায়ের নাম বা অন্য কোন বাণিজ্যিক নামসহ উক্ত ব্যক্তির নাম বা ব্যবসার ধরন পরিবর্তন;
- (খ) উক্ত ব্যক্তির ঠিকানা বা অন্য কোন যোগাযোগের তথ্যাদি পরিবর্তন;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার স্থান পরিবর্তন;
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের কোন তথ্যের পরিবর্তন;

- (ঙ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এক বা একাধিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি পরিবর্তন;
- (চ) মালিকানায় বা অংশিদারিত্বে পরিবর্তন
- (ছ) নির্ধারিত অন্য কোন পরিবর্তন।

তৃতীয় অধ্যায় মূল্য সংযোজন কর আরোপ

১৫। মূসক আরোপ:

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, করযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক আরোপিত ও প্রদেয় হবে।
- (২) করযোগ্য আমদানি বা করযোগ্য সরবরাহ মূল্যের সহিত উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত মূসক হার গুণ করিয়া প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (৩) করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ১৫ (পনের) শতাংশ। তবে শর্ত থাকে যে সরকার জনস্বার্থে তৃতীয় তফসিলে সুনির্দিষ্টকৃত যে কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূসকের হার বা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করতে পারবে। আরও শর্ত থাকে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত হ্রাসকৃত মূসক হার বা সুনির্দিষ্ট করের পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ১৫ (পনের) শতাংশ কর প্রদান করতে পারবে।

১৬। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি:

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে মূসক প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে: আমদানীকারক;
- (খ) বাংলাদেশে করযোগ্য সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী;
- (গ) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে: সরবরাহ গ্রহীতা;
- (ঘ) অন্যান্য ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী বা সরবরাহ গ্রহণকারী

১৭। বাংলাদেশে প্রদত্ত সরবরাহ

- (১) ধারা ১৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ বাংলাদেশে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হবে:-
 - (ক) আবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহ;
 - (খ) অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে বা উহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক প্রদত্ত সরবরাহ;
 - (গ) উপ-ধারা (খ)-তে উল্লিখিত সরবরাহ ব্যতীত অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ, যদি সরবরাহটি-
 - ক. স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ হয় এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ভূমির অবস্থান বাংলাদেশে হয়;
 - খ. পণ্যের সরবরাহ হয় এবং উহা বাংলাদেশে হস্তান্তর, অর্পণ, স্থাপন বা সংযোজন করা হয়;
 - গ. যদি সরবরাহটি নিম্নবর্ণিত কোন সরবরাহ হয় এবং মূসক অনিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়:-
 - ঘ. সেবা প্রদানকালে বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া সেবা প্রদানকারী কায়িকভাবে বাংলাদেশে সেবা প্রদান করে
 - ঙ. বাংলাদেশে অবস্থিত ভূমির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট সেবার সরবরাহ হয়;
 - চ. বাংলাদেশের কোন ঠিকানায় বেতার ও টেলিভিশন হইতে গৃহীত সম্প্রচার সেবা হয়;
 - ছ. সরবরাহকালে বাংলাদেশে অবস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট ইলেক্ট্রনিক সেবা সরবরাহ;
 - জ. টেলিযোগাযোগ সেবা যাহা কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী বা বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী কোন বৈশ্বিক ভ্রমণকারী (global roaming) ব্যতীত বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সূত্রপাত ঘটানো হয়।
- (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য অভ্যন্তরীণ ভোগের নিমিত্ত খালাসের পূর্বে সরবরাহ প্রদান করা হইলে উক্ত সরবরাহ বাংলাদেশের বাহিরে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ই) এর উপ-উপদফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করেন তিনি সেই ব্যক্তি-
 - (ক) যিনি সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক নিম্নরূপে সনাক্তযোগ্য হন-

- ক. সরবরাহের সূচনা নিয়ন্ত্রণকারীরূপে;
- খ. সেবার মূল্য প্রদানকারীরূপে;
- গ. সরবরাহের জন্য চুক্তিকারীরূপে;
- (ক) যদি একাধিক ব্যক্তি দফা (ক) এর শর্তাবলী পূরণ করেন, তাহা হইলে যিনি উক্ত দফার তালিকায় অধিকবার দৃশ্যমান হন; এবং
- (খ) সেবার ধরন বা প্রকার বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের বাস্তব অবস্থান কোন কারণে সরবরাহকারী কর্তৃক সনাক্ত করা সম্ভব না হইলে, সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ সেবা বা উক্তরূপ শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবার সকল প্রকার সরবরাহ, সরবরাহকারীর নিকট হইতে চালানপত্র গ্রহণকারী গ্রাহকের যে প্রকৃত বা বাস্তব আবাসিক বা বাণিজ্যিক ঠিকানা রহিয়াছে সেই স্থানে সরবরাহটি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। নিবন্ধিত সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা:

ধারা ১৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নিবন্ধিত অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন নিবন্ধিত গ্রহীতার নিকট সরবরাহকৃত সেবা বাংলাদেশে প্রদত্ত হইবে, যদি-

- (ক) সরবরাহগ্রহীতা বাংলাদেশে কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে বা উহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন; এবং
- (খ) সরবরাহটি উক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে বা উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে প্রদান করা হয়।

১৯। অনাবাসিক ব্যক্তির মূসক এজেন্ট:

- (১) কোন অনাবাসিক ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা না করিলে, তাকে একজন মূসক এজেন্ট নিয়োগ করিতে হইবে।
- (২) অনাবাসিক ব্যক্তির সকল দায়দায়িত্ব ও কার্যাবলী উক্ত মূসক এজেন্ট পালন ও সম্পাদন করিবেন, এবং আরোপিত কর, জরিমানা, দণ্ড এবং সুদসহ যাবতীয় অর্থ পরিশোধের জন্য অনাবাসিক ব্যক্তি দায়বদ্ধ থাকিবেন।
- (৩) মূসক এজেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নিবন্ধন তাহার প্রধানের (principal) নামে হইতে হইবে।
- (৪) বোর্ড, মূসক এজেন্ট নিয়োগের শর্ত, পদ্ধতি ও তাহার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০। আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হইতে (reverse charged) কর আদায়:

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আমদানিকৃত কোন সেবা সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ হইবে, যদি-
 - (ক) সরবরাহ গ্রহীতা একজন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি হন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় উক্ত সেবা অর্জন (acquire) করেন; এবং
 - (খ) সরবরাহটি নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রদত্ত হইলে উক্ত সেবা শূন্যহার বিশিষ্ট না হইয়া অন্য কোন হারে করযোগ্য হয়; এবং
- (২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর উক্ত ব্যক্তির উৎপাদ এবং উপকরণ উভয়বিধ কর হইবে।
- (৩) আমদানিকৃত সেবা সরবরাহের কারণে যদি কোন সমন্বয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে বা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সমন্বয় সংঘটনের কারণে উক্ত সেবা একটি করযোগ্য সরবরাহ হইবে এবং উক্ত সেবার সরবরাহ গ্রহীতা সেবা সরবরাহকারী হিসাবে গণ্য হইবেন।
- (৪) “আমদানিকৃত সেবা”র সংজ্ঞা এবং উক্ত সেবার ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, যদি কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কোন স্থান হইতে এবং বাংলাদেশের বাহিরে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তবে-
 - (ক) উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে পরিচালিত করযোগ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দুইজন পৃথক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হইবে;
 - (খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট (এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংজ্ঞায়িত) সেবার প্রকৃতি বিশিষ্ট সুবিধা সম্বলিত সেবা প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বা ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে;
 - (গ) সেবা সরবরাহ করা হইয়াছে উহা অনুমান করিয়া সরবরাহের সময় নির্ধারণ করা হইবে; এবং
 - (ঘ) সেবা সরবরাহ বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সহযোগী নিকট প্রদান করা হইয়াছে অনুমান করিয়া উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

- (৫) এই ধারার অন্যান্য উপ-ধারাসমূহে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রথম তফসিলে বর্ণিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ ব্যতীত নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নয় অথবা নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তযোগ্য নয় এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত কোন সেবা করযোগ্য সরবরাহ হবে এবং তাতে নিম্নরূপ মূল্যসংযোজন কর আদায় হবে যথা;
- (ক) সংশ্লিষ্ট সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবামূল্যের আংশিক বা পূর্ণমূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তন করবে; এবং
- (খ) কর্তনকারী ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেবা আমদানিকরকের পক্ষে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করে তার দাখিলপত্র প্রদর্শন করবে।

২১। শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ:

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সরবরাহের ক্ষেত্রে মুসক হার হইবে শূন্য, যথা:-
- (ক) ধারা ২২, ২৩ এবং ২৪ এ উল্লিখিত কোন সরবরাহ; বা
- (খ) শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ গ্রহণের অধিকার (right) বা ভবিষ্যৎ ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) সংক্রান্ত সরবরাহ।
- (২) যদি কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং শূন্যহার বিশিষ্ট উভয়ই হয়, তাহা হইলে এই উপ-ধারার আওতায় সরবরাহটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হইয়া শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

২২। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ভূমি:

স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যদি স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ভূমি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হয়।

২৩। রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য সরবরাহ:

- (১) রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃআমদানিকৃত বা পুনঃআমদানির জন্য অভিপ্রেত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।
- (২) নিম্নবর্ণিত সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-
- (ক) যদি পণ্যটি সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হয় এবং উক্ত পণ্য সরবরাহকারী কর্তৃক বাংলাদেশে সংযোজন, সংস্থাপন বা আমদানি করা না হয়;
- (খ) যদি পণ্যটি আমদানির পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের নিমিত্তে প্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য সরবরাহকালে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ছিল বলিয়া গণ্য হইবে;
- (গ) লাইসেন্সধারী গুরুমুক্ত পণ্য বিক্রেতা কর্তৃক পর্যটক বা বিদেশ হইতে আগত কোন দর্শনার্থীর নিকট বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের নিমিত্ত কোন পণ্যের সরবরাহ; বা
- (ঘ) যদি পণ্যটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সমগ্র সময়কাল বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করে, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের লিজ, হায়ার, লাইসেন্স বা উহার ব্যবহার সম্পর্কিত অন্যান্য সরবরাহ পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ প্রতিটি সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে। তবে, শর্ত থাকে যে, যদি পণ্যটি আন্তর্জাতিক ভূখণ্ডে অবস্থানের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে বাংলাদেশে অবস্থান করে, তাহা হইলে লিজকৃত পণ্যটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন পণ্যের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অনুরূপ কাজে ব্যবহার্য কোন পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-
- (ক) যদি সরবরাহকৃত পণ্য উক্ত পণ্যের সহিত সংযোজন করা হয় বা উহার অংশে পরিণত হয় বা সংযোজিত হইবার ফলে উহা অব্যবহারযোগ্য বা নষ্ট হইয়া যায়;
- (খ) যদি উক্ত পণ্য কাস্টমস আইনের অধীন বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আমদানি করা হয়; বা
- (গ) যদি উক্ত পণ্য বাংলাদেশে সেবা গ্রহণের নিমিত্ত অস্থায়ীভাবে আনয়ন করা হয় ও সেবা গ্রহণের পর উক্ত পণ্য সেবা গ্রহণ ব্যতীত বাংলাদেশে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া উহা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করা হয়।
- (৪) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ওয়ারেন্টিয়ুক্ত পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-
- (ক) অনাবাসিক ও অনিবন্ধিত ওয়ারেন্টি প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য প্রদান করা হইবে মর্মে ওয়ারেন্টি প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন যদি উক্ত পণ্য সরবরাহ করা হয়; এবং
- (খ) মালিকের উপর কোনরূপ মাণ্ডল (charge) আরোপ ব্যতিরেকে যদি উক্ত পণ্য মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা হয়।

- (৫) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজ বা অনুরূপ কোন যানবাহনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অন্যবিধভাবে উহার কায়িক অবস্থার উপর অন্য কোন প্রভাব বিস্তারকরণের প্রক্রিয়ায় সরবরাহকৃত পণ্য শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৬) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজ সম্পর্কিত পণ্যসম্ভার বা যন্ত্রাংশ ফ্লাইটের সময় বা সামুদ্রিক যাত্রাপথে উক্ত যানবাহনে ব্যবহার, ভোগ বা বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত হইলে উক্ত পণ্য-সম্ভার বা যন্ত্রাংশ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- ব্যাখ্যা: এই ধারায়, “পণ্যসম্ভার” অর্থ কোন সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের ত্রু বা যাত্রীগণের ব্যবহার্য বা উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে ব্যবহার্য পণ্য-সম্ভার, এবং ব্যবহার্য পণ্য, জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি, অনুরূপ পণ্য, তাৎক্ষণিক ব্যবহৃত হটক বা না হটক, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৪। শূন্যহার বিশিষ্ট সেবা সরবরাহ:

- (১) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (২) সরবরাহ প্রদানকালে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন পণ্যের উপর কায়িকভাবে প্রদত্ত সেবা শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন পণ্যের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার্য কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:
- (ক) যদি উক্ত পণ্য কাস্টমস আইনের অধীন অস্থায়ীভাবে আমদানি করা হয়; বা
- (খ) যদি সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে উক্ত পণ্য বাংলাদেশে আনয়ন করিবার পর সেবা গ্রহণ শেষে বাংলাদেশে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া উহা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করা হয়।
- (৪) আমদানিকৃত পণ্যের গুণ্ণমূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৫) বাংলাদেশের বাহিরে সেবা রপ্তানি শূন্যহার হইবে।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যদি-
- (ক) সরবরাহ গ্রহীতা-
- ✓ কোন অনাবাসিক ব্যক্তি হন এবং সেবা সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা
- ✓ কোন আবাসিক ব্যক্তি হন এবং সেবা সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করিয়া কার্যত উক্ত সেবা গ্রহণ করেন; এবং
- (খ) উক্ত সেবা-
- ✓ বাংলাদেশে অবস্থিত ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয়;
- ✓ (আ) সরবরাহকালে বাংলাদেশে অবস্থিত পণ্যের উপর উহা কায়িকভাবে প্রদান করা না হয়; বা
- ✓ বাংলাদেশের বাহিরে সাময়িকভাবে অবস্থানরত কোন ব্যক্তিকে বৈশ্বিক পদচারণার (global roaming) ক্ষেত্রে প্রদান করা না হয়।
- (৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে না, যদি-
- (ক) উক্ত সেবা সরবরাহ বাংলাদেশে অন্য কোন বিষয়ে একটি পরবর্তী সরবরাহ প্রাপ্তির (যাহা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট নয়) অধিকার (right) বা ভবিষ্যতে ত্রুয়ের অধিকার অর্জন (option) করা সংক্রান্ত হয়; বা
- (খ) উক্ত সেবা বাংলাদেশে অনিবন্ধিত কোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে কোন অনাবাসিক ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন সরবরাহ করা হয়।
- (৮) বাংলাদেশের বাহিরে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মামলা নথিভুক্তকরণ, মামলা পরিচালনা, অধিকার অর্পণ, উহার সংরক্ষণ, হস্তান্তর, স্বত্ব হস্তান্তর, লাইসেন্সকরণ বা অধিকার বলবৎকরণ সংক্রান্ত সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৯) কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য কোন অনাবাসিক টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীর নিকট প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (১০) মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ওয়ারেন্টিয়ুক্ত পণ্যের অনুকূলে প্রদত্ত সেবা সরবরাহ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-
- (ক) অনাবাসিক ও অনিবন্ধিত ওয়ারেন্টি প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য প্রদত্ত হইবে মর্মে ওয়ারেন্টি প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন যদি উক্ত সেবা সরবরাহ করা হয়; বা
- (খ) মালিকের উপর কোনরূপ মাণ্ডল আরোপ ব্যতিরেকে সেবা প্রদান করা হয়।
- (১১) নিম্নবর্ণিত সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:

- (ক) পণ্যের আন্তর্জাতিক পরিবহনে বীমা সেবা সরবরাহ;
- (খ) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের মেরামত, সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অন্য কোনভাবে কায়িক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারকরণের সেবা সরবরাহ;
- (গ) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত কোন সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের চালনা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা, অনুরূপ বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেবা অনির্দিষ্ট ও অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট সরবরাহ; বা

২৫। ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটর:

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পর্যটন সেবা বাংলাদেশে প্রদত্ত হউক বা না হউক তাহা নির্বিশেষে এবং উহা বাংলাদেশে প্রদত্ত হইলে শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে কি-না তাহা বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং প্রতি করমেয়াদে সামগ্রিক ভিত্তিতে শূন্যহার বিশিষ্ট নয় এমন পর্যটন সেবার মূল্য নির্ধারণ করিয়া বোর্ড বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “পর্যটন সেবা” অর্থ আবাসন, খাদ্য, ভ্রমণ, বিনোদন এবং সমাজতীয় কোন বিষয় যা সচরাচর পর্যটক এবং আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদেরকে প্রদান করা হয়।

২৬। অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি:

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবে, যথা:-

- (ক) প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কোন সরবরাহ বা আমদানি; বা
- (খ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ গ্রহণের অধিকার (right) বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) সংক্রান্ত সরবরাহ।

**চতুর্থ অধ্যায়: মূসক আদায় পদ্ধতি
খণ্ড ‘ক’- আমদানির ক্ষেত্রে**

২৭। করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আদায় পদ্ধতি:

কাস্টম আইনের অধীন যে পদ্ধতি ও সময়ে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতি ও সময়ে, আমদানির উপর আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য না হইলেও করযোগ্য আমদানির উপর মূসক আদায় করিতে হইবে।

২৮। করযোগ্য আমদানির মূসক আরপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ:

কোন করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের সমষ্টি, যথা:-

- (ক) কাস্টম আইনের অধীন আমদানি শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত পণ্য মূল্যের পরিমাণ; এবং
- (খ) পণ্য আমদানির উপর প্রদেয়, যদি থাকে, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর (আগাম কর এবং অগ্রীম আয়কর ব্যতীত)।

২৯। পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ:

পণ্য রপ্তানির পর উহা পুনঃআমদানি করিবার ক্ষেত্রে যদি পণ্যটির আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমান অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের মেরামতের পর যে পরিমাণ মূল্য বর্ধিত হয় উহার সহিত বীমা, ভাড়া এবং ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করিয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহা মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে।

৩০। রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি:

কোন পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের উদ্দেশ্যে খালাস বা ছাড় না করিয়া রপ্তানির উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হইলে, উক্ত পণ্য করযোগ্য হইবে না।

৩১। আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়:

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন।
- (২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানি মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তি মূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৩ (শতাংশ) হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।
- (৩) প্রত্যেক নিবন্ধিত আমদানিকারক যিনি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ বা তৎপরবর্তী (চারটি কর মেয়াদের) মধ্যে মূসক দাখিলপত্রে পরিশোধিত আগাম করের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

- (৪) যে ব্যক্তি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন কিন্তু নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নহেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগাম কর ফেরত প্রদানের নিমিত্ত কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- (৫) কমিশনার আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

খণ্ড 'খ'- সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে

৩২। করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ:

- (১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, করযোগ্য কোন সরবরাহের পণ্য হইতে উক্ত পণ্যের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে সরবরাহ মূল্য।
- (২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের পণ্য হইবে সরবরাহের মূল্য বা সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইলে উহার ন্যায্য বাজার মূল্য।
- (৩) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার সহযোগীর নিকট সরবরাহকৃত করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য, যদি—
- (ক) উক্ত সরবরাহ পণ্যবিহীন হয় বা উহার পণ্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হয়; এবং
- (খ) উক্ত সহযোগী এইরূপ সরবরাহের নিমিত্তে উদ্ধৃত সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হন।
- (৪) অন্যবিধভাবে নির্ধারিত না থাকিলে পণ্যবিহীন করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য।
- (৫) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output coefficient) দাখিল করিতে হইবে।

৩২ ক) বোর্ড কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদান :

বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কর যোগ্য যে কোন সেবার পরিধি নিরূপণের লক্ষ্যে কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। করযোগ্য সরবরাহের উপর মুসক প্রদানকাল:

- (১) কোন করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মুসক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময় প্রদেয় হইবে, যথা:-
- (ক) যখন সরবরাহ প্রদান করা হয়;
- (খ) যখন সরবরাহ সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয়; বা
- (গ) যখন পণ্যের আংশিক বা সমুদয় গ্রহণ করা হয়।
- (ঘ) যখন কোন সরবরাহ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হয় বা অন্যের ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়।
- (২) কোন সরবরাহের আনুক্রমিক (progressive) বা (periodic) সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হইলে উহার উপর আরোপিত মুসক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময় প্রদেয় হইবে, যথা:-
- (ক) যখন উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে পৃথক চালানপত্র ইস্যু করা হয়;
- (খ) যখন উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে প্রাপ্য পণ্যের আংশিক বা সমুদয় গ্রহণ করা হয়;
- (গ) যখন অনুক্রম সরবরাহের বিপরীতে মূল্য প্রদেয় হয়; বা
- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোন পণ্য (যেমনঃ পানি, গ্যাস, জ্বালানী তরল বা বিদ্যুৎ) এর আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ করা হইলে, যে তারিখে উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়, উক্ত তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রদেয় মুসক পরিশোধ করিতে হইবে।

৩৪। আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ:

- (১) আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহের প্রতিটি সরবরাহ পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে।

- (২) যদি আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহের প্রতিটি সরবরাহ তাৎক্ষণিকভাবে পৃথক করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত সরবরাহকে পৃথক সরবরাহের পর্যায়ক্রম হিসাবে গণ্য করা হইবে, যাহার প্রত্যেকটি উক্ত সরবরাহের অনুপাতের সহিত সংগতিপূর্ণ এবং যাহার সহিত পর্যায়ক্রমিক পণের প্রত্যেক পৃথক অংশ আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট।
- (৩) লিজ বা সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত সরবরাহের প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রে, লিজ বা সম্পত্তির উক্তরূপ ব্যবহারের অব্যাহত সময়কাল সরবরাহের সময় হিসাবে গণ্য হবে।

৩৫। একই চালানে একাধিক ধরনের পণ্য ও সেবা সরবরাহ:

কোন সরবরাহ একাধিক ধরনের পণ্য বা সেবা থাকিলে নিম্নরূপে করারোপ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) প্রতিটি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধরনের পণ্য বা সেবাকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে;
- (খ) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে একক সরবরাহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সরবরাহকে কৃত্রিমভাবে বিভাজন করা যাইবে না;

খণ্ড 'গ'- বিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে

৩৬। চলমান ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠান বিক্রয়:

- (১) কোন ব্যক্তি তাহার চলমান ব্যবসা হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে হস্তান্তর করিলে উক্ত হস্তান্তর একক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত একক সরবরাহ বাংলাদেশে কোন সরবরাহ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি বিক্রয়ের পর চলমান থাকিবে এইরূপ উদ্দেশ্যে চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি অর্জন করিতে হইবে এবং উক্তরূপে হস্তান্তরিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অব্যাহত পরিচালনার নিমিত্তে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ক্রেতা কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অর্জন করিতে হইবে।
- (৩) কোন চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ পৃথকভাবে পরিচালনাযোগ্য হইলে, উক্ত অংশ একটি পৃথক অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা নির্ধারণের লক্ষ্যে-
 - (ক) হস্তান্তরের জন্য গৃহীত সেবার উপর প্রদত্ত উপকরণ কর সরবরাহকারীর অন্যান্য কার্যক্রমের অনুবৃত্তিক্রমে নির্ধারিত হইবে;
 - (খ) ধারা ৪৭ এর অধীন নির্ণীত রেয়াতযোগ্য অনুপাতের মধ্যে হস্তান্তরের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
- (৫) কোন ব্যক্তি প্রদেয় সমুদয় কর ও বকেয়া পরিশোধ না করিয়া কোন চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, নির্ধারিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, কমিশনার তৎকর্তৃক হস্তান্তর মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি প্রদেয় সমুদয় কর ও বকেয়া পরিশোধের নিমিত্ত ক্রেতা কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করেন।
- (৭) উপ-ধারা (১) এর বিধানমতে, হস্তান্তরের তারিখ হইতে ক্রেতা সরবরাহকারীর উত্তরাধিকার (successor) হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ক্রেতা কর্তৃক এই আইন যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে সরবরাহকারী ক্রেতাকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে বোর্ড প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার:

- (১) যদি কোন অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তবে উক্ত অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে সরবরাহ প্রদান করা হয়, উহার পণ হইবে অধিকার প্রয়োগের পর অতিরিক্ত পণ থাকিলে উহার সমপরিমাণ।
- (২) কোন সরবরাহের সমুদয় বা আংশিক মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ভাউচার গ্রহণ করা হইলে, উক্ত সরবরাহের পণ হইবে উক্ত ভাউচার মূল্য বিয়োগ করিবার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য।
- (৩) কোন ভাউচার (অর্থ প্রদত্ত কোন রশিদ, টিকেট, স্বীকারপত্র বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল) সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ না হইলে উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হইবে না।

৩৮। আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ:

- (১) কোন টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক কোন আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য মূল্যছাড়সহ টেলিযোগাযোগ মধ্যস্বত্বভোগীর নিকট সরবরাহ করা হইলে, উক্ত মূল্যছাড়সহ, উক্ত সরবরাহের পণ নিরূপণ করিতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা একজন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীর নিকট টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
- (২) কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরবর্তীতে বিক্রয় করা হইলে, বিক্রয়টি কোন করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধিকে প্রদত্ত কমিশনসহ সরবরাহের পণ নিরূপণ করিতে হইবে।
- (৪) টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী বা অন্য কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্বত্বভোগীর প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনকারী কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্যের বিতরণ এই আইনের অধীন কোন করযোগ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে না।
- (৫) কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী যিনি আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য সরবরাহ করেন এবং এই ধারার শর্তাবলী মোতাবেক মূসক ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করেন, তিনি হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি (ক) উক্ত দ্রব্যের অভিহিত মূল্যের আংশিক বা সমুদয় উক্ত টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন কিছু ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়;
(খ) অন্য কোন ব্যক্তি—
 - ✓ বাংলাদেশে পরিচালিত কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরবরাহ প্রদান করেন; বা
 - ✓ নিবন্ধিত হন; এবং(গ) টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী সরবরাহের বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন।
- (৬) হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে উক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত অর্থের কর-ভগ্নাংশের সমান এবং যে কর মেয়াদে উক্ত অর্থ প্রদান করা হয় সেই কর মেয়াদে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।
- (৭) আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ বা দ্রব্য ব্যবহারকারী ব্যক্তির উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকার প্রমাণ এবং রেয়াত গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া বোর্ড বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়-

- (ক) “আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য” অর্থ ফোন কার্ড, আগাম মূল্য পরিশোধের কার্ড, রিচার্জ কার্ড, বা অন্য কোন উপায়ে যেকোন টেলিযোগাযোগ পণ্য অর্জনের নিমিত্ত আগাম পরিশোধ, বা উহা যে নামেই অভিহিত বা আকারেই থাকুক না কেন, টেলিযোগাযোগ সেবার জন্য পবনকাল (airtime), ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণের সময় বা ডাউনলোড ক্ষমতা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) “টেলিযোগাযোগ মধ্যস্বত্বভোগী” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি পরিবেশক, প্রতিনিধি, মূসক এজেন্ট বা আগাম পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্যাদির কোন মধ্যস্বত্বভোগী;
- (গ) “টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী” অর্থ টেলিযোগাযোগ সেবার সরবরাহকারী, তবে টেলিযোগাযোগ মধ্যস্বত্বভোগী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং
- (ঘ) “টেলিযোগাযোগ সেবা” অর্থ তার, বেতার, অপটিক্যাল (optical) বা অনুরূপ কোন তড়িৎ চুম্বকীয় পদ্ধতিতে বা ইলেক্ট্রনিক সংকেতের মাধ্যমে লেখা, প্রতিচ্ছবি প্রক্ষেপণ, প্রচার, শব্দ বা অনুরূপ কোন তথ্য প্রেরণ, নির্গতকরণ ও সংকেত গ্রহণ করা সংক্রান্ত সেবা, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
 - ✓ উক্ত প্রেরণ, নির্গতকরণ ও সংকেত গ্রহণের সামর্থ্য সম্বলিত ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কিত হস্তান্তর বা এ্যাসাইনমেন্ট সেবা; এবং
 - ✓ (আ) বৈশ্বিক বা স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য নেটওয়ার্কে প্রবেশের সুযোগ সম্বলিত সেবা; কিন্তু উহার মূলে থাকা (underlying) লিখন, প্রতিচ্ছবি, শব্দাবলী বা তথ্যসমূহের সরবরাহ সেবা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩৯। লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র্যাফেল ড্র এবং অনুরূপ উদ্যোগ:

- (১) কোন ব্যক্তি লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র্যাফেল ড্র বা অনুরূপ উদ্যোগ পরিচালনা করিলে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রীত টিকেটের (যে নামেই অভিহিত হউক) পণ হইবে টিকেটের মূল্য।
- (২) পরিবেশক বা প্রতিনিধির নিকট মূল্যছাড় প্রদান করিয়া বিক্রীত টিকেটের ক্ষেত্রে উক্ত মূল্যছাড় হিসাবে গণ্য না করিয়া উহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

৪০। কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার মূল্য:

- (১) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি তাহার কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা হিসাবে যে পণ্য সরবরাহ করেন উহা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে পণ্যবিহীন বা ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে সেবা বা স্বাবর সম্পত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য।

৪১। কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়:

- (১) যেক্ষেত্রে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তির অধীন কোন পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে-
 - (ক) উক্ত সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ কর তখনই প্রদেয় হইবে যখন উক্ত সরবরাহের অর্থ পরিশোধ করা হইবে এবং প্রত্যেক কর মেয়াদে অর্থ প্রদানের সময় করের পরিমাণ নিরূপণ ও পরিশোধ করিতে হইবে; এবং
 - (খ) প্রত্যেক কর মেয়াদে নিরূপিত উৎপাদ করের পরিমাণ হইবে উক্ত মেয়াদে পরিশোধিত অর্থের কর ভগ্নাংশ।
- (২) কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তির অধীন কোন পণ্য সরবরাহ করা হইলে, প্রত্যেক কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের বিপরীতে পৃথক পৃথক কর চালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

৪২। বাতিলকৃত লেনদেন:

- (১) যদি কোন সরবরাহের লেনদেন বাতিল হয় এবং সরবরাহকারী পূর্বে গৃহীত পণ ফেরত প্রদানকালে উহার অংশবিশেষ রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত বাতিলকরণের কারণে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পণের যে অংশ রাখিয়া দেওয়া হয় উহার উপর প্রযোজ্য কর সমন্বয় করা যাইবে।
- (২) যদি কোন সরবরাহের লেনদেন বাতিল হয় এবং উক্ত বাতিলের ফলশ্রুতিতে সরবরাহকারী গ্রহীতার নিকট হইতে কোন অর্থ আদায় করে, তাহা হইলে সেই কর মেয়াদে উহা আদায় করা হয় সেই কর মেয়াদে উক্ত আদায়কৃত অর্থ সরবরাহের পণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং কর প্রদেয় হইবে।

৪৩। ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি বিক্রয়:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি (পাওনাদার) কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তির (ঋণগ্রহীতা) সম্পত্তি উক্ত পাওনাদার কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট প্রাপ্য ঋণের সমুদয় বা আংশিক আদায়ের নিমিত্ত বিক্রয়ের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে-
 - (ক) সরবরাহটি ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (খ) পাওনাদার সরবরাহের উপর প্রদেয় কর, যদি থাকে, পরিশোধ করিতে দায়ী থাকিবেন; এবং
 - (গ) ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধসহ উক্তরূপ পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত কোন অর্থ ঋণগ্রহীতার নিকট ফেরৎ প্রদানের পূর্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর পরিশোধযোগ্য হইবে।
- (২) ঋণ গ্রহীতা এবং পাওনাদার যৌথভাবে ও পৃথকভাবে কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন।
- (৩) কোন অনিবন্ধিত পাওনাদার কর্তৃক এই ধারার অধীন মূল্য সংযোজনকর পরিশোধ করার শর্ত ও পদ্ধতি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৪৪। বিক্রয় যন্ত্র:

- (১) যেক্ষেত্রে বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা অনুরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে (পরিশোধ টেলিফোন ব্যতীত) পণ্যের করযোগ্য সরবরাহ প্রদান করা হয় ও উহা মুদ্রা, নোট বা টোকেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেইক্ষেত্রে সরবরাহকারী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হইতে উক্ত মুদ্রা, নোট বা টোকেন বাহির করিবার সময় কর প্রদেয় হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে করযোগ্য সরবরাহ বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা অন্য কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয় এবং উক্ত সরবরাহের জন্য নির্ধারিত উপায়ে অর্থ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানকালে কর প্রদেয় হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ

৪৫। সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি:

- (১) কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত উপায়ে নিরূপণ করিতে হইবে, যথা:-
 - (ক) উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় সকল উৎপাদ কর এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করিয়া;

- (খ) উক্ত কর মেয়াদে যেসকল উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকারী উহা দফা (ক) এর অধীন নিরূপিত যোগফল হইতে বিয়োগ করিয়া;
- (গ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করিয়া; এবং
- (ঘ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করিয়া।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিরূপিত নীট কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৬। উপকরণ কর রেয়াত:

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় করযোগ্য সরবরাহের উপর উৎপাদ করের বিপরীতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না। যথাঃ
- (ক) একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী বা সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে উপকরণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত যদি করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১(এক) লক্ষ টাকা অতিক্রম করে এবং উক্ত সরবরাহের সমুদয় পণ্য ব্যাংকিং মাধ্যম বা মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিশোধ করা হয়;
- (খ) যদি আমদানিকৃত সেবার সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রে উক্ত সেবা সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদন কর প্রদর্শন না করেন;
- (গ) যেই কর মেয়াদে চালানপত্র বা বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় সংগ্রহ করা হয় সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী চারটি কর মেয়াদের মধ্যে যদি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ না করে;
- (ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যেও অধিকাণ্ডে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন;
- (ঙ) যদি কোন পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে বা ক্রয়বিক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়;
- (চ) যদি কর চালানপত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নাম্বার উল্লেখ না থাকে;
- (ছ) আমদানিকারকের নিকট হতে সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ না থাকলে এবং কর চালান পত্রে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার সহিত আমদানি বিল অব এন্ট্রিতে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার আলোকে যথাযথ বাণিজ্যিক বর্ণনার মিল না থাকিলে;
- (জ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণ বা পণ্যের ক্ষেত্রে যে কারণে উক্তরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি গম্বহণ করা হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে নিস্পত্তি না হলে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ কর;
- (ঝ) অব্যহতি প্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;
- (ঞ) টার্নওভার করের আওতায় পরিশোধিত টার্নওভার কর;
- (ট) পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;
- (ঠ) রপ্তানির ক্ষেত্র ব্যতীত মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রয়েছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- (ড) উপকরণ উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর।
- (ঢ) মোট উপকরণ মূল্যের ৭.৫% অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদান না করলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর।
- (ণ) উপকরণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে।
- (২) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি
- (ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়; তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;
- (খ) উক্ত অর্জন বা আমদানি চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়; তবে, বিনোদন প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হইলে এবং বিনোদনটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;

- (গ) উক্ত অর্জন ক্রীড়া বিষয়ক, সামাজিক বা বিনোদনমূলক ক্লাব, সংঘ বা সমিতিতে কোন ব্যক্তির সদস্যপদ বা প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত হয়;
- (ঘ) উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের ৮০(আশি) শতাংশের অধিক হয়;
- (৩) নিবন্ধিত ব্যক্তিকে দাখিলপত্র পেশকালে উপকরণ কর রেয়াত দাবীর সমর্থনে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দখলে রাখিতে হইবে, যথা:-
- (ক) আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকের নাম এবং ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry); এবং
- (খ) সরবরাহের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্র;
- (গ) ধারা ২০ এর উপধারা (১) [(২)] এর ক্ষেত্রে কর পরিশোধের স্বপক্ষে ট্রেজারি চালান।
- (ঘ) গ্যাস, পানি, ব্যাংক, বীমা, বন্দর, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সেবার উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত বিল, যাহা চালানপত্র হিসেবে গণ্য হবে।
- (ঙ) গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের বিরূপিতে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, যাহা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, চালানপত্র হিসেবে গণ্য হইবে।”

৪৭। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত:

- (১) যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।
- “(১ক) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আদর্শ মূসক হার বা হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে কেবল শূন্য হার ও আদর্শ মূসক হারেও সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসেবে গণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণের পর ধারা ৪৬ অনুসরণপূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে, সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাকে উক্ত কর মেয়াদে সরবরাহকৃত হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবার উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়পূর্বক দাখিলপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।”
- (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হইলে তদীয় সমুদয় আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপণ করিতে হইবে।
- (৩) প্রতি কর মেয়াদে এই ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে উহা নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী নিরূপণ করিতে হইবে:

$I \times T/A$ যেক্ষেত্রে-

- ✓ I হইল এই উপ-ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের উপর যে পরিমাণ উপকরণ করের উদ্ভব হয় তাহার মোট পরিমাণ এবং যাহার নিমিত্তে উক্ত কর মেয়াদে রেয়াত দাবি করা হয়;
 - ✓ T হইল কোন কর মেয়াদে ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল করযোগ্য সরবরাহের মূল্য; এবং
 - ✓ A হইল কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল সরবরাহের মূল্য।
- (৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে যে-
- (ক) কোন উপাদান উক্ত সূত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে বা অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (খ) কখন এবং কিভাবে এও/অ ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যায় উন্নীত বা অবনত করা হইবে;
- (গ) পঞ্জিকা বর্ষ শেষে সম্পাদিত কোন বার্ষিক সমন্বয়;
- (ঘ) আর্থিক সেবা সরবরাহকারীর আংশিক উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি;
- (ঙ) মূলধনী সম্পদের বিপরীতে সাধিত অতিরিক্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দাবিকৃত উপকরণ কর রেয়াতের সহিত সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪৮। সমন্বয়:

- (১) নির্ধারিত পরিমাণ শর্ত, সময়সীমা ও পদ্ধতিতে করদাতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যথাঃ
- (ক) উৎসে কর্তিত করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

- (খ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে প্রযোজ্য বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (গ) ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ না করিবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (private use) পণ্যের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (চ) নিবন্ধন বাতিলকরণের কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ছ) মূসক হার পরিবর্তিত হবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (জ) সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড, ফি, ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়।
- (২) নির্ধারিত পরিমাণ, শর্ত, সময়সীমা ও পদ্ধতিতে করদাতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থের হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (খ) সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত্ব করে হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (গ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়ন বা নিরীক্ষার ফলে প্রযোজ্য হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (ঘ) ক্রেডিট নোট ইস্যুকারীর কারণে হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (ঙ) মূসক হার হ্রাস পাওয়ার কারণে হ্রাসকারীর সমন্বয়;
 - (চ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হইতে নেতিবাচক অর্থের পরিমাণ জের টানিবার নিমিত্তে হ্রাসকারী সমন্বয়; বা
 - (ছ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মূসক হ্রাসকারী সমন্বয়; বা
 - (জ) নির্ধারিত অন্য কোন হ্রাসকারী সমন্বয়।

৪৯। উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন ও বৃদ্ধিকারী সমন্বয়:

- (১) [১](৩) ধারা ৩৩ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তনকারী সত্তার নিকট চুক্তি, টেন্ডার, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট নহে এমন সরবরাহ প্রদান করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী স্বত্বা উক্ত সরবরাহকারীর নিকট পরিশোধযোগ্য পণ হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্টকৃত মূসক উৎসে কর্তন করিবে।
- (ক) তবে শর্ত থাকে যে, সরবরাহ গ্রহীতা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নহে এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধে তিনি দায়ী থাকিবেন।”;
- (২) সরবরাহকারী নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত না হইলে এবং কর চালানপত্র জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোন সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোন মূল্য পরিশোধ করিবে না।
- (৩) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃত্ব মূসকের পরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিবে এবং নিম্নবর্ণিত সময় ও পদ্ধতিতে কর্তৃত্ব মূসক পরিশোধ করিবে, যথা:-
- (ক) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নিবন্ধিত হইলে, যে সরবরাহের উপর উৎসে কর কর্তন করা হইয়াছে সেই সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার সময়; এবং
 - (খ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নিবন্ধিত না হইলে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে।
 - (গ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে উৎসে মূসক কর্তন ও পরিশোধ করিবে।
- (৪) উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।
- (৫) কোন প্রকল্পের আওতায় কোন সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় মূল সংযোজন কর যদি সেবা গ্রহণকারী বা ক্ষেত্রমতে, সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারি ট্রেজারিতে জমা করেন এবং উক্ত সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সমুদয় সেবার অংশবিশেষ সরবরাহের লক্ষ্যে কোন সাব-কন্ট্রাকটর, এজেন্ট বা নিয়োগকৃত অন্যকোন সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তির নিকট হতে ইক্ত সেবার উপর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তন এবং সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদানের দালিলিক প্রমাণাদি মূল্য সংযোজন কর এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না বিধায় পুনরায় উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা যাবে না। তবে প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

৫০। উৎসে কর কর্তনের পর সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয়।

- (১) উৎসে কর কর্তন করা হইলে, নিবন্ধিত ব্যক্তি উৎসে কর্তৃত্ব অর্থের সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন।

- (২) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী ৩ (তিন) কর মেয়াদে উক্তসমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।
- (৩) সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা হতে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র গ্রহণ করা ব্যতিত হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চালানপত্র এবং দলিলপত্র

৫১। কর চালানপত্র:

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি করযোগ্য সরবরাহের উপর যে তারিখে কর প্রদেয় হইবে সেই তারিখ বা তৎপূর্বে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি কর চালানপত্র জারি করিবে।

৫২। ক্রেডিট নোট এবং ডেবিট নোট।

- (১) ক্রেডিট বা ডেবিট নোটে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:-
- (ক) ডেবিট বা ক্রেডিট নোটের ক্রমিক নম্বর, ইস্যুর তারিখ ও সময়;
- (খ) সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (গ) প্রাসঙ্গিক মূল কর চালানপত্রের ক্রমিক নম্বর, তারিখ ও সময়;
- (ঘ) সমন্বয়ের প্রকৃতি;
- (ঙ) মূসকের পরিমাণের উপর প্রভাব;
- (চ) সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসকের প্রভাব ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইলে সরবরাহ গ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং
- (ছ) সমন্বয় ঘটনার কারণে বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ সনাক্তকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্য।
- (২) কোন ক্রেডিট নোটে উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত ক্রেডিট নোট হ্রাসকারী সমন্বয় দাবির সমর্থনে ব্যবহার করা যাইবে না।

৫৩। উৎসে কর কর্তন সনদপত্র:

কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট হতে উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কোন সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত উৎসে কর কর্তনকারী কোন সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে, উক্ত উৎসে কর কর্তনকারী স্বত্বা তৎকর্তৃক উক্ত সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের সময় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করবেন।

৫৪। কর দলিলাদি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান:

কর দলিলাদি ও উহার অনুলিপি ইস্যু, সংরক্ষণ ও দাখিলের শর্ত, পদ্ধতি, সময়সীমা, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও আদায়

৫৫। সম্পূরক শুল্ক আরোপ:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির উপর, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহের উপর এবং বাংলাদেশে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত এবং প্রদেয় হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের নিমিত্ত আমদানি না করিয়া রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি করা হইলে, উক্ত পণ্যের আমদানির উপর কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্যহার বিশিষ্ট মূসক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না।
- (৪) প্রদেয় সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ হইবে-
- (ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য বা সেবার উপর দ্বিতীয় তফসিলের কলাম (৪) এ কোন সম্পূরক শুল্ক হার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলে, উক্ত পণ্য বা সেবার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্যের সহিত উক্ত হার গুণ করিয়া নিরূপিত অর্থ; বা
- (খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য বা সেবার উপর দ্বিতীয় তফসিলের কলাম (৪) এ সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলে, উক্ত পরিমাণ।

(৫) কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর কেবলমাত্র একটি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হবে।

৫৬। সম্পূরক শুল্ক পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি:

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে সম্পূরক শুল্ক প্রদান করিতে হবে, যথা:-

- (ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে: আমদানিকারক;
- (খ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী; বা
- (গ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে: ভিন্নরূপ নির্ধারিত না থাকিলে সেবা সরবরাহকারী।

৫৭। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য:

সম্পূরক শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) আমদানিকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে, কাস্টমস আইনের ধারা ২৫ বা ধারা ২৫(ক) এর অধীন আমদানি শুল্ক আরোপণীয় মূল্যের সহিত আমদানি শুল্ক [রেগুলেটরি ডিউটি এবং অন্যান্য শুল্ক] (যদি থাকে) যোগ করিয়া যে মূল্য হয় সেই মূল্য;
- (খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে, পণ্য বা সেবার করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে ধারা ৩২ অনুযায়ী নির্ণীত মূল্য হইতে সম্পূরক শুল্ক বিয়োগ করিয়া: তবে শর্ত থাকে যে, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা পণ্যবিহীন বা অপরিপূর্ণ পণ্যবিশিষ্ট হইলে, উহার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের কর-ভগ্নাংশ-হ্রাসকৃত ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে সম্পূরক শুল্ক বিয়োগ করিয়া; এবং
- (গ) যে পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূসক আরোপিত হইবে, সেই পণ্যের ক্ষেত্রে, ধারা ৫৮(২) এ বর্ণিত খুচরা মূল্য সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫৮। তামাক এবং এ্যালকোহলযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্প (special scheme):

- (১) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত [বা বাংলাদেশে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত] নিম্নবর্ণিত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং আদায়ের উদ্দেশ্যে বোর্ড, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত পণ্যের প্রস্তুতকারকের জন্য আবশ্যিকীয় বিশেষ পরিকল্প প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-
 - (ক) (ক) তামাকজাত পণ্য বা উহার মিশ্রিত পণ্যসহ সমতুল্য অন্য কোন পণ্য; বা
 - (খ) মদ জাতীয় পানীয়, মদ জাতীয় পানীয়ের উপকরণ বা সমতুল্য অন্য কোন পণ্য।
- (২) উক্ত বিশেষ পরিকল্প দ্বারা বোর্ড উক্ত পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত মূল্য মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৩) উক্ত বিশেষ পরিকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-
 - (ক) উক্ত পণ্যের মোড়ক, বোতল, পাত্র বা ধারকে বা উহার গায়ে নিরাপত্তামূলক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা বিশেষ আকারের এবং ডিজাইনের ছাপ সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন বিষয়; এবং
 - (খ) উক্ত স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা ছাপের প্রস্তুতকরণ, অর্জন, বিতরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার, তদারকি, পর্যবেক্ষণ, হিসাব-নিকাশ, নিষ্পত্তিকরণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন বিষয়।

৫৯। আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর যে সময় ও পদ্ধতিতে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয়, সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে, সম্পূরক শুল্ক আদায় করিতে হইবে।
- (২) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, সম্পূরক শুল্ক আদায় এবং পরিশোধের উদ্দেশ্যে কাস্টমস আইনের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং অভিযোজনসহ) এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন আমদানির উপর প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক একটি আমদানি শুল্ক।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলীর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কাস্টমস আইনের অধীন কোন পরিমাণ বন্ড বা গ্যারান্টির দাবী করা হইলে, উহা এমনভাবে হিসাব করিতে হইবে যেন প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক আমদানি পণ্যের উপর একটি আমদানি শুল্ক।

৬০। সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর যে সময়ে মূসক প্রদেয় হইবে, সেই একই সময়ে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হইবে।
- (২) সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করিবেন।

৬১। সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্যের অনুমিত সরবরাহ:

- (১) সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকারী কোন ব্যক্তি যদি তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণের বিষয়ে নিরীক্ষাকালে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট হিসাব প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ঘোষিত উপকরণ- উৎপাদ সহগ এর ভিত্তিতে সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ণীত হবে এবং উক্ত ব্যক্তি পণ্যসমূহ ন্যায্য বাজার মূল্যে সরবরাহ করিয়াছেন বলে গণ্য হবে।
- (২) যদি উক্ত পণ্য নিম্নবর্ণিত কোন কারণে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমিশনারের টিকট আবেদন করলে এবং উক্ত আবেদন বিবেচিত হলে সে ক্ষেত্রে সম্পূরক শুদ্ধ প্রদেয় হবে না।

৬২। সম্পূরক শুদ্ধের নিম্নোক্ত হ্রাসকারী সমন্বয়।

- ক) সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্যের আমদানিকারক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে আমদানির উপর তৎকর্তৃক পরিশোধিত সম্পূরক শুদ্ধের হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন যদি পণ্যটি কাস্টমস আইনের অধীন শুদ্ধ-করাদি প্রত্যর্পণের (Drawback) শর্তাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অষ্টম অধ্যায়

টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়

৬৩। টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়:

- (১) ৮০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক টার্নওভার হলে তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের উপর ৪ (চার) শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করিবেন:
- (২) কোন তালিকাভুক্ত ব্যক্তির কোন কর মেয়াদে প্রদেয় টার্নওভার কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।
- (৩) প্রদেয় টার্নওভার কর নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতি, হিসাবরক্ষণ, টার্নওভার কর প্রত্যর্পণ, ন্যায়-নির্ণয়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (৪) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করা বা টার্নওভার কর রেয়াত গ্রহণ কিংবা হ্রাসকারী সমন্বয় করা যাবে না।

নবম অধ্যায়

দাখিলপত্র পেশ ও উহার সংশোধন

৬৪। দাখিলপত্র পেশ:

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর মেয়াদের জন্য মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে ১৫তম দিবসে সরকারি ছুটি থাকলে তৎপরবর্তী কার্যদিবসে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে।
- (১ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যা কিছুই থাক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, দৈব দুর্ভিপাকে বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে, বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ দ্বারা, উক্তরূপে আপাতকালীন সময়ের জন্য সুদ ও জরিমানা আদায় হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে। ১ (খ) উপধারা ১ (ক) এ উল্লিখিত আদেশ ভূতাপেক্ষভাবে জারি করা যাইবে।
- (২) মুসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুদ্ধ পরিশোধের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া উক্ত দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে।

৬৫। বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে আবেদনের ভিত্তিতে কমিশনার কোন ব্যক্তিকে বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, তবে উক্ত অনুমতি কর পরিশোধের প্রকৃত তারিখকে ১ (এক) মাসের অধিক বর্ধিত করিবে না বা সুদ পরিশোধের দায়-দায়িত্বকে পরিবর্তন করিবে না।

৬৬। দাখিলপত্রে সংশোধন:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে করদাতার আবেদনক্রমে কমিশনার দাখিলপত্রের কোন করণিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া সংশোধিত দাখিলপত্র পেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন; তবে, যে পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে এই ধারার অধীন সংশোধনীর ফলে হ্রাসকৃত সমন্বয়ের উদ্ভব হইবে এবং জরিমানা পরিশোধ ব্যতীত দাখিলপত্র দাখিল করা যাইবে তাহা বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে কোন একটি কর মেয়াদের জন্য পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট কর মেয়াদে মূল দাখিলপত্র পেশ না করিবার ক্ষেত্রেও অনুরূপ আদেশ প্রদান করা যাইবে।

দশম অধ্যায়

ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান

৬৮। ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান:

- (১) যদি কোন কর মেয়াদে উপকরণ কর এবং প্রাপ্য হ্রাসকারী সমন্বয়ের সমষ্টি, উৎপাদ কর, সম্পূরক শুল্ক এবং বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের সমষ্টিকে অতিক্রমের কারণে উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় নীট অর্থের পরিমাণ ঋণাত্মক হয়, তাহা হইলে- অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জের টানিতে হইবে এবং পরবর্তী ছয়টি কর মেয়াদে উক্ত অর্থ বিয়োজন করা যাইবে, তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ এই ধারা অনুসারে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে।
- (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হতে জের টানা অতিরিক্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হ্রাসকারী সমন্বয় প্রদান করতে হইবে-
 - (ক) সকল উৎপাদ করের পরিমাণ এবং এই ধারার অধীন প্রদত্ত সমন্বয় ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় সমন্বয় হিসাবে লইয়া পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত মেয়াদের জন্য প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে;
 - (খ) যদি নিরূপিত অর্থের পরিমাণ ধনাত্মক হয়, তবে- পূর্বের কর মেয়াদ হইতে জের টানা অতিরিক্ত অর্থের এমন অংশ হ্রাসকারী সমন্বয় প্রদান করিতে হইবে যাহাতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ শূন্য হ্রাস পায়;
 - (গ) পূর্বের কর মেয়াদ হইতে জের টানা যে পরিমাণ অর্থ দফা (খ) এর অধীন সমন্বয় করা যাইবে না, উহা ততক্ষণ পর্যন্ত জের টানিতে হইবে, যতক্ষণ না
 - ✓ কোন কর মেয়াদের জন্য জের টানা সমুদয় অতিরিক্ত অর্থ বিয়োজিত হয়; বা
 - ✓ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জের টানা অতিরিক্ত অর্থের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ছয়টি কর মেয়াদ পর্যন্ত জের টানা হয়।
- (৩) যদি ছয়টি কর মেয়াদ যাবৎ জের টানার পর অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহলে-
 - (ক) অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক না হইলে উক্ত পরিমাণ শূন্য হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত উহার জের টানিতে হইবে, বা
 - (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, উক্ত পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে।

৬৯। ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান।

- (১) ধারা ৬৮ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ঋণাত্মক হইলে, তিনি উহা ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী হইবেন, যদি কমিশনার নিশ্চিত হন যে
 - (ক) উক্ত ব্যক্তির টার্নওভারের ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বা তদূর্ধ্ব তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ হইতে উদ্ধৃত হয় বা হইবে;
 - (খ) উক্ত ব্যক্তির উপকরণ ব্যয়ের ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বা তদূর্ধ্ব আমদানি বা অর্জন তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্য করহার বিশিষ্ট সরবরাহ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়;
 - (গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, কমিশনার যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতির ফলে (যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য নহে) নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উপকরণ কর রেয়াতের উদ্ভব হয়।
- (২) এই ধারার অধীন নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে অর্থ ফেরৎ লাভের জন্য আবেদন করা হইলে-
 - (ক) অর্থের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হইলে, উক্ত অর্থ পরবর্তী কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসাবে জের টানিতে হইবে; বা
 - (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, আবেদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করিবেন।

৭০। ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ:

- (১) ধারা ৬৮ বা ধারা ৬৯ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হইবে না, যদি না এবং যতক্ষণ না আবেদনকারী চলতি কর মেয়াদ পর্যন্ত সকল মুসক দাখিলপত্র পেশ করেন।

- (২) কোন ব্যক্তির নিকট ফেরৎ দাবিকৃত অর্থ প্রদেয় হইলে, কমিশনার ফেরৎযোগ্য অর্থ হইতে প্রথমে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা বকেয়া করের দায়-দেনা (সুদ, দণ্ড বা জরিমানাসহ) হ্রাস করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) প্রয়োগের পর, যদি কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে এবং উহার পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হয়, তাহা হইলে কমিশনার উহা ফেরৎ প্রদান না করিয়া উক্ত অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসাবে গণ্য করিবার লক্ষ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।
- ৭১। কূটনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান:
- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানে উল্লিখিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, [কমিশনার বা পরিচালক] নিম্নবর্ণিত সরবরাহের উপর প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) আপাতত বাংলাদেশে বলবৎ কোন কনভেনশন বা অনুরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন মুসক হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ;
- (খ) বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বা কনস্যুলার মিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত সরবরাহ।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত সরবরাহ অব্যাহতি প্রদান বা শূন্যহার বিশিষ্ট না করিয়া ফেরৎ প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর করা হইবে।
- ৭২। অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সমন্বয় বা ফেরত প্রদান:
- (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন কর মেয়াদের দাখিলপত্রে প্রদর্শিত প্রদেয় করের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণ কর পরিশোধ করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করা যাইবে বা পরবর্তী দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।
- (২) যদি কোন অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক ভুলবশত কোন কর পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে যে কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে উক্ত কর জমা প্রদান করা হইয়াছে উক্ত কমিশনারেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কর ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায় কর নির্ধারণ

৭৩। কর নির্ধারণ:

- (৩) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া তৎকর্তৃক প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) যদি কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করিয়া দাখিলপত্রের যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে,
- ✓ কোন দাখিলপত্রে উক্ত ব্যক্তি উৎপাদ কর, সম্পূরক শুল্ক বা বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়ের বিষয়ে মিথ্যা ঘোষণা বা অসত্য বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, বা
- ✓ টার্নওভার কর দাখিলপত্রে উক্ত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে তাহার টার্নওভার সম্পর্কে মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন;
- (খ) যদি উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হন;
- (গ) যদি উক্ত ব্যক্তি প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন; বা
- (ঘ) যদি উক্ত ব্যক্তি অর্থ ফেরত লাভের বা প্রত্যর্পণ পাওয়ার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও তাহার বরাবরে অর্থ ফেরত প্রদান বা প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়।
- (৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে, [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কোন ব্যক্তির কর নির্ধারণ বা সংশোধিত কর নির্ধারণ করিবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করিবেন, যাহাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:
- (ক) কর নির্ধারণের কারণ, কর নির্ধারণের ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ এবং যাহার ভিত্তিতে উক্ত পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ;

- (খ) যে তারিখের মধ্যে কর প্রদান করিতে হইবে সেই তারিখ; তবে, উক্ত তারিখ নোটিশ জারির তারিখ হইতে কমপক্ষে ১৫ (পনের) কার্যদিবস পরে হতে হবে; এবং
- (গ) কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিবার স্থান ও সময়।
- (৫) [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কর মেয়াদ সমাপ্তির ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল পরে উল্লিখিত কর মেয়াদের জন্য সংশোধিত কর নির্ধারণসহ কোন কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন না, যদি না—
- (ক) নিবন্ধিত ব্যক্তি দাখিলপত্র পেশকরণে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা বা প্রতারণা করেন; কোন কর মেয়াদের জন্য দাখিলপত্র পেশ না করেন; বা কর মেয়াদে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন; বা
- (খ) নিবন্ধিত ব্যক্তি কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য গোপন করেন, বিকৃত করেন বা মিথ্যা তথ্য প্রদানপূর্বক কর চালানপত্র ইস্যু করেন বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সকল বা অন্য কোন অপরাধ করেন; বা
- (গ) আদালত বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণের জন্য সংশোধিত কর নির্ধারণ প্রয়োজন হয়।
- (৬) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, এই ধারার কোন কিছুই [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন সুদ বা জরিমানা আরোপে ও আদায়ে বাধা সৃষ্টি করিবে না, যথা:
- (ক) প্রদেয় মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর পরিশোধের মূল ধার্য তারিখ হইতে হিসাব করিবার ক্ষেত্রে; বা
- (খ) কোন ব্যক্তি অর্থ ফেরত লাভের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও, যদি তাহাকে কোন অর্থ ফেরত প্রদান করা হয় এবং উক্তরূপে ফেরত প্রদানকৃত অর্থ সমন্বয়ের নিমিত্ত কোন কর নির্ধারণের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে যেই তারিখে উক্ত ব্যক্তিকে অর্থ ফেরত প্রদান করা হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে হিসাব করিবার ক্ষেত্রে।
- (৭) দাখিলপত্র পরীক্ষায় উপকরণ কর রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের অনিয়ম উদঘাটিত হলে সহকারি কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা উপধারা (২) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে।
- ৭৪। সরবরাহ গ্রহীতার মিথ্যা ঘোষণা:**
- (১) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক প্রতারণামূলক মিথ্যা বর্ণনার কারণে, যদি কোন সরবরাহকারী ভুলবশতঃ করযোগ্য সরবরাহকে শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ গণ্য করেন, তাহা হইলে কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া বিলম্বে মূসক পরিশোধের ফলে প্রদেয় যেকোন সুদ বা জরিমানাসহ উক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূসক পরিশোধের লক্ষ্যে সরবরাহ গ্রহীতার বরাবরে কর ধার্য করিতে পারিবেন, এবং সরবরাহ গ্রহীতা নিবন্ধিত হউক বা না হউক উক্তরূপ কর নির্ধারণ, গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় মূসক নির্ধারণ বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা সরবরাহ গ্রহীতা বরাবরে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া কর নির্ধারণ নোটিশ প্রেরণ করিবেন, যথা:-
- (ক) কর নির্ধারণের কারণ;
- (খ) কর নির্ধারণের ফলে প্রদেয় মূসকের পরিমাণ;
- (গ) উক্ত মূসক প্রদেয় হইবার তারিখ; এবং
- (ঘ) কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপীল করিবার স্থান ও সময়।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কমিশনারকে বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে উক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূসক, সুদ বা জরিমানা আদায় করিতে বাধা সৃষ্টি করিবে না এবং তিনি সরবরাহকারীর নিকট হইতে প্রদেয় পরিমাণের অংশবিশেষ এবং গ্রহীতার নিকট হইতে অংশবিশেষ আদায় করিতে পারিবেন।
- (৪) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে, যদি কোন সরবরাহকারী কমিশনার বরাবরে মূসক, সুদ বা জরিমানা পরিশোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরবরাহকারী উক্তরূপ সরবরাহের জন্য গ্রহীতার নিকট হইতে উক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।
- ৭৫। সরবরাহকারীর মিথ্যা বর্ণনা:**
- (১) যেক্ষেত্রে কোন অনিবন্ধিত ব্যক্তি কোন সরবরাহ গ্রহীতার নিকট পণ্য সরবরাহ করেন এবং কর চালানপত্র গণ্য করিয়া কোন মিথ্যা দলিল ইস্যু করেন, যাহা উক্ত সরবরাহকে একটি করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া প্রতীয়মান করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে, সরবরাহের ক্ষেত্রে যেই

হার প্রযোজ্য হইত সেই হারে কর আদায়যোগ্য হইবে: তবে, শর্ত থাকে যে, যদি দলিলাদিতে উচ্চতর হার প্রদর্শিত বা অনুমিত হয়, তাহা হইলে উক্ত উচ্চতর হার প্রযোজ্য হইবে।

- (২) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করে, তাহাকে নিবন্ধিত ব্যক্তি এবং উক্ত সরবরাহকে করযোগ্য সরবরাহ বিবেচনা করিয়া কর নির্ধারণ করিবেন।

৭৬। কর সুবিধা প্রদান ও রদকরণ (negation):

- (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধানের অপব্যবহার করিয়া, কোন পরিকল্পের (scheme) মাধ্যমে কোন কর সুবিধা গ্রহণ করেন বা চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কমিশনার করদাতাকে শুনানি প্রদান করিয়া নির্ধারিত ক্ষেত্র ও পদ্ধতিতে এমনভাবে কর সুবিধার যথার্থতা নিরূপণ, নির্ধারণ, রদকরণ বা হ্রাসকরণের জন্য যুক্তিযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এমনভাবে সুবিধা লাভকারী ব্যক্তির করদায়িতা নিরূপণ করিতে পারিবেন যেন বিশেষ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই বা কার্যকর হয় নাই।
- (২) এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন কার্যধারা, চুক্তি, বন্দোবস্ত, প্রতিশ্রুতি, পরিকল্পনা, প্রস্তাব বা কার্যক্রম প্রকাশ্য বা নিহীত বা আইনসঙ্গতভাবে বলবৎযোগ্য হোক বা না হোক পরিকল্প (scheme) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৭। কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা:

- (১) চূড়ান্ত কর নির্ধারণ নোটিশের মূল বা সত্যায়িত কপি কার্যধারায় চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে এমনরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উক্ত কর নির্ধারণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কর নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যতীত, কর নির্ধারণের সকল বিষয় এবং নির্ধারিত করের পরিমাণ যথার্থ বিবেচিত হইবে।
- (২) কোন কর যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে বা কার্যকর করা হইয়াছে, উহা আকার ও প্রকারগত কারণে রদ করা যাইবে না বা বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।
- (৩) কোন কাজ না করা বা কোন ভুল-ত্রুটির কারণে কোন কর নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইবে না, যদি কর নির্ধারণ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কর নির্ধারণের আওতাধীন ব্যক্তি বা যাহার উপর কর নির্ধারিত হইতে পারে তাহার নাম উক্ত চূড়ান্ত নোটিশে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী উল্লিখিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়:

মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ

৭৮। মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ এবং উহার কর্মকর্তা।-

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহা বোর্ড, তদধীন এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর দপ্তর এবং নিম্নবর্ণিত মূসক কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-
- (ক) (ক) চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (খ) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (গ) কমিশনার (আপীল), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঘ) কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঙ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউশন সেল;
- (চ) মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;
- (চচ) মহাপরিচালক, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি;
- (চচচ) মহাপরিচালক, গুন্ড রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর;
- (ছ) অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক(সিআইসি), মূল্য সংযোজন কর;
- (জ) যুগ্ম কমিশনার, যুগ্ম পরিচালক (সিআইসি) বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঝ) উপ কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঞ) সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ট) (ট) রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঠ) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর; এবং
- (ড) বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোন কর্মকর্তা।
- (২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, মূসক কর্মকর্তাগণের নিয়োগ এবং আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় তাহাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

- (৩) বোর্ড, সমগ্র দেশ বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য বা একটি বিশেষ শ্রেণীর করদাতার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন, উক্ত ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উক্ত ইউনিটের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (৪) বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন বিশেষায়িত কার্যক্রম (special function) সম্পূর্ণের লক্ষ্যে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এক বা একাধিক বিশেষায়িত ইউনিট (specialized functional unit) গঠন, উক্ত ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উক্ত ইউনিটে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কর্মপদ্ধতি ও ভাতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৭৯। মূসক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য:

- (১) বোর্ড, এই আইনের অধীন মূসক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব পালনসহ অন্যান্য সকল দায়িত্ব সম্পাদন, কর্তব্য পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।
- (২) মূসক কর্মকর্তাগণ, বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক দায়িত্ব সম্পাদন, কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা:-
- (ক) কর আদায় এবং উহার হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- (খ) এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম; এবং
- (গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন বা কর্তব্য ও কার্যাবলী সম্পাদন।
- (৩) মূসক কর্মকর্তাগণ, বোর্ড কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা আরোপিত পরিসীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের অধীন-
- (ক) তাহাদের উপর ন্যস্ত যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন এবং কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন;
- (খ) কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাহার অধস্তন যেকোন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত বা তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৮০। মূসক কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সংশোধনে বোর্ডের ক্ষমতা:

বোর্ড স্ব-উদ্যোগে মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত যেকোন কার্যধারার নথিপত্র, বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে, উহা তলব করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ যুক্তিযুক্ত যেকোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তির জন্য এই আইনের অধীন নির্ধারিত কোন অধিকার বা বাধ্যবাধকতা ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না।

৮১। ক্ষমতা অর্পণ:

- (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন মূসক কর্মকর্তাকে তাহার নাম ও পদবী উল্লেখপূর্বক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের অধীন কমিশনারের যে কোন দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।
- (২) বোর্ডের ভিন্নতর নির্দেশ না থাকিলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক তদধস্তন যেকোন মূসক কর্মকর্তাকে তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় তাহার যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

৮২। মূসক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান:

- (১) মূসক কর্মকর্তাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন তাহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও আনসারের যেকোন সদস্য এবং ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ, আবগারি, শুল্ক, আয়কর এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী সকল সরকারি কর্মকর্তাসহ অন্য যেকোন [সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংক, বীমা, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।
- (২) সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, তাঁহাকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে যে কোন ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক একাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদিসহ অন্য যেকোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা তলবকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮৩। মূসক কর্মকর্তার প্রবেশ ও তত্ত্বাশির ক্ষমতা:

- (১) কমিশনার মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন যেকোন মূসক কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে, নিরধারিত পদ্ধতিতে তে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:-
 - (ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্থান, অঙ্গন, ঘরবাড়ি, যানবাহন, ইত্যাদিতে প্রবেশ ও তত্ত্বাশি; এবং ক্ষেত্রমত জন্মকরণ ও আটক;
 - (খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও উহার রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষাকরণ।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থান কাহারও আবাসস্থল হইলে, উক্ত কর্মকর্তাকে উক্ত স্থানের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে উক্তরূপ প্রবেশ করা যাইবে না।
- (৩) কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করিলে, সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার মূসক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দেশ প্রদান করতে পারিবেন।
- (৪) উপধারা (১)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তা তার এখতিয়ারধীন এলাকায় কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায়স্থল পরিদর্শন এবং মজুদ পণ্য, সেবা, উপকরণ ও হিসাব পরীক্ষা করতে পারবেন।

৮৪। পণ্য জন্মকরণ ও উহার নিষ্পত্তি:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান লংঘন করিয়া কোন পণ্য সরবরাহ করেন বা কোন সেবা প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য, বা সেবা প্রদানের সহিত [সংশ্লিষ্ট পণ্য, দলিলাদি ও যানবাহন কমিশনার বা মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক, জন্ম ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।
- (২) কোন কার্যধারা নিষ্পন্নধীন থাকা অবস্থায় উপ-ধারা (১) এর অধীন জন্মকৃত পণ্য কমিশনার উহার মালিক বা প্রতিনিধির অনুকূলে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।

৮৫। ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ:

- (১) নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে [ধারা ৮৬ তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা] কলাম (৩) এ বর্ণিত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	ব্যর্থতা বা অনিয়ম	জরিমানার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
(ক)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন না করিবার ব্যর্থতা, অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(খ)	নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র যথাস্থানে প্রদর্শন না করিবার ব্যর্থতা অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(গ)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঘ)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন না করিবার ব্যর্থতা অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঙ)	ধারা ৯(৫) এর বিধান পরিপালন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(চ)	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র পেশ না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা মাত্র
(ছ)	দাখিলপত্রে উৎপাদ করের কোন পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	অনুল্লিখিত উৎপাদ করের অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(জ)	দাখিলপত্রে প্রাপ্য উপকরণ করের রেয়াত অধিক গ্রহণ করিবার অনিয়ম;	অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ করের অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঝ)	দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবার অনিয়ম;	বর্ধিত হ্রাসকারী সমন্বয়ের দ্বিগুণ বা হ্রাসকৃত বৃদ্ধিকারী

		সমন্বয়ের অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(এ৪)	কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ট)	রেকর্ডপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঠ)	নির্ধারিত জামানত প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ড)	আরোপিত কর নিরূপণ ও পরিশোধ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার বা পরিহারের চেষ্টা করিবার অনিয়ম;	পরিহারকৃত করের অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঢ)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপকরণ উৎপাদ সহগ (input output coefficient) দাখিল না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র।
(ণ)	অব্যাহত প্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত বিধান পরিপালন করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১ (এক) লক্ষ টাকা মাত্র।

(১ক) ধারা ৪৯ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা স্বত্ত্বেও উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উক্ত ধারা অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে,

ক) ধারা ১২৭ অনুযায়ী আরোপিত সুদসহ উক্ত মূল্য সংযোজন কর তার নিকট হতে এনরুপে আদায় করা হবে যেন তিনি উক্ত ধারার অধীন একজন পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী;

খ) দফা (অ) এর বিধানবলী ক্ষুণ্ণ না করে উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাক ব্যক্তিগত জরিমাণা করতে পারবেন।

(২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা ও অনিয়ম ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হন বা নিষিদ্ধ কিছু করেন, তাহা হইলে [ধারা ৮৬ তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা] উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যর্থতা বা কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও পৌনঃপুনিকতাভেদে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে, জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

(২ক) কোন ব্যক্তি ভুলবশন বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে কর পরিশোধ না করিলে বা কর অনাদায়ী থাকিলে বা কর ফেরত গ্রহণ করিলে বা অধিক রেয়াত গ্রহণ করিলে বা যথাযথভাবে হ্রাসকারী/বৃদ্ধিকারী সমন্বয় না করিলে এবং পরবর্তীতে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী নিরূপিত চূড়ান্ত কর সুদসহ পরিশোধ করিলে, উক্ত ক্ষেত্রে তাহার উপর কোন জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।” এবং

(৩) কোন ঘটনায় অপরাধ ও ব্যর্থতা বা অনিয়মের উপাদান থাকিলে অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা এবং ব্যর্থতা বা অনিয়মের জন্য কার্যধারা গ্রহণে এই আইনের কোন কিছুই (ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা) বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(৪) ধারা [৮৬তে উল্লিখিত প্রত্যেক মূসক কর্মকর্তা] এই ধারার অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ” উপধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলামের ক্রমিক নং (চ) এর ক্ষেত্র ব্যতিত) নোটিশের মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৪ক) কোন প্রতিষ্ঠানের কোন সরবরাহ না থাকিবার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠান যদি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রতি কর মেয়াদান্তে দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় উক্ত প্রতিষ্ঠান চালু হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ এবং পুনরায় চালু হইবার মধ্যবর্তী কর মেয়াদ বা কর মেয়াদসমূহের দাখিলপত্র পেশের ব্যর্থতার জন্য উপ-ধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলামের ক্রমিক নং (চ) এ উল্লিখিত জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।”

(৫) মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর, সুদ ও অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে জরিমানা প্রদেয় হইবে।

৮৬। ন্যায় নির্ণয় (adjudication) কার্যধারা গ্রহণে মূসক কর্মকর্তাগণের আর্থিক সীমা

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বা করারোপ ও আদায়ের লক্ষ্যে—

(ক) আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্মকর্তাগণ কাস্টমস আইনের অধীন কার্যধারা গ্রহণ করিবেন; এবং

(খ) পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, মূসক কর্মকর্তাগণ এই আইনের অধীন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত আর্থিক ক্ষমতা সাপেক্ষে, কার্যধারা গ্রহণ করিবেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)
(ক)	কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকার অধিক
(খ)	অতিরিক্ত কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা
(গ)	যুগ্ম কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা
(ঘ)	উপ কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা
(ঙ)	সহকারী কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা
(চ)	রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৪ (চার) লক্ষ টাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল কার্যধারার বিষয়বস্তুর সহিত কোন আর্থিক সংশ্লেষ নাই তথা অনিয়ম সংক্রান্ত, সেই সকল কার্যধারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

- (২) প্রত্যেক সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা এই ধারার অধীন গৃহীত প্রত্যেক কার্যধারায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন।
- (৩) যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়ন এর আবেদন করেন, তবে সে ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয়কারী কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও শুনানি গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।

৮৭। সমন প্রেরণ:

- (১) রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহেন এমন কোন মূসক কর্মকর্তা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদান ও দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য সমন প্রেরণ করিতে পারিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সমনকৃত যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী সশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৩২ ও ১৩৩ এর অধীন সশরীরে উপস্থিত হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রেরণ করা যাইবে না।

৮৮। কাস্টমস কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার প্রয়োগ ও কার্যকরকরণার্থ কাস্টমস কর্মকর্তাগণের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব থাকিবে, যথা:-
- (ক) করযোগ্য আমদানির উপর আরোপিত মূসক আদায়; এবং
- (খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির উপর প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক আদায়।
- (২) আমদানী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কাস্টম আইন দ্বারা কাস্টম কর্মকর্তা যেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই রূপ ক্ষমতা এই আইনের অধীন আমদানি পণ্যের উপর মূসক, সম্পূরক শুল্ক ও আগাম কর আরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৮৯। গোপনীয়তা:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন করদাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল তথ্য এবং দলিলাদি গোপনীয় গণ্য হইবে।

৮৯ক। মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ:

সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস আইন বা Excise and Salt Act 1944 এর Act No. I of 1944 এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা যে কোন বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে ঘোষণা করতে পারবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান

৯০। করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান:

- (১) কর ফাঁকি রোধকল্পে কমিশনার বা মহাপরিচালক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন যে কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয় নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।
- (২) বোর্ড, উক্ত নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন এবং অডিট ম্যানুয়্যাল প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে।

- (৩) কমিশনার বা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত মূসক কর্মকর্তা নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া কমিশনার বা মহাপরিচালক বরাবরে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে, নিরীক্ষিত কর মেয়াদে করদাতার প্রদেয় করের দায়-দায়িত্ব উদঘাটিত হইলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক উক্ত করদায় নির্ধারণ করিবেন, এবং অপরিশোধিত করের উপর প্রযোজ্য সুদ উল্লেখ করিয়া উহা আদায়ের জন্য পরবর্তী কার্যধারা গ্রহণের নিমিত্ত উহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৫) ধারা ৭৩ এ যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনার কর মেয়াদ সমাপ্তির ৩(তিন বছর) অধিককাল পূর্বের কোন কর মেয়াদেও জন্য কোন বকেয়া কর দাবি করতে পারবেন না।

৯০ (ক) বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল

কোন নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানী পূর্ববর্তী বছরের ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী চলমান অর্থ-বছরের প্রথম ছয় কর মেয়াদের মধ্যে কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার উক্ত কোম্পানীর আবেদন ভিত্তিতে উক্ত সময়সীমা যৌক্তিক কারণ বিবেচনাপূর্বক আরো ছয় কর মেয়াদ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৯১। মূসক কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা।

- (১) [কমিশনার বা মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালকের পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোন] মূসক কর্মকর্তা অনুমোদিত উদ্দেশ্যে, নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তির নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দাবি করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য; বা
- (খ) কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বে থাকা দলিলাদি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ।
- (২) উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-
- (ক) যে কোন রেকর্ডপত্রের প্রতিলিপি করিবার;
- (খ) যে কোন রেকর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জব্দ করিবার;
- (গ) যে কোন রেকর্ড বা পণ্য সীল করিবার; এবং
- (ঘ) নির্ধারিত ক্ষেত্রে ও পদ্ধতিতে, যেকোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (ভৎবরুব) করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের।
- (৩) [উক্ত] ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক কোন রেকর্ড, দলিলপত্র বা পণ্য জব্দ করিবার ক্ষেত্রে, উহা যাহার নিকট হইতে জব্দ করা হইয়াছে তাহার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) এই অধ্যায়ের কোন বিধানবলে, আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অনুসন্ধানমুক্ত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা, কূটনৈতিক ভবন, কনস্যুলার বা বিদেশী রাষ্ট্রের মিশনসমূহে প্রবেশ ও তল্লাশি করা যাইবে না।
- ব্যাখ্যা:** এই ধারায় “অনুমোদিত উদ্দেশ্য” অর্থ
- (ক) কোন ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ;
- (খ) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ;
- (গ) কর ফাঁকি উদঘাটন; বা
- (ঘ) এই আইনের বিধানাবলী পরিপালন নিশ্চিতকরণ।

৯২। তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন করদাতা [কর] ফাঁকির উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধানাবলী পরিপালন না করেন, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক আদিষ্ট মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত করদাতার প্রকৃত করদায় নির্ধারণের লক্ষ্যে, তাহার [কর] আরোপযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোন স্থানে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারী করিতে পারিবেন।
- (২) উক্ত মূসক কর্মকর্তা উল্লিখিত করদাতার করদায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যাবতীয় তথ্যাবলী উল্লেখ করিয়া কমিশনারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে, কমিশনার করদাতাকে গুণানির সুযোগ প্রদান করিয়া করদাতার প্রকৃত করদায় নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৯৩। একাধিক দাপ্তরিক নিরীক্ষা:

কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি একই কর মেয়াদের জন্য দুইবার নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি না কমিশনারের নিকট নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকে বা তাহার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি নিরীক্ষিত কর মেয়াদে ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপন করিয়া প্রতারণার মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়াছেন।

৯৪। বিশেষ নিরীক্ষা:

- (১) নির্ধারিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাসহ বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত বোর্ড যে কোন হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হিসাব নিরীক্ষক, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূসক কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্দশ অধ্যায় বকেয়া কর আদায়

৯৫। বকেয়া কর আদায়:

- (১) মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর, সুদ, অর্ধদণ্ড বা জরিমানার কোন অর্থ খেলাপি করদাতা কর্তৃক প্রদেয় হইলে, কমিশনার উক্ত বকেয়া কর খেলাপি করদাতার নিকট হইতে আদায় করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।
- (১ক) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে কমিশনার [সহকারী কমিশনারের] পদের নিম্নে নহেন এমন এক বা একাধিক মূসক কর্মকর্তাকে বকেয়া আদায় কর্মকর্তা (Debt Recovery Officer – DRO) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কর আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- (২) বকেয়া কর প্রদেয় বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—
 - (ক) (ক) বকেয়া করের পরিমাণ দাখিলপত্রে প্রদেয় হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং উহা অপরিশোধিত থাকে;
 - (খ) খেলাপি করদাতার উপর জারিকৃত কর নির্ধারণী নোটিশে বা সার্টিফিকেটে বকেয়া করের পরিমাণ প্রদর্শিত হয় এবং খেলাপি করদাতা নোটিশে বা সার্টিফিকেটে উল্লিখিত সর্বশেষ তারিখে উহা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন; বা
 - (গ) এই আইনের অধীন কোন কার্যক্রম নিষ্পত্তির ফলে কোন বকেয়া কর প্রদেয় হয়।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন খেলাপি করদাতা কর্তৃক বকেয়া কর প্রদেয় হইলে, উহা আদায়ের লক্ষ্যে কমিশনারে বা বকেয়া আদায় কর্মকর্তা খেলাপি করদাতার বরাবরে নোটিশ প্রেরণ করিবেন।
- (৪) বকেয়া কর আদায়ের কার্যধারায়, বকেয়া করের দায় ও পরিমাণ প্রমাণের ক্ষেত্রে, উক্ত নোটিশ বা সার্টিফিকেট চূড়ান্ত প্রামাণ্য দলিল (conclusive proof) বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৫) বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে কমিশনার বা বকেয়া আদায় কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা:-
 - (ক) (ক) খেলাপি করদাতার কোন অর্থ কোন আয়কর, শুল্ক, মূসক বা আবগারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে, উহা হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কর কর্তন করিবেন;
 - (খ) খেলাপি করদাতার অর্থ অপর কোন ব্যক্তি বা সহযোগী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের নিকট থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি বা ব্যাংকে পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
 - (গ) খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গন হইতে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ বন্ধের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
 - (ঘ) খেলাপি করদাতার আমদানিকৃত পণ্য খালাস বন্ধের লক্ষ্যে শুল্ক ভবনের বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry) প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেমে ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা বন্ধ (lock) করিতে পারিবেন;
 - (ঙ) খেলাপি করদাতার ব্যাংক হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
 - (চ) খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন বা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে তালাবদ্ধ করিতে পারিবেন;
 - (ছ) খেলাপি করদাতার যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা অস্থাবর সম্পত্তি জব্দ করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে বকেয়া কর আদায় করিতে পারিবেন; বা
 - (জ) খেলাপি করদাতার কোন জিন্মাদারের নিকট হইতে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে জামানত গ্রহণ করিতে পারিবেন।
 - (ঝ) উক্ত কর সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গনের গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

- (৬) কাস্টমস কমিশনার কর্তৃক বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে উক্ত বকেয়া কর আদায় করিতে হইবে।
- ৯৬। দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মূসক কর্মকর্তার ক্ষমতা:**
দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তার সেইরূপ একই ক্ষমতা থাকিবে।
- ৯৭। বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন:**
খেলাপি করদাতা যদি অন্য কোন কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় বসবাস করেন বা তদস্থানে তাহার কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত কমিশনারকে বকেয়া কর আদায়ের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিশনার বকেয়া কর এমনভাবে আদায় করিবেন যেন উহা তাহার এখতিয়ারে প্রাপ্য বকেয়া।
- ৯৮। আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের বিলিবন্টন।**
- (১) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা কম হইলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ বা জামানত নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে বিলিবন্টন করিতে হইবে, যথা:-
(ক) প্রথমত, প্রদেয় সুদের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে;
(খ) দ্বিতীয়ত, অর্থদণ্ড বা জরিমানার পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে; এবং
(গ) তৃতীয়ত, মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার করের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে।
- (২) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা অধিক হইলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলিবন্টনের পর অতিরিক্ত অর্থ করদাতা বা জিম্মাদারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অনুসারে কোন অর্থ বা জামানত বিলিবন্টন করা হইলে, কমিশনার নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত বিষয়ে বকেয়া করদাতা বা জিম্মাদারকে অবহিত করিবেন।
- ৯৯। খেলাপি করদাতার স্থাবর সম্পত্তির উপর সরকারের পূর্বস্বত্ব (lien) ও উহার ক্রোক।**
- (১) যদি কোন খেলাপি করদাতা নির্ধারিত তারিখে বকেয়া কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে খেলাপি করদাতার মালিকানাধীন সকল সম্পত্তির উপর সরকারের অনুকূলে অগ্রাধিকার সম্পন্ন পূর্বস্বত্ব সৃষ্টি হইবে এবং সম্পূর্ণ বকেয়া কর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পূর্বস্বত্ব বলবৎ থাকিবে।
- (২) কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে পূর্বস্বত্ব সৃষ্টির বিষয়টি খেলাপি করদাতাকে অবহিত করিবেন এবং নোটিশ জারির এক মাসের মধ্যে খেলাপি করদাতা বকেয়া কর পরিশোধ না করিলে, খেলাপি করদাতার উক্ত সম্পত্তি কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া বকেয়া কর আদায় করিতে পারিবেন।
- ১০০। পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন।**
- (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জব্দ করা হইয়া থাকে, তবে কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জব্দের নোটিশ জারি করিবেন, যথা:-
(ক) জব্দকৃত পণ্যের মালিক;
(খ) জব্দ করিবার অব্যবহিত পূর্বে পণ্য হেফাজতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি; বা
(গ) জব্দকৃত পণ্য দাবি করেন এমন কোন ব্যক্তি:
তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি পণ্য দাবি না করেন, তাহা হইলে কোন নোটিশ জারির প্রয়োজন হইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পণ্য জব্দ করা হইলে, নিম্নবর্ণিত শর্তে কমিশনার উক্ত পণ্য উক্ত ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-
(ক) যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত জব্দ করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জামানত প্রদান করা হইলে; বা
(খ) যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত জব্দ করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে সম্মত হইয়া প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করিলে।
- (৩) যদি কর পরিশোধ করা না হয় বা কোন জামানত প্রদান করা না হয় বা খেলাপি করদাতা বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধে সম্মত হইয়া প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে কমিশনার জব্দকৃত পণ্য, নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে, বিক্রয় করিতে পারিবেন।
- (৪) জব্দকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিলিবন্টন করিতে হইবে, যথা:-
(ক) প্রথমত, পণ্য জব্দকরণ, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের খরচাদি পরিশোধ করিয়া;
(খ) দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত পণ্য জব্দ করা হইয়াছিল সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া;

(গ) তৃতীয়ত, এই আইন দ্বারা রহিত আইনের অধীন প্রাপ্য যে কোন কর পরিশোধ করিয়া; এবং

(ঘ) চতুর্থত, অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে ফেরত প্রদান করিয়া।

(৫) যে কর নির্ধারণের ভিত্তিতে বকেয়া কর আদায়ের জন্য পণ্য জব্দ করা হইয়াছে সেই কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রীম কোর্টে কার্যধারা চলাকালে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত খেলাপি করদাতার সম্পত্তি বিক্রয় স্থগিত থাকিবে, যথা:-

(ক) বিনষ্টযোগ্য বা পচনশীল কোন পণ্য; এবং

(খ) কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কোন পণ্য।

১০১। প্রতিনিধির দায়দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা:

(১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে খেলাপি করদাতার উপর আরোপিত সকল দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য খেলাপি করদাতার প্রতিনিধিও দায়ী থাকিবেন।

(২) খেলাপি করদাতার যে পরিমাণ সম্পত্তি বা অর্থ, প্রতিনিধির দখল বা নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে, উহা বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) বকেয়া করের জন্য প্রতিনিধিও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন যদি তিনি বকেয়া কর অপরিশোধিত থাকাকালে-

(৪) (ক) প্রদেয় অর্থ পরিশোধের নিমিত্ত প্রাপ্ত বা উদ্ধৃত অর্থ উত্তোলন করেন, উহাতে দায় সৃষ্টি করেন বা হস্তান্তর করেন; বা

(৫) তাহার দখলে থাকা উক্ত ব্যক্তির কোন অর্থ বা তহবিল উত্তোলন করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন।

(৬) প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন খেলাপি করদাতার উপর আরোপিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করা হইতে এই ধারার কোন কিছুই খেলাপি করদাতাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

(৭) যদি কোন খেলাপি করদাতার দুই বা ততোধিক প্রতিনিধি থাকে, তাহা হইলে এই ধারায় উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ উক্ত প্রতিনিধিবর্গের ক্ষেত্রে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে প্রযোজ্য হইবে।

১০২। রিসিভারের দায়িত্ব:

(১) কমিশনার বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত রিসিভারের দখলে নেওয়া সম্পদ হইতে খেলাপি করদাতার বকেয়া কর পরিশোধ করিবার জন্য রিসিভারকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনার কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরুদ্ধ হইলে, রিসিভার উক্ত সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বকেয়া কর নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিয়া প্রামাণিক দলিলাদিসহ কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

১০৩। কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা উদ্যোক্তার দায়:

(১) যদি কোন কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ বকেয়া কর পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে যে সময় উক্ত অর্থ বকেয়া হইয়াছিল সেই সময় যাহারা উক্ত কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা ছিলেন তাহারা যথাযথ সতর্কতা, দায়িত্বশীলতা এবং দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হইলে সকলে যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত দায়ী থাকিবেন।

(২) বকেয়া কর পরিশোধে দায়ী প্রত্যেক পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা, অন্যান্য পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তার নিকট হইতে পুনর্ভরণ (reimbursement) পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

(৩) উক্ত পরিচালক, প্রতিনিধি, এজেন্ট বা উদ্যোক্তা কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড উক্ত কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা উহার অংশবিশেষ পরিচালনা;

(খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় কোন সরবরাহ, আমদানি বা অর্জন;

(গ) পণ্য প্রস্তুতকরণ বা সেবা সরবরাহ;

(ঘ) জারিকৃত কোন নোটিশ প্রাপ্তি;

(ঙ) দাখিলপত্র পেশকরণ;

(চ) কর পরিশোধ; বা

(ছ) তথ্য সরবরাহ।

১০৪। অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের ধারাবাহিকতা:

(ক) (ক) কোন অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘ নূতন কোন অংশীদার বা সদস্য ভর্তি বা অবসর গ্রহণের কারণে বিলুপ্ত হইয়া যায় বা অবসায়িত হয়;

- (খ) বিদ্যমান অবশিষ্ট সদস্য সমন্বয়ে নূতন কোন অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের সৃষ্টি হয়; এবং
- (গ) উক্ত অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘ সেইরূপ অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যাহা অবসায়িত অংশীদারি কারবার বা সংঘের দ্বারা পরিচালিত হইত;
- (ঘ) তা হলে অবসায়িত অংশীদারি কারবার বা সংঘ এবং নূতন অংশীদারি কারবার বা সংঘ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি অবিচ্ছেদ্য অংশীদারি কারবার বা সংঘ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৫। করদাতার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্ব ঘোষণা:

কোন করদাতার মৃত্যুর পর বা তাহার দেউলিয়াত্ব ঘোষণার পর যদি তৎকর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাহার সম্পত্তির ট্রাস্টি বা নির্বাহক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উক্ত নির্বাহক বা ট্রাস্টি, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করদাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৬। বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ:

- (১) বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ করিবার নিমিত্ত কমিশনার একজন খেলাপি করদাতাকে নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং কোন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে উক্তরূপ অনুমতি বাতিল করিতে পারিবেন।
- (২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কিস্তিতে বকেয়া কর পরিশোধের সময়সীমা ১২ (বার) মাসের অতিরিক্ত হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফর্ম, নোটিশ এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

১০৭। রেকর্ডপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ:

- (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির করদায় এবং অন্যান্য দায়দেনা নিরূপণের সুবিধার্থে ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত নির্ধারিত উপায় ও পদ্ধতিতে করদাতা তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হিসাবাদি, দলিলপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর পরিধিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র এবং হিসাবাদির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-
- (ক) করযোগ্য বা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত নির্বিশেষে পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের বিবরণী, এবং তৎসংশ্লিষ্ট চালানপত্র;
- (খ) পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত বিবরণী;
- (গ) কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং প্রাপ্ত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র;
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শুল্ক দলিলপত্র;
- (ঙ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে মূল্যে সরবরাহ করা হয় সেই মূল্য, পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output coefficient), এবং উক্ত পণ্যের উপর প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যছাড় বা রেয়াত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র;
- (চ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহ বা সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র;
- (ছ) কর জমা প্রদানের সমর্থনে ট্রেজারি চালান এবং ট্রেজারি চালান ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে কর জমা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উক্তরূপ জমা প্রদানের সমর্থনে দালিলিক প্রমাণাদি;
- (জ) প্রতিটি কর মেয়াদের দাখিলপত্র; এবং
- (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন দলিলাদি বা রেকর্ডপত্র।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুন না কেন উক্ত উপধারায় বর্ণিত সময়ের পরে অনিষ্পন্ন কোন কার্যধারা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি কার্যধারাটি নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

১০৮। ফর্ম, নোটিশ এবং দলিলাদির সত্যায়ন:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ফর্ম, নোটিশ, দাখিলপত্র এবং অন্যান্য দলিলের আকার এবং আকৃতি বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০৯। নোটিশ জারি:

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সমন বা নোটিশ বা সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা নির্দেশ কোন ব্যক্তির উপর জারি করা প্রয়োজন হইলে, উহা উক্ত ব্যক্তির উপরে যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা—
- (ক) উক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা হয়;
- (খ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাংলাদেশের বাসস্থানে বা ব্যবসায়ের স্থানে প্রেরণ করা হয়;

- (গ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়;
 (ঘ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রেরণ করা হয়; বা
 (ঙ) দফা (ক) হইতে দফা (ঘ) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে জারি করা না যায়;
 তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে আঁটিয়া দেওয়া হয়।

(২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন জারিকৃত নোটিশ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিপালিত হওয়ার পর নোটিশ জারির বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১১০। দলিলপত্রের বৈধতা:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন জারিকৃত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন নোটিশ বা অন্যান্য দলিল যথাযথ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর, এবং নাম ও পদবী মুদ্রিত বা স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে এবং টেলিফোন বা ফ্যাক্স বা মোবাইল ফোন নম্বর বা ই-মেইল ঠিকানা উল্লেখ থাকে এবং নোটিশটি একটি দাপ্তরিক নথি ও পত্র নম্বর সম্বলিত হয়।
 (২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন প্রস্তুতকৃত, ইস্যুকৃত বা সম্পাদিত কোন দলিল-
 (ক) ফর্মে করা হয় নাই বলিয়া বাতিল বা বাতিলযোগ্য গণ্য হইবে না; বা
 (খ) উহাতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকিলে বা কিছু বাদ পড়িলে উহার যথার্থতা ক্ষুণ্ণ হইবে না; যদি উহা বিষয় ও প্রসংগের সহিত সংগতিপূর্ণ হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

অপরাধ, বিচার ও দণ্ড

১১১। মূসক নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র ও কর দলিল সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে—
 (ক) জাল বা ভুয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র বা সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র তৈরী বা ব্যবহার করেন; বা
 (খ) জাল বা ভুয়া কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র তৈরী বা ব্যবহার করেন;
 (গ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ বা ব্যবহার করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
 (ঘ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন বা বিক্রয় করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
 (ঙ) ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প ব্যবহারন করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এমন কোন পণ্য ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প বিহীন উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন বা বিক্রয় করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
 (চ) অন্য কোন উপায়ে প্রদেয় কর ফাঁকি প্রদান করেন; বা
 (ছ) উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও কর ফেরৎ দাবি করেন; তাহলে তিনি অনুর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
 (২) কোন ব্যক্তি অনলাইনে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণের আবেদনের সময় কোন ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১১২। মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি বা বিবরণ প্রদানের অপরাধ ও দণ্ড:

যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কর দলিলাদিতে মূসক কর্মকর্তার নিকট মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বিবরণ বা বিবৃতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৩। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধ ও দণ্ড:

মূসক কর্মকর্তাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন দায়িত্ব পালনে যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অন্যান্য ১০(দশ) হাজার টাকা বা অনুর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৪। অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপীল:

- (১) ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে এবং তিনি এই আইনে বর্ণিত যে কোন অর্থাৎ আরোপ করিতে পারিবেন।
- (২) অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য (bailable) ও অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) হইবে।
- (৩) কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।
- (৪) নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে মূসক কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করিবেন।
- (৫) উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন বিচারের ক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করেন সেই একই পদ্ধতিতে অপরাধসমূহের বিচার করিবেন এবং উক্ত অপরাধ সংক্রান্ত আপীল, রিভিউ, রিভিশন, ইত্যাদি ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১১৫। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতা:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অপরাধ সংঘটনকারীর ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার ক্ষমতা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে।

১১৬। কোম্পানী, ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক অপরাধ সংঘটন:

- (১) কোন কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন প্রত্যেক পরিচালক, অংশীদার, প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব, কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিনিধি বা মূসক এজেন্ট উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।
- (২) উক্ত পরিচালক, অংশীদার, প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব, কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিনিধি বা মূসক এজেন্টের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার একই কার্যধারায় উক্ত কোম্পানীকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উক্ত কোম্পানীর উপর অর্থাৎ ব্যতীত কারাদণ্ড আরোপ করা যাইবে না।

১১৭। অপরাধে সহায়তাকারী:

যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা সহযোগিতা করেন বা প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনকারীর ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধীর ন্যায় একই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৮। মামলা দায়েরের পূর্বানুমোদন:

কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন অপরাধের জন্য কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১১৯। অপরাধের আপোষরফা:

- (১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরাধসমূহ আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।
- (২) মামলা দায়ের করিবার জন্য কমিশনার কর্তৃক পূর্বানুমোদনের পূর্বে বা পরে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে আপোষরফা করা যাইবে, তবে মামলা রঞ্জু করিবার পর আপোষরফা করিতে হইলে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১২০। অর্থাৎ প্রদেয় করের অতিরিক্ত:

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আরোপিত অর্থাৎ প্রদেয় মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর বা জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

১২১। কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন অতিরিক্ত কমিশনার বা তৎনিম্ন পদধারী মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন করদাতা বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ধারা ৯৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (২) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করে, জরিমানা ব্যতীত ২০ (বিশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে যদি কমিশনার (আপীল) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত ৯০ (নব্বই) দিন মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের করতে সক্ষম হন নাই, তাহলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করবার জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন।
- (৩) কমিশনার (আপীল) নির্ধারিত পদ্ধতিতে পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসরের মধ্যে আপীল কার্যক্রম নিষ্পত্তি করিবেন।
- (৪) কমিশনার (আপীল) তর্কিত আদেশ বা সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে বা পরিবর্তন করিতে বা বাতিল করিতে বা তিনি যেরূপ সঙ্গত মনে করিবেন, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি কার্যধারাটি পুনর্বিবেচনার জন্য রিমান্ডে প্রেরণ করিবেন না।
- (৫) আপীল নিষ্পত্তি করিবার প্রয়োজনে কমিশনার (আপীল), নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে তর্কিত বিষয়ে অধিকতর নিরীক্ষা, তদন্ত অনুষ্ঠান, তথ্য সংগ্রহ বা কার্যধারার যথার্থতা যাচাই করিতে পারিবেন।
- (৬) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কমিশনার (আপীল) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপীলটি কমিশনার (আপীল) কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল:

- (১) কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) বা মহাপরিচালক বা সমমর্যাদার কোন মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তি বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ধারা ৯৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত তর্কিত সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (ক) তবে শর্ত থাকে যে, প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উক্ত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদেও পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।” এবং
- (২) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করে, জরিমানা ব্যতীত (২০) বিশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে উপধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাস্টমস, এন্ডাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এ আপীল দায়ের করা হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তার উপর দাবিকৃত কর বা আরোপিত অর্থদণ্ডের অংশ জমা প্রদান করতে হবে না।
- (৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানি গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেরূপ সঙ্গত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যধারাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।
- (৫) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ২ (দুই) বৎসর সময়সীমার মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আপীলটি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী দৈব-দুর্বিপাক বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে সরকার উক্তরূপ আপেক্ষিকালীন সময়ের জন্য আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা আদেশ দ্বারা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৫খ) উপধারা (৫ক) এ উল্লিখিত সময়সীমা বৃদ্ধির আদেশ ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকরতা প্রদান করা যাবে।

(৬) আপীলাত ট্রাইবুনাল এবং উহার বেঞ্চসমূহের কর্মপদ্ধতি উক্ত ট্রাইবুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৭) আপীলাত ট্রাইবুনালের কার্যক্রম দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসাবে গণ্য এবং উহা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

১২৩। কার্যধারায় সাক্ষ্য প্রমাণের দায়:

(১) কমিশনার (আপীল) ও আপীলাত ট্রাইবুনালের কোন কার্যধারায় বিচার্য বিষয় প্রমাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামা চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে, যদি না করদাতা উক্ত হলফনামার বিষয়টি খণ্ডন করিয়া ভিন্নরূপ প্রমাণ পেশ করিতে পারেন।

(২) উক্ত হলফনামার সহিত কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটিশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিল সংযুক্ত করিতে হইবে।

১২৪। হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন:

(১) বোর্ড বা আপীলাত ট্রাইবুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কমিশনার বা মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, উক্ত আদেশের আইনগত প্রশ্নে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত আপিলের বিষয়ে, যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দাখিলের ক্ষেত্রে, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ প্রযোজ্য হবে।

(৪) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তাহাকে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত প্রদেয় করের বা জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

১২৫। বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি:

(১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন করদাতা নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত বা সময়ে কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত প্যানেল হইতে তৎকর্তৃক নির্বাচিত কোন সহায়তাকারীর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং সহায়তাকারী নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্তে বা সময়ে উক্ত বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য, সময়ে সময়ে, এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইলে, উক্ত সমঝোতার বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না এবং যেসকল বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল বিরোধের ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানানুযায়ী পুনরায় কার্যধারা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, উক্ত পস্থা অবলম্বনের জন্য ব্যয়িত সময়কাল আপীল দায়েরের সময়সীমা গণনায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় "বিরোধ" অর্থ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির প্রয়োগ হইতে উদ্ভূত কোন বিরোধ। কিন্তু জালিয়াতি বা ফৌজদারি অপরাধ বা আইনগত প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন বিরোধ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিবিধ

১২৬। অব্যাহতি:

(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত যে কোন সেবাকে এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণক গুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

- (২) বোর্ড বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য যে কোন পণ্যের আমদানি, সরবরাহ গ্রহণ বা সেবা গ্রহণকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- (৩) বোর্ড বিশেষ আদেশ দ্বারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক করযোগ্য যে কোন কোন পণ্যের আমদানি, সরবরাহ গ্রহণ বা প্রদত্ত সেবাকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

১২৬ক। পুরস্কার ও কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান:

- (১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কার ও কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে যথা—
- (ক) এমন কোন ব্যক্তি যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনে বিষয়ে বা তদধীনে আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব পাঁকি দেওয়া বা তার প্রচেষ্টার ব্যাপারে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করেন এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফাঁকিকৃত সমুদয় রাজস্ব বা তার অংশ বিশেষ আদায় হয়;
- (খ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা অন্য কোন সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালা অধীন আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব ফাঁকি বা উহা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বা উক্ত আইনে কোন বিধানের লঙ্ঘন চিহ্নিত বা উদঘাটন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটনের ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায় হয়; বা
- (গ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারি সংস্থা সরকারের জন্য কাজ করেন যিনি এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে আদায় করেন।
- (২) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে যথা—
- (ক) আইনের ৭৮ এ বর্ণিত কোন কর্মকর্তা
- (খ) আইনের ৭৮ এ বর্ণিত এর উপধারা (১) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত মুসক দপ্তরে কর্মরত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

১২৭। প্রদেয় করের উপর সুদ আরোপ:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে বা উক্ত তারিখের পূর্বে, কমিশনারের নিকট প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদেয় করের পরিমাণের উপর মাসিক ১ (এক) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, উৎসে মুসক কর্তনজনিত বকেয়া আদায়য়ে ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণের উপর মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
- ব্যাখ্যাঃ এই উপধারায় পরিশোধের দিন পর্যন্ত অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে আপীল নিশপন্থাধীন সময়সহ পরিশোধের দিন।
- (২) যে পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রদেয় কর আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমিশনার তাহার নিকট হইতে সুদ আদায় করিবেন।
- (৩) কোন ব্যক্তি কর্তৃক সুদসহ করের কোন পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার পর, যদি প্রমাণিত হয় যে, সুদের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদেয় ছিল না, তাহা হইলে উক্ত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ তাহাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) অর্ধদণ্ড বা জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত সুদ প্রদেয় হইবে।

১২৭ক। সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা:

যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ বা অন্যকোন কারণে এরূপ নিশ্চিত হওয়া যা যে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক কিংবা আরোপিত কোন অর্ধদণ্ড কিংবা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে সম্পাদিত কোন মচুলেকা বা অন্যকোন দলিলের অধীনে দাবিকৃত কোন অর্থ এই আইনের ধারা ৯৫ এর অধীনে আদায় করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সরকার উক্ত সরকারি পাওতান অংশিক বা সমুদয় অংশ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবলোপন (write off) করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারী পাওনা অবলোপনের পর যদি প্রমাণ থাকে যে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তি নতুন ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বা ইতঃপূর্বে সরকারী অর্থের দায় দেনা

হইতে মুক্ত হয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বীয় সম্পত্তি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির উপর সরকারী পাওনা আদায়ের নিমিত্তে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হইবে এবং তাহা এমন ভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন নুতন ভাবে উদ্ধৃত বা অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত সম্পত্তির গ্রহীতার উপর সরকারী পাওনা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

১২৭খ। কতিপয় পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ:

এই আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে কোন বিশেষ পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময়, পদ্ধতি ও পরিমাণসহ অগ্রিম পরিশোধ বা উৎসে কর কর্তনের বিধান করতে পারবে।

১২৮। অনলাইনে কার্যসম্পাদন, দাখিলপত্র পেশকরণ এবং কর পরিশোধ, ইত্যাদি:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯নং আইন) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন সম্পাদিতব্য যে কোন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে অনলাইনে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পাদন করা যাইবে।

১২৯। আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা:

বোর্ড বা কোন কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার (কর নিরূপণ, কর আরোপ, জরিমানা আরোপ, সুদ আরোপ, কর আদায়করণ বাতিল বা পরিবর্তন করিবার জন্য বা কোন নিরীক্ষা, তদন্ত বা অনুসন্ধান বা এইরূপ সকল বিষয়) বিরুদ্ধে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কার্যধারা রুজু বা মামলা দায়ের করা ব্যতীত অন্য কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১২৯ ক। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:

এই আইন বা অন্য কোন বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য সরকার বা তার কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজাদরি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না।

১৩০। মূসক পরামর্শক নিয়োগ:

(১) কোন কার্যধারায় কোন করদাতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা বা তাহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারি বা লাইসেন্সধারী মূসক পরামর্শকগণের মধ্য হতে যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, মূসক পরামর্শক নিয়োগের শর্ত, পদ্ধতি ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩১। করণিক ক্রেটি, ইত্যাদির সংশোধন

এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কৃত কোন কর্মকাণ্ডে কোন করণিক বা গাণিতিক ভুল-ত্রুটি থাকিলে মূসক কর্মকর্তা উক্ত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৩২। দলিলপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি:

করদাতা কর্তৃক আবেদনের ভিত্তিতে, নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, কমিশনার নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতা কর্তৃক মূসক কর্মকর্তার নিকট সরবরাহকৃত দলিলাদি বা কাগজপত্র;
- (খ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক কর কর্তনের প্রমাণস্বরূপ মূসক কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত দলিলপত্র; বা
- (গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দলিল।

১৩৩। মূসক ছাড়পত্র প্রদান:

- (১) কোন করদাতা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে মূসক ছাড়পত্রের জন্য কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত করদাতাকে মূসক ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে—
 - (ক) করদাতার নিকট কোন কর পাওনা বা বকেয়া নাই; বা
 - (খ) করদাতা কর পরিশোধের জন্য জামানত প্রদান করিয়াছেন।

১৩৪। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন:

বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কার্যাবলী প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) দাখিলপত্রে উল্লিখিত প্রাথমিক তথ্যসহ অন্য যেকোন তথ্য অন্তর্ভুক্তি এবং প্রক্রিয়াকরণ;

- (খ) ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এমন সকল ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুতকরণ;
 (গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কার্যক্রম।

১৩৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩৫ ক। মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিফর্ম এবং ভাতা নিরূপণ :

বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম এবং এতদসংক্রান্ত ভাতা নিরূপণ করিতে পারিবে।

১৩৬। মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিফর্ম এবং ভাতা নির্ধারণ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:

বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম এবং এ সংক্রান্ত ভাতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ:

- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।
 (২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৩৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।

- (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) রহিত হইবে।
 (২) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও—
 (ক) উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 (খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 (গ) উক্ত আইন দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোন কর বা ফিস বা অন্য কোন পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অনাদায়ী থাকিলে, উহা উক্ত আইন অনুযায়ী আদায় করা হইবে, এবং কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে, তাহা উক্ত আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

১৩৯। ক্রান্তিকালীন কর হিসাব:

- (১) ধারা ৩৩ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর এই আইন প্রবর্তন দিবসে প্রদেয় হইবে, যদি—
 (ক) কোন সরবরাহ প্রবর্তন দিবসের পরে প্রদান করা হইয়া থাকে বা পরে প্রদান করা হয়; এবং
 (খ) কোন সরবরাহের জন্য প্রবর্তন দিবসের পূর্বে কর চালানপত্র ইস্যু করা হয় বা সরবরাহের মূল্য পরিশোধ করা হয় বা উভয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়; তবে, যদি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন উক্ত ব্যক্তি সরবরাহের উপর মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করিয়া থাকেন এবং উক্ত মূল্য সংযোজন কর উক্ত আইনের অধীন কমিশনারের নিকট পেশকৃত দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে না।
 (২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় সম্পাদিত কোন সরবরাহ আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ হইলে, প্রত্যেক অংশের উপর পৃথকভাবে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে এবং সম্পাদিত কার্যক্রম পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৪০। এই আইন প্রবর্তনের পর আবদ্ধ চুক্তি:

এই আইন প্রবর্তনের পর কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে এবং উক্ত চুক্তিতে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কের বিধান অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে—

- (ক) উক্ত চুক্তিমূল্যের মধ্যে সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
 (খ) সরবরাহকারী উক্ত সরবরাহের চুক্তিমূল্য নির্ধারণকালে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত না করিলেও উক্ত চুক্তির অধীন প্রদত্ত সরবরাহের উপর সরবরাহকারী কর্তৃক উক্ত কর পরিশোধ করিতে হইবে।

১৪১। তফসিলের প্রতিস্থাপন: ২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের প্রতিস্থাপন:

উক্ত আইনে প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের পরিবর্তে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসিল কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মুসক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ

১৪২। এয়ার কন্ডিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

(১) এস.আর.ও. নং-১৭৩-আইন/২০১৯/-মুসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৬ (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) 84.14 এবং ৮৪.১৫ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত যথাক্রমে, কম্প্রসর এবং এয়ারকন্ডিশনার, অতঃপর পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, “উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উহার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে তাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হইল যথা:-”

শর্তাবলি:

- (ক) সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হইবে;
- (গ) এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ হবে, যেমন-Plastic Injection Molding Machine, Power Press Machine, Hydraulic Press Machine, Ultrasonic welding Machine, Shearing Machine, Milling Machine, Vertical Expander Machine, Tube Bending Machine, Air Compressor ETP, Power coating Plant, Vertical Machining Centre (VMC), Electric Discharge Machine (EDM), Wire Straightening & Cutting Machine, Lathe Machine, Heat Treatment Furnace, Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine;
- (ঘ) তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের Heat Treatment Furnace, Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine নিজস্ব প্রাপ্তিতে সংস্থাপিত না থাকলে তাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যক্রম বা সেবা অন্য কোনো প্লান্ট বা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- (ঙ) কম্প্রসর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে Sand Moulding Machine, Induction Melting Furnace, Heat Treatment Furnace, Spectrometer, Upper Cover Press Machine, Lower Cover Press Machine, Crankshaft Grinding Line, Crankcase Machining Line, Stator Line, Lamination Annealing Furnace, Dip Phosphating Line, Rotor Line, Life Testing Machine, Hemi-anechoic Chamber, CNC Coordinate Measuring Machine & Calorimeter থাকতে হবে;
- (চ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘পরিশিষ্ট-ক’ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হইবে;
- (ছ) দফা (ক) হইতে (ঙ) এ উল্লিখিত শর্তাদি পরিপালনপূর্বক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহতির বিধান কার্যকরকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করিতে হইবে;
- (জ) উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত নিম্নে বর্ণিত পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে হবে; এবং উক্ত কমিটি গঠন হবে (১) দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; (২) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা ও(৩) সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে।
- (ঝ) দফা (ছ) তে বর্ণিত কমিটি অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করবে, অতঃপর বোর্ড, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়া সাপেক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। অনুমোদনের তারিখ হইতে এই সুবিধা প্রদান করা হবে।

- (২) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করিতে হইবে।
- (৩) উল্লিখিত অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-২ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- (৪) এই প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পূর্বে অব্যাহতি সুবিধা গ্রহণ করে এই পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান-(ক) ৭ (সাত) বৎসর বা তাহার অধিককাল মূসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে; বা (খ) ৫ (পাঁচ) বৎসর বা তাহার অধিককাল মূসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে এবং (গ) ৩ (তিন) বৎসর বা তাহার অধিককাল মূসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে যথাক্রমে ১০ (দশ) শতাংশ, ৭.৫ (সাতের সাত) শতাংশ ও ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে মূসক প্রদেয় হবে।

১৪৩। মোবাইল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস.আর.ও. নং- ২২৯-আইন/২০১৯/ -মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (সনের ৪৭নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) ৮৫.১৭ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ (H.S. Code) কোডের আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত মোবাইল টেলিফোন সেট বা সেলুলার ফোন, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর
- (ক) স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-১ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত);
- (খ) কেবল স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-২ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর; এবং
- (গ) কেবল স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-৩ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর হতে, অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

টেবিল-১

- (ক) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হইবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে উৎপাদনের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
- (গ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম পাটস বা যন্ত্রাংশ, যেমন- Printed Circuit Board (PCB), Charger, Battery, Housing & Casing উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হইবে এবং তদলক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উহার কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপিত থাকতে হইবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Solder Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering Machine with Sprayer, Solder Paste Inspection Machine, Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine, Temperature and Humidity Tester, Mobile Phone Network Testing Machine, PCB Manufacturing Project, Flying Probe Testing Machine, High Voltage Universal Grid Tester, Cutting Machine, V-Cut Machine, Drilling Machine, Routing Machine, DES (Developing, Etching & Stripping) Line, Direct Metallization Line এবং Effluent Treatment Plant (ETP) থাকতে হবে;
- (ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে;
- (চ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকতে হবে;
- (ছ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (চ) এ উল্লিখিত শর্তাদি পরিপালন করা হবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করতে হবে।

টেবিল-২

- (ক) মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম পার্টস বা যন্ত্রাংশ, যেমন- Printed Circuit Board Assembling (PCBA), Charger I Battery উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হবে এবং তদলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উহার কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
- (গ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Automatic Screw Feeder, Window Press Machine /Hot Bar Machine, Auto Sealer/Shrink Wrap Machine, UHF Temperature Cell, Shield Box, Display Color Analyzer, Vibrational Measuring Machine, Battery module Quick charger System, Radiation & GPS Signal Analyzing Machine, WLAN Testing Machine, Audio signal Checking machine, Wireless communications testing Machine, Signal Analyzer, Battery leakage inspection machine, Electric current measurement machine, Network Testing Machine / Mobile Phone Network Testing Machine, Temperature & Humidity Tester থাকিতে হইবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকিতে হইবে;
- (ঙ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

টেবিল-৩

- (ক) মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হবে;
- (খ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Automatic Screw Feeder, Window Press Machine /Hot Bar Machine, Auto Sealer/Shrink Wrap Machine, UHF Temperature Cell, Shield Box, Display Color Analyzer, Vibrational Measuring Machine, Battery module Quick charger System, Radiation & GPS Signal Analyzing Machine, WLAN Testing Machine, Audio signal Checking machine, Wireless communications testing Machine, Signal Analyzer, Battery leakage inspection machine, Electric current measurement machine, Network Testing Machine / Mobile Phone Network Testing Machine, Temperature & Humidity Tester থাকতে হবে;
- (গ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকিতে হইবে;
- (ঘ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করা হবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হবে।

- (২) টেবিল-১, টেবিল-২ অথবা টেবিল-৩ এর শর্তাধীনে উক্ত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে হবে, যথা:-কমিটি:
- (ক) দ্বিতীয় সচিব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা;
- (গ) সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা;
- (৩) বর্ণিত কমিটি, কমিটি গঠনের অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট দাখিল করবে এবং উক্ত বোর্ড, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়া সাপেক্ষে, প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ)

কার্যদিবসের মধ্যে, বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে এবং বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদনের তারিখ হতে অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হবে;

- (৪) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;
- (৫) অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ (৪) এর বিধানাবলী পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না;
- (৬) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা ভোগকারী কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা তা যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বোর্ড যে কোন সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে এবং উক্ত অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে এই প্রজ্ঞাপনের কোন শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রদত্ত অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হবে;
- (৭) টেবিল-২ ও টেবিল-৩ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় কোন প্রতিষ্ঠান রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হলেও উক্ত সুবিধা প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঝগঞ খরহব ও তদসংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ যথা:- Solder Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering, Solder Paste Inspection Machine, Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine, ইত্যাদি স্থাপন করিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং উক্ত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শনক্রমে শর্ত প্রতিপালনের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে উক্তরূপে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা মেয়াদান্তে রহিত হবে।

১৪৪। পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস. আর. ও. নং-১৭৯-আইন/২০১৯/-মূসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) 55.03 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) 5503.40.00 এর বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত সকল মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত শুধুমাত্র মূল কাঁচামাল পলিমার অব প্রোপাইলিন ইন প্রাইমারি ফরমস (H.S. Code 3902.10.00) আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বা ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হইতে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার উৎপাদনের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক One Step High Tenacity Polypropylene Staple Fiber Production Line ও তদসংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
- (গ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ অনূন্য ১০০ (একশত) কোটি টাকা হতে হবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাব থাকিতে হইবে;
- (ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে;
- (চ) সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ৪ (চার) হইতে ৬ (ছয়) ডেনিয়ার এবং টেনাসিটি অবশ্যই প্রতি ডেনিয়ার ৪ (চার) গ্রাম এর অধিক হতে হবে;
- (ছ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে;
- (জ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অনূন্য ২০০ (দুইশত) জন হতে হইবে।

- (২) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।
- (৩) অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-
- | | |
|---|-------------|
| (ক) দ্বিতীয় সচিব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা | আহ্বায়ক |
| (খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা | সদস্য |
| (গ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| (ঘ) সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা | সদস্য সচিব। |
- (৪) অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে।
- (৫) অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- (৬) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হইবে।
- (৭) অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- (৮) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কোন উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত পাওয়া যাইবে না।
- (৯) অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করিতেছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
- (১০) অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করিলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে পারবে।

১৪৫। উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস.আর.ও. নং- ২৩৯-আইন/২০২১/১৬২-মূসক।-মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৩২ক তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং -১৮৬- আইন/২০১৯/৪৩-মূসক এর নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা:-উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত শিরোনামা সংখ্যা S০৯৯ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এ উল্লিখিত সেবার কোড ও এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ সেবার কোড ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে,

S০৯৯.১০	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা Information Technology Enabled Services): ব্যাখ্যা। “তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Intimation Technology Enabled Services)” Digital Content Development and Management, Animation (Both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Software Development and Customization, Website Development and Services, Website hosting, Digital Data Analytics, Business Process Outsourcing, Date Entry, Data Processing, Call Centre, Digital Graphics Design and Computer Aided Design, Search Engine Optimization, Web Listing, Document Conversion, Imaging and Archiving, Oversees Medical Transcription, Cyber Security Services, E-learning, E-book, E-Procurement and E-Auction.
S০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা: ব্যাখ্যা।- “অন্যান্য বিবিধ সেবা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রথম

	তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নয়, এই প্রজ্ঞাপনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং উক্ত আইনের ধারা ১২৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়, পণ্যের বিনিময়ে প্রদত্ত এমন সকল সেবা।
S০৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services)” অর্থ Sponsorship services include naming an event after the sponsor, displaying the sponsor's company logo or trading name, giving the sponsor exclusive or priority booking rights, sponsoring prizes or trophies for competition; but does not include any sports event involving national teams of 6 Bangladesh. It also excludes any financial or other support in the form of donations or gifts, given by the donors subject to the condition that the service provider is under no obligation to provide anything in return to such donations.
S০৯৯.৪০	মেডিটেশন সেবা: ব্যাখ্যা। “মেডিটেশন সেবা” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা, পণ্যের বিনিময়ে মনোদৈহিক রোগগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত এবং নানাবিধ শারীরিক জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীকে অথবা যে কোনো ব্যক্তিকে মেডিটেশন, ধ্যানচর্চা, কাউন্সেলিং, মোহিতকরণ বা অনুরূপ কোনো পদ্ধতিতে মানসিক ও মনোদৈহিক উৎকর্ষ সাধন বা প্রশান্তি আনয়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করেন।
S০৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি: ব্যাখ্যা। “ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা পণ্যের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক খণ পরিকোধের সামর্থ্য পরিমাপ করে এবং আর্থিক অবস্থা বিক্রেষণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
S০৯৯.৬০	অনলাইনে পণ্য বিক্রয়: ব্যাখ্যা। “অনলাইনে পণ্য বিক্রয়” অর্থ ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সেই সকল পণ্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝাইবে যাহা ইতোপূর্বে কোনো উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারীর নিকট হইতে মুসক পরিকোধপূর্বক গৃহীত হইয়াছে এবং যাহাদের নিজস্ব কোনো বিক্রয়কেন্দ্র নাই।”

(২) এস.আর.ও, নং-২৪০ আইন/২০২১/১৬৩ মুসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ ও ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম।- এই বিধিমালা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।-

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

(খ) “উৎসে কর্তনকারী সত্তা” অর্থ কোনো সরকার বা উহার কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্থায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে;

(গ) “পণ্য” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ্য;

(ঘ) “ফরম” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২ এর দফা (জ) এ সংজ্ঞায়িত ফরম; এবং

(ঙ) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue order, 1972 (P.O.No.76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ২০১৬-এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। যেসব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে।- (১) আইনের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত ১৫(পনেরো) শতাংশের নিম্নে হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট করের বিপরীতে উল্লিখিত পণ্যসমূহ সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে কর্তনকারী সত্তা হইলে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তন করিতে হইবে।

(২) টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে বর্ণিত কলাম (২) বর্ণিত সেবার কোডের বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) আবশ্যিকভাবে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর্তন করিতে হইবে; যথা:-

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মুসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	S০০১.১০	এসি হোটেল	১৫%
	S০০১.২০	রেস্তোরাঁ (বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত)	৫%
	S০০১.১০	নন-এসি হোটেল	৭.৫%
২.	S০০২.০০	ডেকোরেটার্স ও ক্যাটারার্স	১৫%
৩.	S০০৩.১০	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ	১০%
৪.	S০০৩.২০	ডকইয়ার্ড	১০%
৫.	S০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	৭.৫%
৬.	S০০৭.০০	বিজ্ঞাপনী সংস্থা	১৫%
৭.	S০০৮.০০	ছাপাখানা	১০%
৮.	S০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা	১০%
৯.	S০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২%
১০.	S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা	(ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত ২% (খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব ৪.৫% (গ) পুনঃ রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রে ২%
১১.	S০১৪.০০	ইভেন্টিং সংস্থা	৫%
১২.	S০১৫.১০	ফ্রেইড ফরোয়ার্ডার্স	১৫%
১৩.	S০২০.০০	জরিপ সংস্থা	১৫%
১৪.	S০২১.০০	প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
১৫.	S০২৪.০০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	(ক) আসবাবপত্রের উৎপাদক আসবাব পত্রের উৎপাদক (উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মুসক ১৫ শতাংশ) (খ) আসবাব বিপণন কেন্দ্র (উৎপাদক পর্যায়ে ৭.৫ শতাংশ মুসক পরিকোধের চালান থকা সাপেক্ষে, অন্যথায় ১৫ শতাংশ)
১৬.	S০২৮.০০	কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	১৫%
১৭.	S০৩১.০০	করযোগ্য পণ্যের মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা (উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনের ক্ষেত্র ব্যতীত)	১০%
১৮.	S০৩২.০০	কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি ফার্ম	১৫%
১৯.	S০৩৩.০০	ইজারাদার	১৫%
২০.	S০৩৪.০০	অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম	১৫%
২১.	S০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement Provider)	৭.৫%
২২.	S০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১০%

২৩.	S০৪৩.০০	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী	১৫%	
২৪.	S০৪৫.০০	আইন পরামর্শক	১৫%	
২৫.	S০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যতীত)	(ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	৫%
			(খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	১০%
২৬.	S০৪৯.০০	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	১৫%	
২৭.	S০৫০.১০	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরের	১৫%	
২৮.	S০৫০.২০	গ্রাফিকস ডিজাইনার	১৫%	
২৯.	S০৫১.০০	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১৫%	
৩০.	S০৫২.০০	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী	১৫%	
৩১.	S০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগদানকারী	১০%	
৩২.	S০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%	
৩৩.	S০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%	
৩৪.	S০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৭.৫%	
৩৫.	S০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১০%	
৩৬.	S০৬৬.০০	লটারির টিকিট বিক্রয়কারী	১০%	
৩৭.	S০৬৭.০০	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	১৫%	
৩৮.	S০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%	
৩৯.	S০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%	
৪০.	S০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা	৫%	
৪১.	S০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%	
৪২.	S০৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা	১৫%	
৪৩.	S০৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	৭.৫%	

(৩) অনির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট গৃহীত সেবার সেবামূল্য পরিকোধের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিবে এবং আদায়কৃত মুসক আদায়কারী ব্যাংক যে মুসক কমিশনারেট নির্ধারিত সেই কমিশনারেটে নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিবে।

(৪) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মুসক জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানোর অনুলিপি ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংক উৎসে আদায় বাতীত অনাবাসিক ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ প্রেরণ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে, যথাযথ ট্রেজারির চালান না থাকিলে প্রদেয় বা মুসক কম প্রদত্ত হইলে প্রযোজ্য সমুদয় মুসক ব্যাংক উৎসে আদায় করিবে ও ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মুসক কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে তাহা জমা প্রদান করিবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে বা, ক্ষেত্র বিক্রেতা, কোনো সুবিধা সুবিধা সৃষ্টিকারী সেবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিবে। এছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনো ভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিতে হইবে।

(৬) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মুসক আদায় করিতে হইবে।

৪। যোগানদারের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন। উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক যোগানদার সেবার বিপরীতে উৎসে মুসক কর্তনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়:।

- (ক) “যোগানদার” অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দরপত্র, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা, কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানির নিকট পণের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। সুতরাং, উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধিত ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তি যাহারা উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে তাহারা যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে। যেই সকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবা যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না;
- (খ) প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক? সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসাবে সরবরাহ গ্রহণকারীকে / উৎসে কর্তন করিতে হইবে; তবে প্রজ্ঞাপনে যোগানদার হিসাবে পৃথকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা উক্ত কর্তনের আওতা বহির্ভূত হিসাবে বিবেচিত হইবে; এবং
- (গ) মুসক আদায়পূর্বক আইনের তৃতীয় তফসিলের টেবিলে উল্লিখিত হাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট করার পণ্যসমূহ উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে ‘যোগানদার’ সেবার আওতায় উৎসে মুসক কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।
- ৫। যেই সব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।-
- (১) সরবরাহকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মুসক আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য উক্ত হার উল্লেখপূর্বক ফরম মুসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (২) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত সেবা ব্যতীত অন্য কোনো সেবার ক্ষেত্রে সেবা সরবরাহকারী ফরম, মুসক-৬.৩ এর মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করিলে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৩) জ্বালানি তেল, গ্যাস, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিষেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না। (আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৪) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক অত্র আইন, ২০১২ এর ধারা ২১ এর আওতায় শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৫) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শীর্ষক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত ফরম মুসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- ৬। উৎসে মুসক কর্তনকারীর করণীয়।
- (১) সরবরাহকারী কর চালানপত্র (ফরম মুসক ৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোনো সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোনো মূল্য পরিশোধ করিবে না।
- (২) উৎসে মুসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা নিবন্ধিত হইলে
- (ক) পণ পরিকোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মুসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন;
- (খ) উৎসে কর্তিত মুসক সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন ও নিট প্রদেয় করার বিপরীতে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমাকৃত উৎসে কর্তিত মুসক সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন;
- (গ) উৎসে কর্তিত মুসক দফা (ক) অনুযায়ী জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মুসক-৬.৬ এ তিন প্রহ্নে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূলকপি ও ট্রেজারি চালানোর মূলকপি সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।
- (৩) উৎসে মুসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা মুসক নিবন্ধিত না হইলে সরবরাহকারীকে পণ পরিশোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মুসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মুসক-৬.৬ এ তিন প্রহ্নে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও

ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন;

- (৪) উৎসে কর্তৃত মূসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড “১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১” লিখতে হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মূসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারি চালানের প্রথম কলামে “যার মারফত প্রদত্ত হলো তার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে কর্তৃতকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে), সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানের দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে টাকা প্রদত্ত হলো তার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে।
- (৫) উৎসে কর্তৃতকারী সন্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।
- (৬) উৎসে কর্তৃতকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হয়েছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং উল্লিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।
- (৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানের মূল কপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন;

৭। সরবরাহকারীর করণীয়।-

- (১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে ফরম মূসক-৬.৩ এ করচালানপত্র ইস্যু করতে হবে।
- (২) দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ এর “অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান-প্রদেয় কর” এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।
- (৩) উৎসে কর্তৃতকারী সত্তার নিকট হইতে ফরম মূসক-৬.৬ এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রে উৎসে কর্তৃত মূসকের সমপরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করহাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রদেয় কলামে উৎসে কর্তৃত সেবামূল্য ও মূসক উল্লেখ করা না হইলে সেবা সরবরাহকারী হাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
- (৪) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সমন্বয়ের পর সমন্বয় তামাদি হইবে।

৮। জরিমানা, সুদ ইত্যাদি।-

- (১) উৎসে কর কর্তৃতকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।
- (২) উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হইলে, আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) এবং ধারা ১২৭ এর বিধান অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কর্তৃতকারী ব্যক্তি, কর্তৃত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৯। বিবিধ।-

- (১) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা/বিক্রয়কেন্দ্র তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে উৎসে কর্তৃত মূসক জমা প্রদান করবে।
- (২) একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিবার কারণে উৎসে মূসক কর্তন নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইলে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর প্রযোজ্য হারে সমুদয় মূসক উৎসে কর্তন করিতে হইবে।
- (৩) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুস্ত আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধকালীন সময়ে প্রযোজ্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। রহিতকরণ ও হেফাজত।

- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২০ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীন কৃতকার্য বা গ্রহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গ্রহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪৬। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং- ২০০-আইন/২০১৯/মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৭খ, ধারা ১৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(১) এই বিধিমালা শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড থেকে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আদায় সংক্রান্ত (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

(খ) “কমিশনার (আমদানি)” অর্থ যে শুল্ক ভবন দিয়ে আমদানিকৃত শিপ খালাস হবে সে শুল্ক ভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস;

(গ) “ফর্ম” অর্থ এই বিধিমালার কোন ফর্ম;

(ঘ) “মূসক বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;

(ঙ) “শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড” অর্থ এমন কোনো স্থান যেখানে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অথবা আমদানিকৃত শিপ বিচিং করে ভাঙ্গার মাধ্যমে শিপ স্ক্র্যাপ তৈরি করা হয়;

(চ) “বিভাগীয় কর্মকর্তা” অর্থ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী কমিশনার বা উপ-কমিশনার।

৩। কর আদায়।- আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোন বিধিতে যা থাকুক না কেন, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড হইতে শিপ স্ক্র্যাপ সরবরাহের উপর প্রদেয় কর এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় হবে।

৪। কর আরোপ।- (১) আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া উৎপাদিত শিপ স্ক্র্যাপের উপর আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ মোতাবেক ন্যায্য বাজারমূল্যের উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হবে। (২) আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত শিপে বাহিত পণ্য (যেমন, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল, আসবাবপত্র, ফ্রিজ, টিভি, এয়ারকন্ডিশনার, মোটর, পাখা, টয়লেট সামগ্রী, ইত্যাদি) খালাসের সময় ন্যায্য বাজারমূল্যের ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হবে।

৫। কর নিরূপন ও কর পরিশোধ পদ্ধতি।- আমদানিকৃত শিপ অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া স্ক্র্যাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে-

(ক) নিবন্ধিত শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করার লক্ষ্যে “ফর্ম-ক” এ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি ঘোষণা প্রদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ এর ক্ষেত্রে উক্তরূপ ঘোষণার সহিত শিপটি পূর্বে আমদানিকৃত হলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত দায়-দেনা না থাকিবার প্রত্যয়নপত্র ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রমাণপত্র দাখিল করবেন;

(খ) বিভাগীয় কর্মকর্তা দফা (ক) এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণা সম্পর্কিত তথ্য থেকে শিপ এর ওজনের (LDT) দশ শতাংশকে অপচয় বিবেচনা করিয়া বিধি ৪ এ উল্লিখিত মূল্যের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে মোট পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন;

(গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা শিপ এ বাহিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর প্রদেয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ন্যায্য বাজারমূল্যের উপর নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করিবেন;

(ঘ) বিভাগীয় কর্মকর্তা দফা (খ) ও (গ) অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণ কর ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন; এবং

(ঙ) শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন কর ট্রেজারিতে জমা প্রদানপূর্বক করমেয়াদ শেষে আইনের ধারা ৬৪ অনুযায়ী একটি দাখিলপত্র বিভাগীয় দপ্তরে পেশ করবেন, যার সংগে কর জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালানোর মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে।

৬। বিচিং এর অনুমতি।- শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃক দাখিলকৃত দাখিলপত্রের ভিত্তিতে-

- ক) আমদানিকৃত শিপ ভাঙ্গিয়া জ্ব্যাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা “ফর্ম-খ” তে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তার একটি অনুলিপি আমদানি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে প্রদান করবেন; আমদানি সম্পর্কিত শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে কমিশনার অব কাস্টমস (আমদানি) উক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর আমদানিকৃত শিপের বিচিং এর অনুমতি প্রদান করিবেন;
- খ) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া জ্ব্যাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা “ফর্ম-খ”তে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তার একটি অনুলিপি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন; মূসক কমিশনার উক্ত ফর্মের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপের বিচিং এর অনুমতি প্রদান করবেন।
- ৭। কর চালানপত্র প্রদান।- নিবন্ধিত শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডকে প্রতিটি সরবরাহের (জ্ব্যাপ ও বাহিত পণ্য) বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) অনুযায়ী ফর্ম “মূসক ৬.৩” তে ক্রেতার অনুকূলে একটি চালানপত্র ইস্যু করতে হবে।
- ৮। জরিমানা।- এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিবার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করা যাবে।

১৪৭। মৌসুমী ইটভাটা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-২৪১আইন/২০২১/১৬৪-মূসক- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড টাইলস বা স্যানিটারি পণ্যের ডিলার বা পরিবেশক কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা ২০২১ এতদ্বারা রহিত করিল।

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এই বিধিমালা মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হবে।
- ২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-
 - (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
 - (খ) “ইটভাটা” অর্থ ইট পোড়ানোর জন্য তৈরিকৃত যে কোনো স্থান বা ক্লিন, যে নামেই অভিহিত হোক;
 - (গ) “এক সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (ঘ) “দেড় সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুট আয়তনের উর্ধ্ব এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (ঙ) “দুই সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুট আয়তনের এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (চ) “বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
 - (ছ) “মৌসুমী ইটভাটা” অর্থ এমন কোনো ইটভাটা যেখানে শুল্ক মৌসুমে হাতের সাহায্যে ইট প্রস্তুতকরণসহ নির্দিষ্ট সেকশনে ইট পোড়ানো হয়;
 - (জ) “সেকশন” অর্থ কোনো ইটভাটার সেকশন।
 - (ঝ) কোনো সেকশনের আয়তন নির্ধারণের লক্ষ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপের ক্ষেত্রে ইটভাটার বহিঃদেওয়ালের অভ্যন্তরভাগের, মোটর ব্যতীত অংশ, এক দেওয়াল হতে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত পরিমাপ করতে হবে এবং উচ্চতা পরিমাপের ক্ষেত্রে তলদেশ হতে দেওয়ালের উপরিভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করতে হইবে।
- ৩। কর আদায়: আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোনো বিধিমালায় যা কিছু থাকুক না কেন, এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে মৌসুমী ইটভাটায় প্রস্তুতকৃত ইটের ওপর প্রদেয় কর আদায় করা হবে।
- ৪। সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ: আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশ অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত প্রতি হাজার ইটের জন্য সুনির্দিষ্ট কর নির্ধারিত রয়েছে। উপ-বিধি (৫) মোতাবেক সেকশনভিত্তিক নিরূপিত ইটের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণের ভিত্তিতে উৎপাদনভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।
- ৫। সেকশন ভিত্তিক ইটের পরিমাণ নিরূপণ: (১) প্রতি এক সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ, প্রতি ১.৫ (দেড়) সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ১৫(পনের) লক্ষ এবং প্রতি ২ (দুই) সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ২০ (বিশ) লক্ষ বলে গণ্য হবে।
 - (ক) কোনো ইটভাটার কোনো সেকশনে একাধিক চিমনি ব্যবহার করা হলে উক্ত ইটভাটাকে সংশ্লিষ্ট সেকশনের দ্বিগুণ পরিমাণ সেকশন হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(খ) কোনো ইটভাটায় কোনো সেকশনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিমাপ সংশ্লিষ্ট সেকশনের জন্য নির্ধারিত পরিমাপের অধিক হলে কর নিরূপণের ক্ষেত্রে উক্ত ইটভাটার সংশ্লিষ্ট সেকশনকে পরবর্তী উচ্চতর সেকশন হিসেবে গণনা করতে হবে।

৬। কর পরিশোধের পদ্ধতি:

(১) উপধারা (১) কোনো মৌসুমী ইটভাটা প্রতিষ্ঠান, অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি অর্থ বৎসরে তদকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা প্রস্তুতাব্যী ইটের উপর প্রদেয় কর পরিশোধের লক্ষ্যে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত “ফরম” এ প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকাবর্ষের ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি কপিতে বিভাগীয় কর্মকর্তার বরাবরে একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করবে।

(২) উপধারা (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ঘোষণা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তার নির্দেশে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব এলাকার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সরেজমিনে উক্ত ঘোষণার যথার্থতা তদন্তপূর্বক “ফরম” এর সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ ও স্বাক্ষর করে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।

(৩) উপধারা (৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন দাখিলকৃত “ফরম” প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ বৎসরের সেকশনের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ঘোষণাপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ ও স্বাক্ষর করে এক প্রস্থ তার দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন এবং অপর দুই প্রস্থ উক্ত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপধারা (৪) উক্ত প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদেয় কর টেজারি চালানোর মাধ্যমে নিম্নরূপ তিন কিস্তিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন, যথা:

(ক) ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদেয় মোট করের ৪০ শতাংশ;

(খ) ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রদেয় মোট করের অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ; এবং

(গ) ৩১ শে মার্চের মধ্যে প্রদেয় মোট করের অবশিষ্ট ২০ শতাংশ।

(৫) উপধারা (৫) উক্ত প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত প্রতি কিস্তির কর অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট কোড/০৩১১তে টেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন এবং জমা প্রদানের দিন অথবা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত চালানোর মূল কপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

৭। ইট পোড়ানোর অনুমতির জন্য আবেদনপত্রের সহিত মূল্য সংযোজন কর প্রত্যয়নপত্র দাখিল:

(১) উপধারা (১) কোনো মৌসুমী ইটভাটায় ইট পোড়ানোর অনুমতির জন্য আবেদনপত্রের সহিত পূর্ববর্তী ১২ (বারো) কর মেয়াদের দাখিলপত্রের অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা না হইলে ইট পোড়ানোর অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

(৩) পূর্ববর্তী করমেয়াদে বকেয়াসহ সমুদয় কর পরিশোধের প্রমাণ আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ বা, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, পৌরসভা, জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, পরিবেশ অধিদপ্তর ইট পোড়ানোর জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন না।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর ব্যত্যয় ঘটিলে অনুমোদনকারী ব্যক্তি অপরিশোধিত কর আদায়ে সহযোগিতা না করার দায়ে দায়বদ্ধ হবেন।

৮। কর চালানপত্র ইস্যু: মৌসুমী ইটভাটা হতে ইট সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫১ ও বিধিমালার বিধি ৪০ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান মুসক ফরম ৬.৩ এ ক্রেতার অনুকূলে একটি চালানপত্র ইস্যু করবে। কর চালানপত্র ব্যতীত ইট পরিবহনকারী যানবাহন আটক করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রদেয় কর পরিশোধ ব্যতীত ছাড় করা যাইবে না।

৯। দাখিলপত্র পেশ: আইনের ধারা ৬৪ ও বিধিমালার বিধি ৪৭ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান মুসক ফরম ৯.১ এ একটি দাখিলপত্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করিবে।

১০। জরিমানা, ইত্যাদি: উপধারা (১) এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিবার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করা যাবে। উপধারা (২) কোনো প্রতিষ্ঠান আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, আইনের ধারা ৯৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত ধারা সংশ্লিষ্ট ফর্ম কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৪৮। মূসক পরামর্শক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-আইন/২০১৯/২০২-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১৩০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা;

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই বিধিমালা মূসক পরামর্শক লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হবে।
- ২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে, এই বিধিমালায়
(ক) “অপরাধ” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন যে কোন কার্যক্রম বা আচরণ;
(খ) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
(গ) “একাডেমি” অর্থ কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম;
(ঘ) “বিধি” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
(ঙ) “মহাপরিচালক” অর্থ কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক।
- ৩। মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
(১) মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা:
(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;
(খ) আবেদনের তারিখে বয়স অন্ত্যন ২৫ (পঁচিশ) বৎসর হতে হইবে;
(গ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হইবে;
(ঘ) মূসক নিবন্ধিত হইতে হইবে; এবং
(ঙ) মূল্য সংযোজন কর বিভাগে জাতীয় পবতন স্কেলের ৯ম গ্রেডের নিম্নে নয় এমন পদে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীগণকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত আবেদন যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করা যাবে।
(২) নিম্নবর্ণিত যে কোনো ব্যক্তি মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য বলা বিবেচিত হবেন, যথা:
(ক) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরি হতে অপসারিত, বরখাস্তকৃত বা বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
(খ) ফৌজদারি অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যার সাজা ভোগ শেষ হইবার পর ৫ (পাঁচ) বছর সময় অতিবাহিত হয় নাই;
(গ) ইতঃপূর্বে যাহার মূসক পরামর্শক, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট বা আয়কর পরামর্শকের (Income Tax Practitioner) লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি।
- ৪। আবেদন ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি।- (১) বিধি ৩ এ উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বিধির “ফরম ১৮.১” এ বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। উপবিধি (২) উক্ত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:
(ক) বয়স নির্ধারণের জন্য এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সত্যায়িত সনদ;
(খ) আবেদনকারীর সাম্প্রতিক সময়ের ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি;
(গ) সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি;
(ঘ) জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি; এবং
(ঙ) মহাপরিচালক, কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমির অনুকূলে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) মূল্যমানের পে-অর্ডার।
- ৫। মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের মেয়াদ এবং নবায়ন।- উপধারা (১) মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের মেয়াদ হবে উহা প্রদানের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসর। উপধারা (২) মহাপরিচালক, কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি প্রতি বৎসর এক বা একাধিকবার ১০০০/- (এক হাজার টাকা) ফি এর বিনিময়ে মূসক পরামর্শক লাইসেন্সধারীদের জন্য মূল্যায়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।
- ৬। আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।-
(১) বিধির ফরম “মূসক-১৮.১” এ আবেদনকারী সদস্য বরাবর আবেদন করিবে।

- (২) অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমুদয় আবেদনপত্র প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য বোর্ড, মহাপরিচালক সমীপে প্রেরণ করবে এবং একাডেমি যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে।
- (৩) মহাপরিচালক প্রতি বছর জানুয়ারি-জুন মেয়াদে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এবং জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।
- (৪) মহাপরিচালক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করবেন এবং যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা বোর্ডে প্রেরণ করবেন।
- (৫) বোর্ড প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী বিধির ফরম “মূসক-১৮.১ক” এ মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন।
- ৭। পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি।-পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিমিত্তে মহাপরিচালক, একাডেমিতে নিম্নরূপ একটি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে অবস্থান
০১.	একাডেমির একজন যুগ্ম/অতিরিক্ত মহাপরিচালক	আস্থায়ক
০২.	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর সহকারী/উপ কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৩.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর সহকারী/উপ কমিশনার কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৪.	একাডেমির একজন সহকারি বা উপ পরিচালক	সদস্য সচিব

- ৮। ইনভিজিলেটর, উত্তরপত্র, পরীক্ষক ইত্যাদি।-মহাপরিচালক, কমিটি গঠন করিয়া উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিবেন এবং পরীক্ষা গ্রহণের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন।
- ৯। পরীক্ষার সিলেবাস। পরীক্ষার সিলেবাস নিম্নরূপ হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
(ক)	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২	৪০
(খ)	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬	
(গ)	উক্ত আইন ও বিধিসমূহের অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহ	
(ঘ)	সাধারণ গণিত	১০
(ঙ)	বাংলা ও ইংরেজি	১০
(চ)	Customs Act, 1969	২৫
(ছ)	আমদানি নীতি আদেশ (যখন যেই আদেশ বলবৎ থাকিবে)	
(জ)	রপ্তানি নীতি আদেশ (যখন যেই আদেশ বলবৎ থাকিবে)	
(ঝ)	The Foreign Exchange Regulations Act, 1947	১৫
(ঞ)	The Import and Export (Control) Act, 1950	

- (২) তিনঘন্টা সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকলে মহাপরিচালক, তাহার নিজস্ব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।
- ১০। মৌখিক পরীক্ষা।- মৌখিক পরীক্ষা ৫০ (পঞ্চাশ) নম্বরের হবে। একাডেমির মহাপরিচালক ৩ হতে ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করবেন। মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এশাধিক মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করিবার প্রয়োজন হলে মহাপরিচালক উক্তরূপে বোর্ড গঠন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করিবেন। সে ক্ষেত্রে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম; কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা; কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম; কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর কমিশনারকে প্রতিটি কমিটির আস্থায়ক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে।
- ১১। ফলাফল।- লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মান হিসাবে বিবেচিত হবে।
- ১২। লাইসেন্স ইস্যু।- মহাপরিচালক উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে বা এই বিধিমালার বিধি ৩ এর দফা (ঙ) অনুযায়ী আবেদনকারীকে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংবলিত ডিজিটাল কার্ডে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন, যাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিও উল্লেখ থাকবে, যথা;
- (ক) লাইসেন্সধারীর নাম, ছবি, জন্ম তারিখ, রক্তের গ্রুপ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও নমুনা স্বাক্ষর;
- (খ) লাইসেন্স ইস্যুর ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; এবং
- (গ) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবি।

১৩। লাইসেন্স নবায়ন।- (১) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নবায়ন ফি বাবদ ১ (এক) হাজার টাকা ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। স্বহস্তে লিখিত নবায়ন আবেদনের সহিত সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষেপ সংযুক্ত করিতে হবে। উপধারা (২) মহাপরিচালক আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নবায়ন করিবেন।

১৪। মূসক পরামর্শকের দায়িত্ব।- মূসক পরামর্শকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (১) উপধারা (১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক মূসক পরামর্শককে মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তাহার প্রদত্ত সেবার বিপরীতে যথাযথভাবে মূসক প্রদানসহ আইনের অন্যান্য বিধানাবলী পরিপালন করতে হবে;
- (২) প্রত্যেক মূসক পরামর্শক আইন ও বিধি অনুসারে মূল্য সংযোজন কর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যথাসম্ভব সততা ও নিষ্ঠার সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (৩) তাহার দায়িত্বের সূত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কর্তৃপক্ষের বা কোনো ব্যক্তির নিকট অসত্য বা বিকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করবেন না বা অনুরূপ পরামর্শ প্রদান করবেন না।

১৫। মূসক পরামর্শকের অপরাধ ও দণ্ড।-

- (১) এই বিধির বিধান লঙ্ঘন মূসক পরামর্শকের জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। অপরাধ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কমিশনার আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে মহাপরিচালক সমীপে অভিযোগ পত্র প্রেরণ করিবেন। মহাপরিচালক অভিযোগ পত্র পর্যালোচনা করিয়া আইনানুগ শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। তবে, জাল দলিল উপস্থাপন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান বা মূসক ফাঁকির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাথমিকভাবে স্থগিত করিয়া শুনানী গ্রহণপূর্বক বাতিল করা যাইবে। অধিকন্তু, মূসক পরামর্শককে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা থেকে ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যাবে।
- (২) মূসক পরামর্শক কর্তৃক দাখিলপত্র প্রদানে ব্যর্থতায় ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এর সারণীর দফা (ছ) মোতাবেক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

১৬। ন্যায় নির্ণয়।- কোন নিবন্ধিত করদাতা আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করলে ন্যায় নির্ণয় যেভাবে সম্পাদিত হবে সেই একই প্রক্রিয়া মূসক পরামর্শকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১৭। রহিতকরণজাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১১৭-আইন/৯৮/১৭৮-মূসক, তারিখ: ১১ জুন, ১৯৯৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ এবং সাধারণ আদেশ নং ০৭/মূসক/৯৯, তারিখ: ২২ এপ্রিল, ১৯৯৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ এর অধীনে কর পরামর্শক নিয়োগ পদ্ধতি এতদ্বারা রহিত করা হইল এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালা বা আদেশ এর অধীন প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্স এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন উহা বিধিমালার অধীন প্রদত্ত হয়েছে।

১৪৯। অগ্রিম কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-২৩৯-আইন/২০১৯/-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নে বিধৃত ক্ষেত্রসমূহে তাদের উপর আরোপীয় আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

- (ক) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা, দূতাবাস, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা এবং আইন ও চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক বিক্রয়/হস্তান্তরের জন্য নয় এমন আমদানিকৃত পণ্য;
- (খ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 13 এর অধীনে বন্ড লাইসেন্স বা বন্ড রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রাচলন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউস কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (গ) Presidents (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অনুসারে রাষ্ট্রপতির নামে আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঘ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৬১-আইন/৯২/ ১৪৪৪/শুল্ক, তারিখ: ১৭/০৩/১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় ত্রাণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঙ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৩৬-আইন/৯৩/ ১৫০২/শুল্ক, তারিখ: ১৫/০২/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য আমদানিকৃত পণ্য;
- (চ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং 9(41) NBR/Cus-IV/72/246, Date: 10.04.1981 এর আওতায় Defence Store হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;

- (ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২০২-আইন/৯৫/ ১৬৩৯/কাস, তারিখঃ ২৮/১১/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঝ) তুলা (এইচ.এস. কোড ৫২০১.০০.০০), পলিস্টার ইয়ার্ন (এইচ এস কোড ৫৫০৩.২০.০০), ভিসকস ইয়ার্ন (এইচ.এস. কোড ৫৫০৪.১০.০০) আমদানির ক্ষেত্রে;
- (ঞ) সরকার অনুমোদিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপকরণ বা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-২০-আইন/২০১১/ ২৩২৭/শুক, তারিখঃ ২৫.০১.২০১১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক আমদানিকৃত শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপকরণ;
- (ট) কোন নিবন্ধিত উৎপাদনকারী কর্তৃক Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
- (ঠ) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার লে-আউট প্ল্যান দাখিল এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৫৮-আইন/২০১৭/৪৪/কাস্টমস, তারিখঃ ০১.০৬.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এবং এস.আর.ও. নং-১৬১-আইন/২০১৬/ ২৩/কাস্টমস, তারিখঃ ০২.০৬.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর শর্তপূরণ করে আমদানিকৃত ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট;
- (ড) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত এইচ.এস. কোড ৩৮০৮.৯১.১০, ৩৮০৮.৯২.১০ এবং ৩৮০৮.৯৩.১০ এর বিপরীতে কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক;
- (ঢ) ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষ্মা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক ঔষধসমূহ, এন্টিবায়োটিক, ছেরা (sera) টক্সিন ও কার্ডিওভাসকুলার ঔষধসমূহ, এন্টি হেপাটিক, এন্টি হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (encephalo-pathy); অন্যান্য; হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ও সাইকোট্রোপিক ঔষধসমূহ (শুধুমাত্র ফ্লুফেনাজিন ডেকানোয়েট, ফ্লুফেনথিকসল ডেকানোয়েট, ক্লোফেনথিকসল ডেকানোয়েট); এনাসথেটিক, সাধারণ ও লোকাল, ইথার এনাসথেটিক বিপি/ইউএসপি, ইথাইল ক্লোরাইড বিপি, সুকসামেথলিয়াস ব্রোমাইড/ ফ্লোরাইড, থাইওপেন্টন সোডিয়াম জাইলোকোইন/ লিডোকোইন/ লিগুওকেইন, এডরেনালিনযুক্ত হোক বা না হোক, প্রোকোইন হাইড্রোক্লোরাইড, এডরেনালিন যুক্ত হোক বা না হোক, কাইটামাইন হাইড্রোক্লোরাইড, কিডনী রোগের ডায়ালিসিস ফ্লুইড, কিডনী সংযোজনের জন্য সাইক্লোসপেরিন ঔষধ এবং Erythropoietin (H.S. Code 3002.11.00, 3002.12.00, 3002.13.00, 3002.14.00, 3002.15.00, 3002.19.00, 3002.90.00, 3003.10.00, 3003.20.00, 3003.31.00, 3003.39.10, 3003.39.90, 3003.41.00, 3003.42.00, 3003.43.00, 3003.49.10, 3003.49.90, 3003.90.91, 3003.90.99, 3004.10.00, 3004.20.10, 3004.20.90, 3004.31.00, 3004.32.00, 3004.39.10, 3004.39.90, 3004.41.00, 3003.42.00, 3003.43.00, 3004.49.10, 3003.49.90, 3004.50.00, 3004.90.20);
- (ণ) ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষ্মা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক, কার্ডিওভাসকুলার, এন্টিহেপাটিক এনসেফালোপ্যাথিক (encephalopathy) ঔষধ এবং কিডনী ডায়ালিসিস সলিউশন, Drugs for Thalassaemia (H.S. Code 3004.90.91); এবং
- (ত) Artificial joints (H.S. Code 9021.31.00), Hearing aids, excluding parts and accessories (H.S. Code 9021.40.00), Pacemaker for stimulating heart muscles (H.S. Code 9021.50.00), Streptokinase (H.S. Code 3507.90.10), Carriages for disabled persons not mechanically propelled (Wheel chair) (H.S. Code 8713.10.00), হার্ট ভান্স (H.S. Code 9021.90.10), অপারেশন ল্যাম্প (H.S. Code 9405.40.10), ভ্যাকসিন (H.S. Code 3002.20.00, 3002.30.00), ইনসুলিন পেন (H.S. Code 9018.39.20)।

১৪৯ক। স্যানিটারি ন্যাপকিন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- ১। এস. আর. ও. নং- ২৪০ -আইন/২০১৯/ ৭৬-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) 96.19 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) 9619.00.00 এর বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত কাঁচামালসমূহ কেবলমাত্র আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয়

সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হইতে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:- টেবিল

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S Code)	পণ্যের বিবরণ (Description)
(১)	(২)	(৩)
৩৯.১৯	৩৯১৯.৯০.৯১	রি-সীল/সেলফ এডহেসিভ টেপ
৩৯.২০	৩৯২০.১০.২০	লেমিনেটেড সীট, ফিল্ম ও ফয়েল
৩৯.২১	৩৯২১.৯০.১১	অন্যান্য সীট, ফিল্ম ও ফয়েল (প্রিন্টেড)
৪৮.২৩	৪৮২৩.৯০.৯৪	এয়ার লেইড পেপার
৫৬.০৩	৫৬০৩.১২.১০	টেক্সটাইল ব্যাকসীট (এডিএল)
	৫৬০৩.১৩.১০	ইলাস্টিক ব্যাক ইয়ার/ইলাস্টিক ওয়েইস্ট ব্যান্ড
৫৯.০৩	৫৯০৩.৯০.৯০	নীট লুপ টেপ

শর্তাবলি:

- (ক) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদনের লক্ষ্যে তদুৎপাদিত মেশিনারীজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
 - (খ) প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ অনূন ৭৫ (পাঁচাত্তর) কোটি টাকা হতে হবে;
 - (গ) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাব থাকতে হবে;
 - (ঘ) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে;
 - (ঙ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হইবে;
 - (চ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অনূন ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন হতে হইবে।
- ২। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলি পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।
 - ৩। অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক)	দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য সচিব।
 - ৪। অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করিবে।
 - ৫। অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
 - ৬। এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোনো উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।
 - ৭। অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবে না।
 - ৮। অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
 - ৯। অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হইতেছে না তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে Customs অপঃ, ১৯৬৯ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত

অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করিলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করিতে পারিবে।

১০। এই প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৪৯খ। ব্যাটারি সংক্রান্ত এস. আর. ও. নং- ২৪১ আইন/২০১৯/ ৭৭-মূসক:

১। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) Gi First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ৮৫.০৭ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতায় কেবলমাত্র আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নবর্ণিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

শর্তাবলী:

(ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

(খ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি তৈরীর প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকতে হবে;

(গ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হইবে;

(ঘ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের আইএসও সার্টিফিকেশন (ISO Certification) থাকতে হবে;

(ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে উক্ত পণ্য প্রস্তুতকরণে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করিতে হইবে;

(চ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অন্যান্য ২০০ (দুইশত) জন হতে হবে;

(ছ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা সরকার অনুমোদিত ও নির্ধারিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লটে স্থাপিত হতে হবে;

(জ) প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ন্যূনতম ৩টি স্বনামধন্য গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ব্যাটারি সরবরাহকারী (Oriএরনাল Equipment Manufacturer) প্রতিষ্ঠানের সহিত কারিগরী সহায়তা চুক্তি (Technical Assistance Agreement) থাকতে হবে;

(ঝ) বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সার্ভিসিং সেন্টার থাকতে হবে;

(ঞ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মর্মে গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ব্যাটারি সরবরাহকারী (Oriএরনাল Equipment Manufacturer) প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন থাকতে হবে।

২। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩। অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক)	দ্বিতীয় সচিব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য সচিব।

৪। অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে।

৫। অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে মর্মে সন্তুষ্ট হলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

- ৬। এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।
- ৭। অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- ৮। অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড যে কোন সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
- ৯। অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না তা হলে উহার বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে পারবে।

১৪৯গ। আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর নিরূপণ :

শুল্কায়নযোগ্য মূল্য :

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ২৫ অনুসারে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সি এন্ড এফ মূল্যের সাথে বীমা খরচ যোগ করে সি আই এফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সি আই এফ মূল্যের সাথে ১% ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

ধরা যাক -

- | | |
|---|-------------|
| (ক) (ক) কোন আমদানির সি এন্ড এফ ব্যয় = | ১০০.০০ টাকা |
| (খ) (খ) বীমা খরচ (সি এন্ড এফ মূল্যের ১%) = | + ১.০০ টাকা |
| ----- | |
| (গ) (গ) সি আই এফ মূল্য = | ১০১.০০ |
| (ঘ) (ঘ) ল্যান্ডিং চার্জ (সি আই এফ মূল্যের ১%) = | + ১.০১ |
| (ঙ) ----- | |
| (চ) শুল্কায়নযোগ্য মূল্য = | ১০২.০১ টাকা |
- ১) কাস্টমস ডিউটি (CD): যদি কাস্টমস ডিউটির হার ২৫% হয়, তবে কাস্টমস ডিউটি হবে ১০২.০১ টাকার ২৫% অর্থাৎ ২৫.৫০ টাকা।
- ২) রেগুলেটরি ডিউটি (RD): যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপিত আছে, সে সব ক্ষেত্রে শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের উপর ৫% রেগুলেটরি ডিউটি হিসাব করতে হবে। কাস্টমস ডিউটির অনুরূপভাবে গণনা হবে। রেগুলেটরি ডিউটির পরিমাণ হবে $১০২.০১ \times ৫\% = ৫.১০$ টাকা।
- ৩) সম্পূরক শুল্ক (SD): যদি সম্পূরক শুল্ক হার ২৫% হয়, তবে সম্পূরক শুল্ক হবে $(১০২.০১ + ২৫.৫০ + ৫.১০) \times ২৫\% = ১৩২.৬১$ টাকার ২৫% অর্থাৎ ৩৩.১৫ টাকা।
- ৪) মূল্য সংযোজন কর (VAT): মূল্য সংযোজন করের হার ১৫% হিসেবে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ হবে (শুল্কায়নযোগ্য মূল্য + কাস্টমস ডিউটি + রেগুঃ ডিঃ (যদি থাকে) + সম্পূরক শুল্ক) মূল্য সংযোজন করের হার, অর্থাৎ $(১০২.০১ + ২৫.৫০ + ৫.১০ + ৩৩.১৫) \times ১৫\% = (১৬৬.৭৬ \times ১৫\%) = ২৪.৮৬$ টাকা।
- ৫) ব্যবসায়ী পর্যায়ের অগ্রিম কর (AT): বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ের ১৫% মুসক ছাড়াও ৫% হারে অগ্রিম ব্যবসায়ী পর্যায়ের মুসক পরিশোধ করতে হয়। গণনা নিম্নরূপ: (মুসক আরোপযোগ্য মূল্য + ২৬.৬৭% সংযোজন) ৫% এটিভি অর্থাৎ $(১৬৬.৭৬ + ৪৪.২০) \times ৫\% = ১০.৩৯$ টাকা
- ৬) অগ্রিম আয়কর (AIT): অগ্রিম আয়কর হিসাব করতে হয় শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের উপর ৫% হারে অর্থাৎ অগ্রিম আয়কর হবে ১০২.০১ টাকার উপর $৫\% = ৫.১০$ টাকা
- ৭) আমদানি পর্যায়ে মোট শুল্ক ও কর এবং শুল্ক ও করসহ পণ্য মূল্য:
- | | |
|-----------------------------------|--|
| (ক) (ক) মোট শুল্ক ও করের পরিমাণ = | কাস্টমস ডিউটি + রেগুঃ ডিঃ + সম্পূঃ শুল্ক + মুসক + অগ্রিম কর + অগ্রিম আয়কর |
| | $(২৫.৫০ + ৫.১০ + ৩৩.১৫ + ২৪.৮৬ + ১০.৩৯ + ৫.১০) = ১০৪.২০$ টাকা। |
| (খ) মোট শুল্ক ও করসহ মোট মূল্য = | ১০২.০১ টাকা + ১০৪.২০ টাকা = ২০৬.২১ টাকা। |

মুসক দাখিলপত্র পূরণের গুরুত্বপূর্ণ আইনগত নির্দেশনা

- (১) এই ফরম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় নিবন্ধিত সকল ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হইবে। নিবন্ধিত ডিপ্লোমেটদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতানুযায়ী উহা দাখিলযোগ্য হইবে।
- (২) প্রতি করমেয়াদের পূরণকৃত ফরম করমেয়াদ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পেশ করতে হইবে। মুসক দপ্তর বা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম কর্তৃক গ্রহণের তারিখ দাখিলপত্র পেশের তারিখ হিসাবে বিবেচিত হবে।
- (৩) বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ বা পেশ না করবার কারণে সুদ বা অর্থদণ্ড- বা উভয়ই হইতে পারে।
- (৪) দাখিলপত্র পেশের পূর্বে নীট কর ধনাত্মক হলে উহা পরিশোধ করুন।
- (৫) দাখিলপত্র পেশের পূর্বে বা একই সাথে মুসক-৬.১০ এর তথ্যও পেশ করুন।
- (৬) দাখিলপত্র পেশ না করলে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ফরম মুসক-৯.১ পূরণের নির্দেশনা

অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ সহজ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতি। অনলাইনে দাখিলপত্র পেশের জন্য www.vat.gov.bd ভিজিট করুন। আপনার অনলাইন সুবিধা না থাকিলে ভ্যাট অনলাইন সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে ও দাখিলপত্র অনলাইনে পেশ করতে পারিবেন। আপনার নিকটবর্তী ভ্যাট অনলাইন সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানা www.nbr.gov.bd হতে জেনে নিন। কাণ্ডজে দাখিলপত্র পেশের ক্ষেত্রে সীল ও স্বাক্ষর সংবলিত মূল দাখিলপত্র প্রেরণ করুন এবং তার একটি কপি আপনি সংরক্ষণ করুন। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্পষ্ট অক্ষরে ফর্মটি পূরণ করুন। ইংরেজি ফর্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে CAPITAL অক্ষর ব্যবহার করুন। ফরমটি পূরণের পূর্বে নির্দেশিকাটি ভালোভাবে পড়ুন।

অসম্পূর্ণ ফরম পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গৃহীত হইবে না।

কাণ্ডজে দাখিলপত্র ডাক বা হাতে হাতে নিম্নবর্ণিত দপ্তরসমূহের যেকোনো একটিতে প্রেরণ করুন, যথা:-

(ক) আপনার নিকটবর্তী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট

(খ) আপনার নিকটবর্তী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর।

মুসক সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য ভ্যাট অনলাইন কন্টাক্ট সেন্টারে কল করুন। কন্টাক্ট সেন্টারের নম্বর: ১৬৫৫৫।

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
অংশ-১: করদাতার তথ্য		
১	ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা	কাণ্ডজে পেশের সময় করদাতার ৯-ডিজিট ই-বিন নম্বর লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
২	করদাতার নাম	কাণ্ডজে পেশের সময় করদাতার নাম লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
৩	করদাতার ঠিকানা	কাণ্ডজে পেশের সময় করদাতার ঠিকানা লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস হইতে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
৪	ব্যবসার প্রকৃতি	কাণ্ডজে পেশের সময় করদাতার ব্যবসার প্রকৃতি লিখিতে হইবে। উদাহরণ: পার্টনারশিপ, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস হইতে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
৫	অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর প্রকৃতি	কাণ্ডজে পেশের সময় করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর প্রকৃতি লিখিতে হইবে। উদাহরণ: আমদানিকারক, উৎপাদক। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস থেকে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
অংশ-২: দাখিলপত্র জমার তথ্য		
১	কর মেয়াদ	কাণ্ডজে পেশের সময় যে করমেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবেন উহার মাসের নাম এবং সন

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		লিখুন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
২	দাখিলপত্রের প্রকারভেদ (অনুগ্রহ করে প্রযোজ্য ঘরে টিক দিবেন)	মূল দাখিলপত্র সংশোধিত দাখিলপত্র পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র
৩	বিগত করমেয়াদে কোনো কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে কি?	যে করমেয়াদের দাখিলপত্র সে করমেয়াদে কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইয়াছে কিনা। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে “হ্যাঁ” নির্বাচন করিয়া পরবর্তী অংশসমূহ (অংশ ৩ হইতে ১১) পূরণ করিতে হইবে। আর যদি কোনো কার্যক্রম না হইয়া থাকে তাহা হইলে “না” নির্বাচন করিয়া শুধু অংশ-১১ পূরণ করিয়া পেশ করিতে হইবে।
৪	পেশের তারিখ	কাণ্ডজে পেশের সময় যে করমেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবেন উহার মাসের নাম এবং সন লিখুন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান প্রদেয় কর		
১	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা সরাসরি রপ্তানির সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফরমে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সরবরাহকৃত পণ্য/সেবা বর্ণনা এবং সম্পর্কিত এইচ.এস.কোড/সেবাকোড টাইপ করুন। পণ্য/সেবার নাম কলামের অধীনে প্রাসঙ্গিক পণ্য/সেবার নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনবিআর এর অভ্যন্তরীণ ডাটাবেস অনুযায়ী প্রদর্শিত হইবে। সঠিক পণ্য/সেবার নামের তথ্য প্রতিফলিত করবার জন্য পণ্য/সেবার বর্ণনা বা কোড কলামের এন্ট্রিগুলি সম্পাদনা করতে পারিবেন। তারপর পণ্য/সেবার বিক্রয়মূল্য লিখুন। সাবফর্মগুলিতে পৃথক এইচএসকোড/সেবা কোডের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচএসকোড/বিবরণ এবং সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া গণনা করা হইবে। সাবফর্মের যোগ ফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হইলেও রপ্তানিকৃত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
২	প্রচ্ছন্ন রপ্তানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রপ্তানিকৃত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৩	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা মূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরওতে উল্লেখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৪	আদর্শ হারের পণ্য/ সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা আদর্শ হারের (১৫%) পণ্য/ সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৫	খুচরা মূল্য ভিত্তিক পণ্য	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা মূল্য সংযোজন কর আইনের উল্লেখিত খুচরামূল্য ভিত্তিক পণ্য (উদাহরণ: সিগারেট, বিড়ি ও অন্যান্য) সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৬	সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হইবে।
৭	আদর্শ কর হার ব্যতীত ভিন্ন করহার ভিত্তিক পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা আদর্শ কর হার ব্যতীত ভিন্ন করহার ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৮	খুচরা/পাইকারী মূল্য ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা খুচরা/পাইকারী মূল্য ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় সাবফর্ম-খ পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
৯	মোট বিক্রয়মূল্য এবং মোট প্রদেয় কর	এটি মোট প্রদেয় করের হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখিবেন। যোগফলের নিয়ম: $৯ক=১ক+২ক+৩ক+৪ক+৫ক+৬ক+৭ক+৮ক$ $৯খ=৪খ+৫খ+৬খ+৭খ+৮খ$ $৯গ=৪গ+৫গ+৬গ+৭গ+৮গ$ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে বিক্রয় মূল্য, মোট প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
অংশ-৪: ক্রয়-উপকরণ কর		
(ক) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের হয়, সেক্ষেত্রে নোট ১০-২০ পূরণ করুন। (খ) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের না হয়, সেক্ষেত্রে নোট ২১-২২ পূরণ করুন। (গ) আপনার সরবরাহকৃত পণ্য যদি আদর্শ হারের এবং আদর্শহার ব্যতীত উভয় হয়, সে ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার অনুযায়ী উপকরণ মূল্য আনুপাতিক হারে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নোট ১০-২২ পূরণ করুন।		
১০	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল স্থানীয় উপকরণ ক্রয় শূন্যহার বিশিষ্ট সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। এই নোট টি মূলত শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। ক্রয়কৃত পণ্য/সেবা বর্ণনা এবং সম্পর্কিত এইচএসকোড/সেবাকোড টাইপ করুন। পণ্য/সেবার নাম কলামের অধীনে প্রাসঙ্গিক পণ্য/সেবার নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনবিআর এর অভ্যন্তরীণ ডাটাবেস অনুযায়ী প্রদর্শিত হইবে। সঠিক পণ্য/সেবার নামের তথ্য প্রতিফলিত করার জন্য পণ্য/সেবার বর্ণনা বা কোড কলামের এন্ট্রিগুলি সম্পাদনা করিতে পরিবেন। তারপর পণ্য/সেবার বিক্রয়মূল্য লিখুন। সাবফর্মগুলিতে পৃথক এইচএসকোড/সেবা কোডের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্ম এ এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচএস কোড/বিবরণ এবং সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও শূন্যহার বিশিষ্ট ক্রয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১১	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/সেবা আমদানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল আমদানিকৃত উপকরণ শূন্যহার বিশিষ্ট সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। এই নোটটি মূলত শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও শূন্যহার বিশিষ্ট আমদানি বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১২	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল স্থানীয় ক্রয়কৃত উপকরণ মূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরও এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতি প্রাপ্ত ক্রয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১৩	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল আমদানিকৃত উপকরণমূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরও এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
২০	রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে রেয়াতযোগ্য নয় যে সকল উপকরণসমূহ অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২১	রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতি প্রাপ্ত/সুনির্দিষ্ট কর/আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের পণ্য/সেবা সরবরাহ করেন)	যে সকল করদাতা শুধুমাত্র রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/ আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন, তারা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সকল উপকরণ এর তথ্য উক্ত নোট এ উল্লেখ করবেন এবং নোট ১০-২০ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদানের প্রয়োজন নাই। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হইয়াছে সে গুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২২	রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- আমদানি রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতি প্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন)	যে সকল করদাতা শুধুমাত্র রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/ আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন, তারা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সকল উপকরণ এর তথ্য উক্ত নোট এ উল্লেখ করবেন এবং নোট ১০-২০ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদানের প্রয়োজন নাই। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হইয়াছে সে গুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২৩	মোট উপকরণ কর রেয়াত	<ul style="list-style-type: none"> এটি মোট উপকরণ কর রেয়াত এর হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ২৩ক=১০ক+১১ক+১২ক+১৩ক+১৪ক+১৫ক+১৬ক+১৭ক+ ১৮ক+১৯ক+২০ক+২১ক+২২ক ২৩খ=১৪খ+১৫খ+১৬খ+১৭খ+১৮খ

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		<ul style="list-style-type: none"> অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট উপকরণ কর মূল্য ও মোট উপকরণ কর রেয়াত এর পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
অংশ-৫: বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (মূল্য সংযোজন কর)		
২৪	সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক উৎসে কর্তনের জন্য	<p>আপনি যদি উৎসে কর্তনকারী হন তা হইলে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে কর্তিত সমুদয় মুসকের পরিমাণ এখানে লিখিবেন। এ জন্য আপনাকে উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের বিপরীতে গৃহীত মুসক-৬.৩ এবং আপনার ইস্যুকৃত মুসক-৬.৬ থাকিতে হইবে।</p> <p>অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা এবং বিন নম্বর টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে সরবরাহ মূল্য ও উৎসে কর্তিত মুসকের পরিমাণ টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে করচালানপত্রের নম্বর ও তারিখ লিখিতে হইবে। যে একাউন্ট কোডের বিপরীতে কর জমা প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানপত্রের জন্য পৃথকলাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে।</p> <p>কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।</p>
২৫	ব্যার্কিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের জন্য	<p>যদি করমেয়াদে এমন কোনো সরবরাহ থাকে যাহার মূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু উহার সমুদয় অংশই নগদে পরিশোধ করিয়াছেন এবং মুসক-৬.৩ চালানোর ভিত্তিতে আপনি বর্তমান দাখিলপত্রে বা পূর্বের কোনো দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত গ্রহণ করেছেন তা হলে তার মুসকের পরিমাণ এখানে লিখিতে হইবে।</p>
২৬	ডেবিট নোটের জন্য	<p>কোনো সরবরাহের ক্রয় মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে/ ডেবিট নোটের জন্য প্রদেয় মুসকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যতটুকুর পরিবর্তিত হয়েছে ততটুকুর হিসাব (মুসকের পরিমাণ) এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।</p>
২৭	অন্য কোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য	<p>ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমন্বয়ের ঘটনা ঘটে। নোট ২৪, ২৫ ও ২৬ এ বর্ণিত সমন্বয় ঘটনাদ্রয় ব্যতীত অন্য যে কোনো ধরনের সমন্বয় ঘটনার জন্য এ ঘরে সমন্বয়যোগ্য মোট মুসকের পরিমাণ লিখিতে হবে এবং সমন্বয় ঘটনার বিবরণ লিখিতে হইবে উল্লেখ্য, প্রতিটি সমন্বয় ঘটনার নিজস্বতা রয়েছে। তার জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি করদাতার অধিকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।</p>
২৮	মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (২৪+২৫+২৬+২৭)	<p>এটি মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ। কাণ্ডজে দাখিলপত্র পেশের সময় নোট ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এর যোগফল এখানে লিখিবেন।</p> <p>অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।</p>
অংশ-৬: হ্রাসকারী সমন্বয়		
২৯	প্রদত্ত সরবরাহ হতে উৎসে কর্তনের জন্য	<p>আপনি যদি উৎসে কর্তনকারী না হন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আপনার প্রদত্ত সরবরাহ হতে কর্তিত সমুদয় মুসকের পরিমাণ এখানে লিখিবেন। এ জন্য আপনার অধিকারে উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের বিপরীতে আপনার ইস্যুকৃত মুসক-৬.৩ এবং আপনার অনুকূলে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত মুসক-৬.৬ থাকিতে হইবে। আপনি নিজে উৎসে কর্তনকারী হলে আপনাকে আর এই ঘর পূরণ করিতে হবে না কারণ অন্যকোনো উৎসে কর্তনকারী আপনার সরবরাহ হতে উৎসে কর্তন করবে না।</p> <p>অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে।</p>

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		<p>সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা এবং বিন নম্বর টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে সরবরাহ মূল্য ও উৎসে কর্তৃত মুসকের পরিমাণ টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে করচালানপত্রের নম্বর ও তারিখ লিখতে হবে। যে একাউন্ট কোডের বিপরীতে কর জমা প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানপত্রের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের উৎসে কর্তৃত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে।</p> <p>কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের উৎসে কর্তৃত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।</p>
৩০	আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় আগাম কর	<p>আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় আগাম কর এর পরিমাণ উক্ত নোটে লিখিতে হইবে।</p> <p>অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। বিল অব এন্ট্রির নম্বর, তারিখ, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন /হাউসের নাম, প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ পৃথক পৃথক কলামে উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক বিল অব এন্ট্রির জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে।</p> <p>কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সাবফর্মের আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হইবে।</p>
৩১	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর	<p>রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেই উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।</p>
৩২	ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য	<p>বিক্রয়ের পর সরবরাহের কিছু অংশ ফেরত আসলে/সরবরাহের মূল্য পরিবর্তিত হলে/ ক্রেডিট নোটের জন্য প্রদেয় মুসকের পরিমাণ হ্রাস পেলে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরবরাহের যতটুকুর সংশ্লেষ রয়েছে ততটুকুর হিসাব (মুসকের পরিমাণ) এখানে আসিবে।</p>
৩৩	অন্য কোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য	<p>ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমন্বয়ের ঘটনা ঘটে। নোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ বর্ণিত সমন্বয় ঘটনাদ্রয় ব্যতীত অন্য যে কোনো ধরনের সমন্বয় ঘটনার জন্য এ ঘরে সমন্বয়যোগ্য মোট মুসকের পরিমাণ লিখতে হবে এবং সমন্বয় ঘটনার বিবরণ লিখতে হইবে। উল্লেখ্য, প্রতিটি সমন্বয় ঘটনার নিজস্বতা রয়েছে। তার জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি করদাতার অধিকারে সংরক্ষণ করতে হবে।</p>
৩৪	মোট হ্রাসকারী সমন্বয় (২৯+ ৩০+৩১+ ৩২+ ৩৩)	<p>এটি মোট হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ। কাণ্ডজে দাখিলপত্র পেশের সময় নোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এর যোগফল এখানে লিখবেন।</p> <p>অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।</p>
অংশ-৭: নীট কর হিসাব		
৩৫	বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট	<p>এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মুসক এর হিসাব।</p> <p>কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখিবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৫=৯গ-২৩খ+২৮-৩৪</p> <p>অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।</p>

ফরম মূসক-৯.১ (মূসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	মূসক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত) (৯গ-২৩খ+২৮-৩৪)	
৩৬	সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মূসক এর হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৬ = ৩৫-৫০ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৫১ পূরণ করিতে হইবে।
৩৭	বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত)	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক এর হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৭ = ৯খ+৩৯-৪০-৪১ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৪০, ৪১ ও ৪২ আগে পূরণ করিতে হইবে।
৩৮	সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান কর মেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক এর হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখিবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৮ = ৩৭-৫১ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৫২ আগে পূরণ করিতে হইবে।
৩৯	ডেবিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	কোনো সরবরাহের ক্রয় মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে/ ডেবিট নোটের জন্য প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যতটুকুর পরিবর্তিত হয়েছে ততটুকুর হিসাব (সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ) এখানে উল্লেখ করিতে হবে।
৪০	ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	বিক্রয়ের পর সরবরাহের কিছু অংশ ফেরত আসিলে/ সরবরাহের মূল্য পরিবর্তিত হলে/ ক্রেডিট নোটের জন্য প্রদেয় সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ হ্রাস পেলে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরবরাহের যতটুকুর সংশ্লেষ রহিয়াছে ততটুকুর হিসাব (সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ) এখানে আসবে।
৪১	রঙানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক	রঙানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে যে উপকরণ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
৪২	অপরিশোধিত মূসকের জন্য সুদ	অপরিশোধিত মূসকের জন্য হিসাবকৃত সুদ এর পরিমাণ উক্ত নোট এ লিখিতে হইবে।
৪৩	অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের	অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের জন্য হিসাবকৃত সুদ এর পরিমাণ উক্ত নোট এ লিখিতে হইবে।

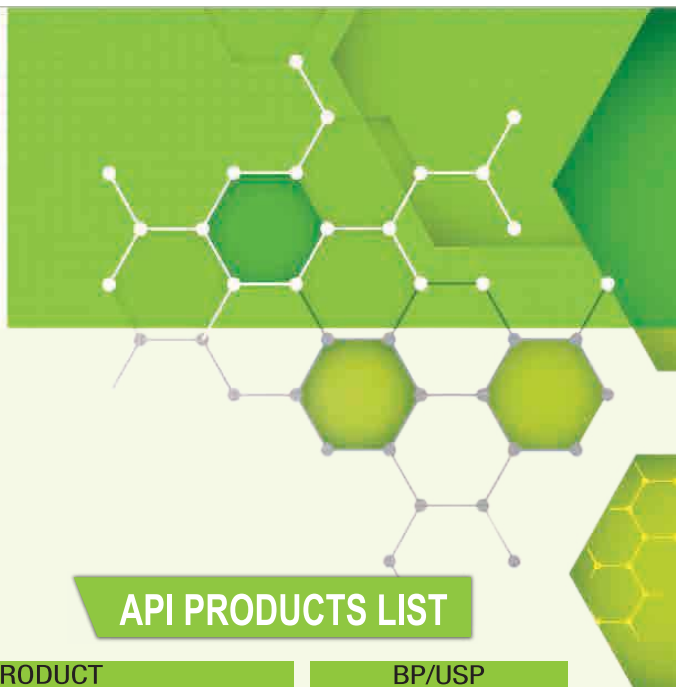
ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	জন্য সুদ	
৪৪	অর্থদন্ড ও জরিমানার	উক্ত করমেয়াদে আরোপকৃত অর্থদন্ড ও জরিমানার পরিমাণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
৪৫	আবগারি শুল্ক	নিবন্ধিত করদাতাদের কেউ কেউ আবগারি শুল্ক আদায় করেন। এখানে করদাতা সংশ্লিষ্ট করমেয়াদের আদায়কৃত আবগারি শুল্কের মোট পরিমাণ লিখিবেন।
৪৬	উন্নয়ন সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের উন্নয়ন সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত উন্নয়ন সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৭	তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৮	স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৯	পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৫০	শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর)	কাণ্ডজে দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতার শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর) উক্ত নোটে বসাতে হইবে। অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে, প্রথম মাসের ক্ষেত্রে শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর) উক্ত নোটে বসাতে হইবে, পরবর্তীতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করবে।
৫১	শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুল্ক)	কাণ্ডজে ফর্ম দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতার শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুল্ক) উক্ত নোটে বসাতে হইবে। অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে, প্রথম মাসের ক্ষেত্রে শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুল্ক) উক্ত নোটে বসাতে হবে, পরবর্তীতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করবে।
অংশ-৮: কর পরিশোধের তফসিল (ট্রেজারী জমা)		
৫২	বর্তমান করমেয়াদে পরিশোধিত মোট মুসক	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। প্রথমে মুসক পরিশোধের চালান নম্বর এবং তারিখ টাইপ করুন। পরবর্তী দুটি কলামে একাউন্ট কোড ও জমাকৃত মুসকের পরিমাণ উল্লেখ করতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের পরিশোধিত মুসকের যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে। অপারেশনাল কোডের ক্ষেত্রে আপনি যে কমিশনারেটের আওতায় নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অপারেশনাল কোড ব্যবহার করতে হইবে। বিভিন্ন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অপারেশনাল কোড নিম্নরূপ: (১) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা: ০০০১ (২) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর: ০০০৫ (৩) বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মুসক: ০০০৬

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	সারচার্জ	নোট ৫২ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হবে।
অংশ-৯: সমাপনী জের		
৬২	সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর)	এটি করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের মূল্য সংযোজন করের প্রারম্ভিক জেরের হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় বিয়োগফল লিখিবেন। বিয়োগফলের নিয়ম: ৬২ = ৫২-৩৬ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের মূল্য সংযোজন করের প্রারম্ভিক জেরের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
৬৩	সমাপনী জের (সম্পূরক শুল্ক)	এটি করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের সম্পূরক শুল্কের প্রারম্ভিক জেরের হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় বিয়োগফল লিখিবেন। বিয়োগফলের নিয়ম: ৬৩ = ৫৩-৩৮। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের সম্পূরক শুল্ক এর প্রারম্ভিক জেরের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
অংশ-১০: ফেরত		
	ফেরত	করদাতা সমাপনী জেরে উল্লিখিত অর্থ ফেরত গ্রহণে ইচ্ছুক হলে হ্যাঁ নির্বাচন করবেন।
অংশ-১১: ঘোষণা		
	ঘোষণা ও স্বাক্ষর	কাণ্ডজে পেশের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার নাম, পদবি, তারিখ, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে করদাতার নাম, পদবি, তারিখ, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল এড্রেস রেজিস্ট্রেশনে প্রদত্ত ডাটাবেস থেকে স্বয়ংক্রীয়ভাবে প্রদর্শন করবে। যদি ফরম দাখিলকারী ব্যক্তি ভিন্ন হয়ে থাকেন, তবে, উক্ত তথ্য সংশোধন করে যথাযথ তথ্য উল্লেখ করিয়া দাখিলপত্র পেশ করবেন।

১৫০। পরিশিষ্ট সমূহ-

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত এসআরও, সাধারণ আদেশ, নির্দেশিকা এবং ফরম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোড স্ক্যান করুন।





ACTIVE FINE CHEMICALS LTD.

(Manufacturer of Bulk Drugs and Lab Reagents)

API PRODUCTS LIST

THERAPEUTIC CATEGORY	PRODUCT	BP/USP
Macrolide-Antibiotics	Azithromycin Dihydrate Azithromycin Dihydrate Taste Mask	BP/USP IN-HOUSE
Anti-ulcerant	Esomeprazole Magnesium Trihydrate Esomeprazole Magnesium Pellets 8.5%, 20%, 22.5%, 23.5%	BP/USP IN - HOUSE
Anti-fungal	Fluconazole	BP/USP
Lipid-lowering	Atorvastatin Calcium Rosuvastatin Calcium	BP/USP BP
Anti-histamine	Fexofenadine Hydrochloride Desloratadine	BP/USP BP/USP
Anti-diabetic	Metformin Hydrochloride Sitagliptin Phosphate Monohydrate Vildagliptin Linagliptin	BP/USP BP INN INN
Anti-hypertensive	L.osartan Potassium Amlodipine Besylate	BP/USP BP/USP
Calcium-Supplement	Calcium Orotate	INN
Anti-Hepatitis-C	Sofosbuvir	INN
NSAID	Aceclofanac Etoricoxib Ketorolac Tromethamine Paracetamol	BP/USP INN BP/USP BP/USP
Anti-Platelet	Ticagrelor	INN
Anti-Microbial	Moxifloxacin Hcl	BP/USP
Anti-cancer	PRODUCTS UNDER DEVELOPMENT	
	Imatinib Mesylate Sunitinib Malate Erlotinib Hydrochloride Doxorubicin Hydrochloride	INN INN INN BP

Corporate Office :

Navana Osman @ Link, Tejgaon-Gulshan Link Road
Tejgaon C/A, Dhaka-1208. Tel : +88-02-886830, 8836843
Fax : 02-8836825, Web : www.afchem.com

Factory :

West Moktarpur, Munshiganj
Bangladesh.



Ahmed Food

PRODUCTS (PVT.) LTD.

The Best From Bangladesh



The greatest quality food is provided to consumer by Ahmed Food Products (Pvt.) Ltd. (AFPL) even at the expense of their lifetimes of arduous labor. Since providing high-quality food to customers is their top concern, AFPL has developed to where it is today by gratifying this need. AFPL has set its corporate goal to not only be a market leader but also to provide the highest quality, healthiest food and maintain a position in consumers' hearts. AFPL is

a recognised brand that stands for the highest-quality foods on the market. All of our customers know and love our pickles and sauces. We manufactured more than 250 SKU, and have three well-known brands (Ahmed, Daroon, and Chung) market both national, internationally. The Company is now being rewarded for being a leader in this industry. AFPL received "The BIZZ," a honor from the world confederation of business, Texas, USA, for sustaining continuous quality of excellence from 2012 to 2021, 2013 saw us win the Global Business Corporation, USA, award for best management, The business award for the finest food company that we received for 2014–2015, 2019-2020 Fastest Growing Brand award from AsiaOne, 2020 National Productivity and Quality Excellence (NPO) Award, where we placed first, 2021-2022 we received Asia's Greatest Brand from AsiaOne and Best Manufacturer (2021) Award from SAPS, which we recently earned. AFPL conforms to Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practices (GHP), and ISO standards.

CORPORATE OFFICE : Ahmed Food Bhaban,
M/4/4, Road # 7, Section # 7, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.
E-mail: ahmedfd@dhaka.net, info@ahmedfood.com,
Web: www.ahmedfood.com, **Hotline :** +880 1987 877 877

মুদের মুহুর্ত

বেঙ্গল আলমারি



- ABS ম্যাটেরিয়াল
- Pull Lock ডোর
- 2 in 1 ফাঙ্গিলিটি



0960 900 9000

bengal.com.bd fb.com/BengalPlastics

Available at: **pick4less**
Pick More, Pay Less



BIOPHARMA Manufactures BIOEQUIVALENT Products



Biopharma Limited has been practising its quality policy from the inception in 1999 in order to provide finest quality medicines for the patients in home and abroad. Recently, 11 products have been undergone Bioequivalence (BE) Study in US-FDA approved, renowned Contract Research Organization (CRO) and compared with innovator company's products. These BE studies have shown and proven that Biopharma's Products comply with Pharmaceutical and Pharmacological parameters and Bioequivalent to the Originator Brands.

Maczith
Azithromycin

equivalent to **Zithromax (Pfizer)**

Inpro
Omeprazole

equivalent to **Losec (AstraZeneca)**

Mextil
Cefuroxime

equivalent to **Zinacef (GlaxoSmithKline)**

BESTCEF
Cefixime trihydrate

equivalent to **Tergecef (Unilab)**

Clamycin
Clarithromycin

equivalent to **Klaricid (Abbot)**

Glucostat MR
Gliclazide Modified Release

equivalent to **Diamicron MR (SERVIER)**

PRAZO XR
Prazosin HCL Extended Release

equivalent to **Minipress XL (Pfizer)**



We are Exporting to 23 Countries

BIOPHARMA
LIMITED





AT Burger King EVERYTHING JUST TASTES BETTER.

Visuals shown are for illustration purpose only



Prices are all inclusive | All our products are 100% halal.
TM & ©2021 Burger King Corporation. Used under license. All rights reserved

CALL
16606
FOR DELIVERY



CALDWELL G R O U P

Think ahead, Live better . . .

**“WORK HARD
IN SILENCE
LET SUCCESS**

**MAKE THE
NOISE”**



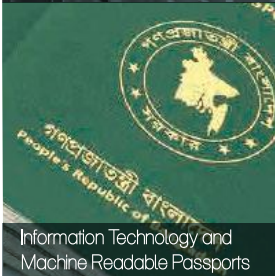
Real Estate



Telecommunication



E - Commerce



Information Technology and
Machine Readable Passports



Commodity Trading



Ceramic Industry



Railways

Caldwell Center

Plot-54, Road- 11, Block-C,(5th Floor)
Banani,Dhaka -1213, Bangladesh
02 222264192, 02 222264197,
02 222264145, 02 58814235

 www.caldwellbd.com

 info@caldwellbd.com

OUR COMPANIES

CALDWELL DEVELOPMENT LIMITED

CALD AGRO AND FISHERIES LIMITED

CALD TRADE LIMITED

HI-TECH CERAMIC INDUSTRIES LTD.

LENDEN POINT LTD.

ONE OF THE
LEADING
Fancy Product Store

DOT5
Studio

- HOME ACCESSORIES
- INTERIOR PRODUCT
- KITCHEN ACCESSORIES
- FURNITURE



HOTLINE
01616-461716

SHOP: HOUSE - 79(K)1, CHAIRMAN BARI, BANANI

SINCE 2009

DOT 5
INTERIOR
EXTERIOR
ARCHITECTURAL

HOTLINE: +8801615553685

**Corporate Office: H # 83, R # 23,
Gulshan-1, Valentine Castle (5th Floor) 1012**



www.dot5.com.bd

BOOK NOW
01616461720

Let's
Explore
DREAM DESTINATION

VISA | AIR TICKET | TOUR



Office: H # 83, R # 23, Gulshan-1, Valentine Castle (5th floor), Dhaka, Bangladesh



EASTLAND INSURANCE CO., LTD.

The name you have learnt to Trust

Awarded **Best Corporate Award** by
ICMAB for 4 consecutive years 2012
2013
2014
2015

Awarded ICAB **Certificate of Merit** for
Best Presented Annual Report 2013

Awarded ICAB **National Award** for
Best Presented Annual Report 2020

Awarded **SAFA Certificate of Merit** for
Best Presented Annual Report 2020



Rated by Credit Rating Information
& Services Limited (CRISL)

Eastland Insurance started its journey as one of the first generation Non-Life Insurance Companies in the private sector from 5th of November, 1986. The present **Authorized Capital of the Company is Tk. 1,000 million** and the **Paid-up Capital is Tk. 839 million**, **Total Asset is Tk. 2,900 million**, **Total Reserve Fund is Tk. 1,128 million** and **Total Investment Portfolio is Tk. 895 million**. The **Total Claims settled so far is Tk. 3,625 million**. Eastland has been paying 'Double Digit' dividends to its shareholders ever since its inception including stock bonus in recent years.

Eastland offers a comprehensive range of insurance packages from its **28** branches throughout Bangladesh, which includes **Fire, Marine, Hull, Motor, Industrial All Risk, Engineering, Aviation, Personal Accident, contractors' All Risks (CAR), Overseas Mediclaim Scheme and Miscellaneous Risks**. Eastland has the credit of being insurer to a host of clients ranging from distinguished individuals to big trading firms, Banks and Financial Institutions as well as large national and multi national companies.

The Company is living up to its promised slogan: *The name you have learnt to Trust* by upholding its personalized services in both Sunny & Rainy days! As such, Eastland's name has been embedded in the hearts of thousands of its clients.

Eastland- Committed to Excellence.

EASTLAND INSURANCE
COMPANY LIMITED



ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড

ESTD.1986

Head Office: 13 Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh

PABX : +8802223384600, Fax : +8802223385706, Hotline : 09610001234

E-mail: info@eastlandinsurance.com, www.eastlandinsurance.com

IPDC
FINANCE

☎ ১৬৫১৯

সঞ্চয়ে দেশমেরা

IPDC

ডিজিটাল

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা

প্রধান শেয়ারহোল্ডার



brac

AAA

সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং

সেবা সেবা

সেবা পৌঁছে যাবে
আপনার দোরগোড়ায়

www.ipdcdbd.com

জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখা হতে
“স্বয়ংক্রিয় চালান” প্রক্রিয়ায়

পাসপোর্ট
ফি

আয়কর

ভ্যাট

শুল্ক

সারচার্জ

অন্যান্য
সেবা
ফি

তাৎক্ষণিক জমা করা যায়।

আজই “স্বয়ংক্রিয় চালান”
পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করুন।



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার



KABIR TOY GARDEN LTD.

Head & Corporate Office :

Nahar Plaza, 14th Floor, Room # 1512,
37 Bir Uttam C.R. Dutta Road, Dhaka-1205

LIAISON OFFICE :

HOUSE#05, Kopotakkho Shan Villa,
ROAD#01, Flat # A2 (2nd Floor),
(Bhasha Soinik Dr. Golam Mawla Sarak),
Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh.

Mobile : + 88 01992014860

Phone : + 88 02 223367806

Email : ffk.dhaka.bd@gmail.com





মার্কেটাইল ব্যাংক
ডিজিটাল ব্যাংকিং



To download MBL Rainbow
GET IT ON
Google Play
Download on the
App Store



দ্রুত, নিরাপদ ও সহজে
ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা
আপনার হাতের মুঠোয়

- ঘরে বসেই এনআইডি দিয়ে নিজের ব্যাংক একাউন্ট খোলা
- ব্যাংক হিসাবের বিস্তারিত
- মোবাইল টপ আপ
- ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট (DESCO, WASA, BTCL, DPDC, NESCO, WZPDCL এবং আরও অন্যান্য)
- রেইনবো ওয়ালেটে টাকা যোগ করা
- ই-টিকেটিং (বিমান, বাস, বিনোদন ইত্যাদির টিকিট সংগ্রহ)
- এমবিএল ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট
- বিইএফটিএন এর মাধ্যমে অন্য ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার
- এমবিএল টু এমবিএল ফান্ড ট্রান্সফার
- ব্রাঞ্চ এবং এটিএম লোকেশন
- কিউআর কোড এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ব্যবহারযোগ্য

বাংলার ব্যাংক

মার্কেটাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি



www.mblbd.com

facebook.com/mercantile.bd



MZ Advisory Services Limited (“MZ”) is a leading investment banking and investment management advisory firm that provides a wide range of services to diversified client base that includes corporations, financial institutions, government enterprises and individuals.

Services we offer

Mergers & Acquisition

Wealth Management Advisory

Structured Finance

Taxation and Regulatory
Compliance Services

Investment Banking

Strategic/Management Advisory

Private Equity

Other Corporate Advisory

Financial/Corporate Restructuring

Digital Transformation



MZ ADVISORY SERVICES LIMITED

Z TOWER, HOUSE-04, RD-132,
GULSHAN-1, DHAKA 1212

+88 01914024800, +88 02 2222 86319,

Website: <http://mzadvisory.com.bd/>

HOTLINE +88 09609 200 555

আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড এটাই!



আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাট যাই হোক, লোনের সব দায়িত্ব আমাদের। সবচেয়ে দ্রুত প্রসেসিং ও দীর্ঘ মেয়াদে পেমেন্টের অনন্য সুযোগ সমৃদ্ধ ন্যাশনাল হাউজিং আপনার সেই বেস্ট ফ্রেন্ড, যে বন্ধুত্বের আস্থা নিয়ে আছে আপনার পাশে সবসময়।



NATIONAL
HOUSING

বন্ধুত্বের আস্তা

ন্যাশনাল হাউজিং

ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস্ লিমিটেড

www.nationalhousingbd.com

Serving the nation since **1956**
with **STATE OF THE ART** manufacturing facility

With the best compliments of

Opsonin Pharma Limited

Ideas for healthcare



"OPSONIN BECOMING MORE GLOBAL"



www.opsonin-pharma.com



Like us on
facebook
[.com/OpsoninPharma](https://www.facebook.com/OpsoninPharma)



SUBSCRIBE

Opsonin Pharma Limited

Corporate Headquarter:
Opsonin Building, 30 New Eskaton Road, Dhaka 1000, Bangladesh.
Tel. PABX: (02) 9332262, 9356451, 9356533, 9357023. Fax: 880-2-8311905



Opsonin Pharma
Ideas for healthcare



Where
 every
 square feet
 will
 pay you
 off



unimart

Favourite brands are already here.
Where are you?

[f/centrepntug](#)
 centrepnt@united.com.bd

Next to Hazrat Shahjalal International Airport,

CENTREPOINT

is going to be the next hotspot for shoppers.
 This *Mall-of-the-Millennia* is going to have everything that a truly worldclass shopping mall should have.

Hotline
09612 700 400



Book your space





The All New **XLB**

TIME TO INDULGE



6 Speed Automatic Transmission
with Paddle Shifters



Ventilated Seats with
Premium Leather Upholstery



360 View Camera with
Advanced Touchscreen Smartplay Pro

- 1.5L DUAL JET DUAL VVT ENGINE
- SMART HYBRID TECHNOLOGY
- CRUISE CONTROL SYSTEM
- AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
- PUSH START-STOP & KEYLESS ENTRY SYSTEM
- TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
- 2ND ROW CAPTAIN SEATS
- QUAD AIR BAGS
- ABS WITH EBD
- ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
- R16 MACHINED FINISH ALLOY WHEELS

SUZUKICAR.COM.BD
f y @ / SuzukiCarBangladesh
✉ contactus@suzukicar.com.bd

01704 169342
01729 200822

3 YEARS
WARRANTY*

12 FREE
SERVICES*

*Conditions Apply

Sole Distributor
UTTARA
MOTORS
(An Enterprise of Uttara Group of Companies)



PLAN FOR FUTURE !

-  DREAM HOUSE
-  DREAM CAR
-  EDUCATION FOR CHILDREN
-  RETIREMENT PLAN
-  TRAVEL & LEISURE
-  SAVINGS FOR FUTURE

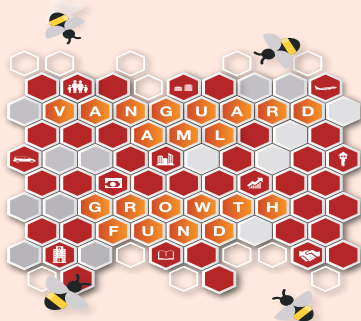


"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago..."
---Warren Buffet



WHY VANGUARD ASSET MANAGEMENT LTD.

- ★ BSEC Approved Asset Manager of 2 (Two) listed Mutual Funds & 1 (One) Open ended Mutual Fund.
- ★ Asset Under Management (AUM) of Vanguard : Tk. 300 Crore (Approx.)
- ★ Total Dividend Paid by VANGUARD AML Tk.89.84 Crore since it's Operations.
- ★ Investment Team : Chartered Financial Analyst (CFA) with extensive research experience.
- ★ Vanguard AML & Managed Funds are Governed by : BSEC, DSE, CSE and Trustee & Custodian of the respective Fund.
- ★ Transparency in operation : Periodical disclosure of information on regular interval (i.e. Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly)



START AN SIP WITH VANGUARD AML GROWTH FUND

* Mutual Fund Investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing



VANGUARD ASSET MANAGEMENT LTD.

-  Symphony, Plot # 9, Road 142, Gulshan 01, Dhaka
-  info@vanguardaml.com
-  www.vanguardaml.com
-  +88 02 2222 80862

WATCHES WORLD

EMPORIO ARMANI

2 Years International Warranty | Authorized Distributor



Bashundhara City:
Level - 4, Block - A, Shop - 1
Contact: 01713199298

Gulshan :
68/1, Union Center, Gulshan Avenue
Contact: 01713199299

Uttara :
002A, Ground Floor, Sector - 7
North Tower, Uttara
Contact: 01713199265

Chittagong :
Shop - 04, 1st Floor, KBH Plaza,
Nasirabad, Chittagong
Contact: 01713199264

Mymansingh:
Shop No: 102, Aloka Nodi Bangla Complex 4,
Rambabu Road, Mymansingh
Contact: 01713199294



www.watchesworldbd.com

Hotline 01713199299



Verona
BONE CHINA TABLEWARE

LET'S START WITH PURITY...



BRANDS PEOPLE LOVE

IFAD Multi Products Limited

Head Office: IFAD Tower, Plot- 7 (New), Tejgaon I/A, Dhaka 1208, Bangladesh

+88 02 0961214444 | impl@ifadgroup.com | www.ifadgroup.com | [/IfadMultiProductsLtd](https://www.facebook.com/IfadMultiProductsLtd)



We want to be a leader in the manufacturing of world class Products of the maximum and steady quality using advanced and state of the art technology. Our main objective is to confirm the availability of products and services with reliable quality which maintain to the international standards.

OUR BUSINESS CONCERN

- ▶ J.N. Corporation ▶ Trade Land International
- ▶ Hi Tech Steel & Plastic Industries Pvt. Ltd.
- ▶ J.N. Warehouse & Cutting Center ▶ Zaber Steel
- ▶ Zaber Agro & Dairy Farm ▶ Zara Agro
- ▶ Zara Home Appliances & Electronics Ltd.
- ▶ Zara Real Estate Ltd. ▶ Zara Lifestyle



Certified



We are Concerned
FOR YOUR
Healthy & Fashionable
LIFESTYLE